মাসুদ রানা

সবাই চলে গেছে

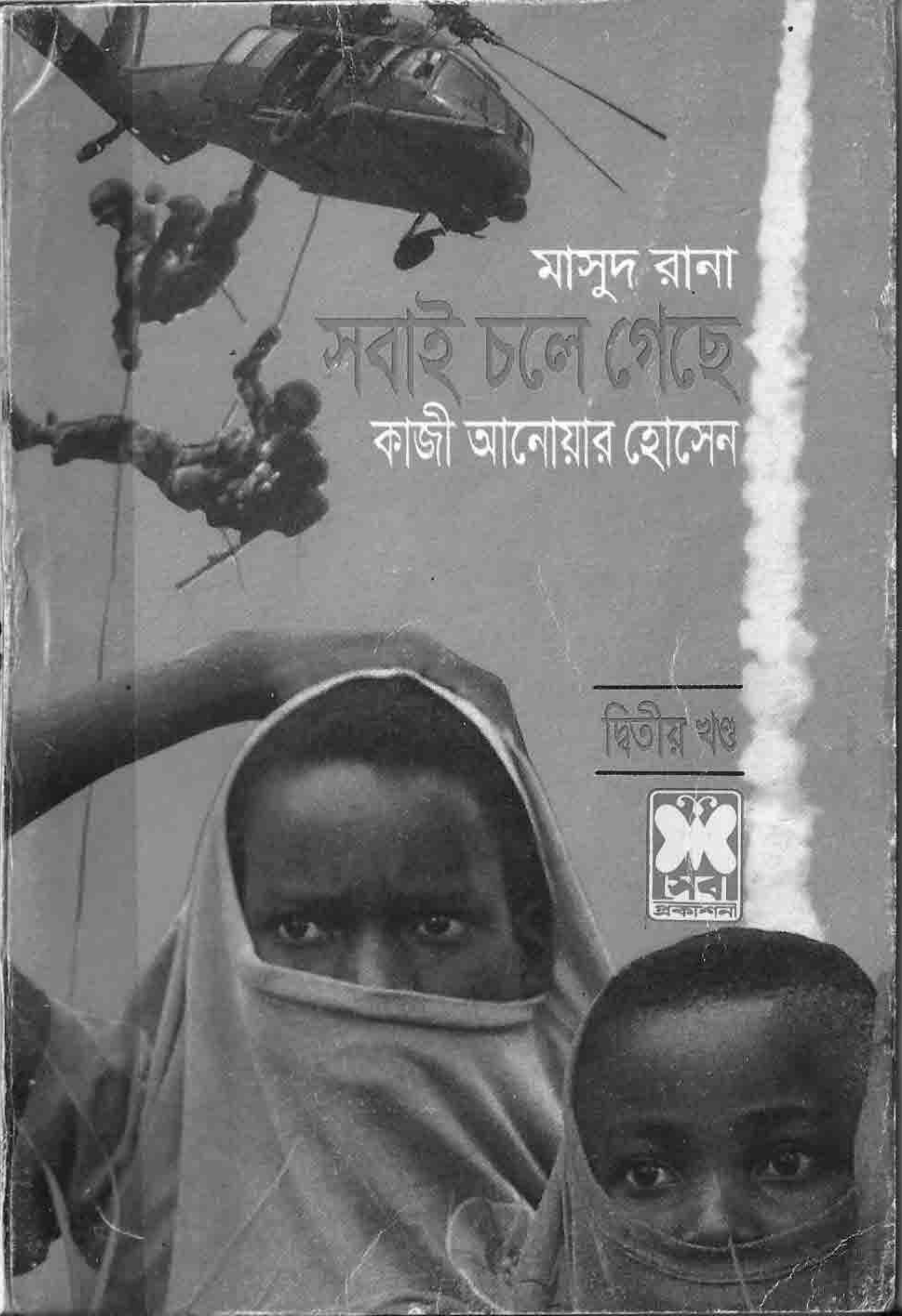
দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

এখন আর ছুটতে পারছে না মাসুদ রানা।
রক্তক্ষরণে দুর্বল হয়ে পড়েছে। আরেকটা বুলেট আধ পাক ঘুরিয়ে দিল ওকে। কাঁধে লেগেছে। পা দুটো ভাঁজ হয়ে গেল। মেঘের আড়ালে মুখ লুকাল চাঁদ। গাঢ় ছায়ার ভেতর ধীরে ধীরে ঢলে পড়ল রানা। জানে, এবার আর উঠতে পারবে না। হঠাৎ কাঁধে কার যেন স্পর্শ অনুভব করল ও। 'কে?' চিৎকার করে জানতে চাইল। 'হায় আল্লাহ! আমার চোখ! সব ঝাপসা লাগছে। কে এখানে?'
'একা শুধু আমি, স্যার,' নরম সুরে বললেন আর. এস.এম.।
'আপনি? এখানে? যান, এখুনি চলে যান। শুনতে পাচ্ছেন না, ওরা চলে এসেছে?'
'পাচ্ছি, স্যার।'
'তাহলে যাচ্ছেন না কেন?'
'পারছি না, স্যার,' আর. এস. এম. মিথ্যে কথা বললেন,
'আমার দুটো পা-ই চুরমার হয়ে গেছে।'

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রূম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রূম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মাসুদ রানা সবাই চলে গেছে দ্বিতীয় খণ্ড কাজী আনোয়ার হোসেন



এক

ব্যারাকের আরেক প্রান্তে গুলির শব্দ হতেই আর্মারীর দরজা বিস্ফোরকের সাহায্যে উড়িয়ে দিলেন আর.এস.এম.। বিল্ডিঙের ভেতর আরও তিনটে দরজা দেখা গেল। প্রথম দরজা দিয়ে ছোট একটা অফিসে যাওয়া যায়। দ্বিতীয় দরজার ভেতর ওঅর্কশপ, আর্মারারস বেঞ্চগুলো অযত্নে পড়ে আছে, ওপরে ছড়িয়ে রয়েছে আংশিক জোড়া লাগানো উইপন। তৃতীয় দরজার ভেতর বড় একটা চেম্বার, চারদিকে সারি সারি গান র‍্যাক। চেম্বারের শেষ মাথায় ভারি একটা ইস্পাতের দরজা, চলে গেছে ঠাণ্ডা ঘরে, ওখানেই অ্যামুনিশন আর এক্সপ্লোসিভ রাখা হয়েছে। মার্সেনারিরা দরজার গায়ে ছোট ছোট বিস্ফোরক বসাল।

'ইজি, ইজি,' সতর্ক করছেন আর.এস.এম., নিজেও নার্ভাস বোধ করছেন। 'খুব বেশি এক্সপ্লোসিভ বসালে আমরাও উড়ে যাব। অ্যাই,' এক লোককে টেনে সরিয়ে আনলেন তিনি, 'দেখি, কাজটা আমাকে করতে দাও। আমি যা ভুলে গেছি তুমি সারা জীবনে তার সিকিভাগও শিখতে পারবে না।'

ওদিকে, গার্ড রূমে বিল্ডিঙের সেলের ভেতর, ব্যথায় গোঁঙাচ্ছে মাসুদ রানা। লাফ দিয়ে সেলে নামার সময় সিঁড়ির পাশের দেয়ালে ধাক্কা খেয়েছিল ও, চোট পেয়েছে উরুতে। ইতিমধ্যে সেটা ফুলে উঠেছে, ব্যথায় কুঁচকে উঠেছে চোখ-মুখ।

ভলান্টিয়ার রাম সিং হাঁটু গেড়ে বসেছে রানার পাশে, আলগা করে ওর পিঠ থেকে নামিয়ে নিয়েছে হ্যাভারস্যাকটা। নার্সিঙে ট্রেনিং নেয়া আছে তার, তবে অপরাধ স্বীকার করার ঢঙে বলছে, কোর্সটা সে কমপ্লিট করেনি। হেলমেটের নিচে গান্ধী টুপি পরে আছে রাম সিং। মেডিকেল নলেজে তার ঘাটতি থাকলেও, সেটা সে পুষিয়ে নেয় উৎসাহ আর দরদ দিয়ে।

'দেখতে দেন, মালিক,' বলল সে। 'আপনার পা বহুত দামী জিনিস, মালিক। কোমর থেকে ট্রাউজারটা যদি নামান, আমাকে তাহলে ওটা কাটতে হয় না। চুপচাপ শুয়ে থাকুন, মালিক, দেখুন এখুনি কেমন আরাম পাইয়ে দিই।' ফোলা ও লাল হয়ে ওঠা উরু পরীক্ষা করল সে। শুধু যে ফুলে উঠেছে তা নয়, একপাশের মাংস থেঁতলেও গেছে, লম্বা একটা কাটা থেকে রক্ত বেরিয়েছে খানিকটা। 'মালিকের ওপর ভগবানের কৃপা আছে, হাড় কোথাও ভাঙেনি, তবে চিড় ধরলেও ধরতে পারে। মালিক, এই পায়ের ওপর আপনি ভর দিতে পারবেন না। ইচ্ছে হলে খোঁড়াবেন, কাউকে আমি কিচ্ছু বলব না।'

'রাম সিং,' উরুর চারদিকে নিখুঁত ব্যাণ্ডেজটা দেখে বলল রানা, 'তুমি দেখছি ডাক্তারদের চেয়ে কোন অংশে কম যাও না।'

বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে নিজের হ্যাভারস্যাক গুছিয়ে নিল রাম সিং।

কটের ওপর শুয়ে আছেন ইউনুস উসুমবুরা, ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে আসছে তাঁর। পরনের ক্যানভাস শার্ট ও ট্রাউজার এত পুরানো ও নোংরা যে রঙ চেনা যাচ্ছে না। হাত আর পায়ে যেখানে শিকল বাঁধা ছিল সেখানে কড়া পড়ে গেছে, কাঁচা-পাকা চুলদাড়িতে মুখ প্রায় ঢাকা।

পানির অপেক্ষায় থাকল না রানা, থুথুর সঙ্গে একজোড়া পেইনকিলার ট্যাবলেট গিলে ফেলল। অ্যান্টিবায়োটিক ইঞ্জেকশনের পর ও আর মরফিন নিতে চায়নি। দাঁড়াল, তারপর কটের ওপর ঝুঁকে

নরম সুরে তাগাদা দিল, 'মি. প্রাইমমিনিস্টার। আমার কথা আপনি শুনতে পাচ্ছেন? এখানে আমরা বিপদের মধ্যে আছি। এখুনি বেরিয়ে যেতে হবে। আপনি কি হাঁটতে পারবেন?'

রানার পাশে এসে দাঁড়াল রাম সিং। 'সৎ নেতারা হলেন জনগণের দেবতা, গণদেবতা, ভগবানের খাস প্রতিনিধি। দেবতাদের অপমান আমার সহ্য হয় না।' দ্রুত ও সাবধানে উসুমবুরার শার্ট খুলছে সে। 'কি করেছে ওরা আপনার? দেখুন না, এখুনি আপনাকে আমি সুস্থ করে তুলছি।'

বিড়বিড় করে কি যেন বললেন উসুমবুরা। তাঁর ঠোঁটের কাছে কান পাতল রাম সিং। 'পিল? আপনার পিল?' প্রতিধ্বনি তুলল সে। 'ওগুলোর কথা ভুলে যান, মহামান্য। লণ্ডন থেকে আরও ভাল ট্যাবলেট নিয়ে এসেছি আমি। বিশেষ করে আপনার জন্যেই ওরা আমাকে দিয়েছে এগুলো। একটা খেলেই আপনার হার্ট বশ মানবে। ইস, দেবতার কি হেনস্থা! আপনি যে বেঁচে আছেন সেটাই তো আশ্চর্য!'

'ফরহাদ, মি. উসুমবুরার দায়িত্ব তোমার ওপর থাকল,' বলল রানা। 'সঙ্গে রাম সিংকে রাখো। এখন থেকে পলকের জন্যেও ওঁর ওপর থেকে তুমি চোখ সরাবে না। অ্যাণ্ড ফর গডস সেক, বাঁচিয়ে রাখো ওঁকে। উনি মারা গেলে গোটা অভিযানই অর্থহীন হয়ে পড়বে। অল রাইট, লেট'স মুভ।'

উসুমবুরার সেলে ঢুকল ফরহাদ। 'স্যার, আপনি কি হাঁটতে পারবেন?' উসুমবুরাকে কটের ওপর উঠে বসতে দেখে জিজ্ঞেস করল সে। 'আমরা রওনা হচ্ছি।'

ক্ষীণ হেসে মাথা ঝাঁকালেন উসুমবুরা। 'দেখি চেষ্টা করে,' মৃদু কণ্ঠে বললেন তিনি, কট থেকে পা নামিয়ে একার চেষ্টায় মেঝেতে দাঁড়ালেন।

'বেশি পরিশ্রম করানো যাবে না, মালিক,' ফরহাদকে বলল রাম সিং। 'উনি খুব অসুস্থ মানুষ। নিন, ট্যাবলেটের এই শিশিটা আপনার

কাছে রাখুন, বলা তো যায় না। দু'ঘণ্টা পর পর খাওয়াতে হবে, মালিক। ঘড়ির কাঁটা ধরে।'

আর্মারীর ভেতর, এক্সপ্লোসিভ রুমের দরজা উড়িয়ে দিল ওরা; তারপর চার্জ বসাল ভেতরে। চারদিকে তাকালেন আর.এস.এম.। 'কেয়ামত নেমে আসবে,' বললেন তিনি, এই প্রথম তাঁকে হাসতে দেখা গেল। এরপর চলে গেলেন তিনি।

ভেহিকেল পার্কটা প্যারেড গ্রাউণ্ডের খোলা প্রান্তে। একজন এন.সি.ও. তার পছন্দ মত গাড়ি বাছাই করল। ট্রাকগুলো আমেরিকান, প্রায় নতুনই বলা যায়। বাকিগুলোর পেট্রল ট্যাংকে পেন্সিল টাইম বোমা ফেলল ওরা।

'স্টার্ট আপ!' ড্রাইভারদের উদ্দেশে চিৎকার করল এন.সি.ও.। সবগুলো হেডলাইট জ্বলে উঠল। লাফ দিয়ে প্রথম ট্রাকের রানিং বোর্ডে উঠে পড়ল সে। 'অল রাইট,' আবার হুংকার ছাড়ল। 'মুভ আউট!'

রেডিওতে এয়ারপোর্টের সঙ্গে যোগাযোগ করল আবু সুফিয়ান। অপরপ্রান্ত থেকে সাড়া দিলেন আবীর মাহমুদ। তাঁকে বেজার মনে হলো, বললেন, 'আমরা ধরে নিয়েছিলাম তোমরা বোধহয় ব্রেকফাস্টের জন্যে অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছ।'

'এখুনি আমরা ব্যারাক ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছি,' বলল সুফিয়ান। 'ইউনুস উসুমবুরা আমাদের হাতে। এয়ারপোর্ট দখল করুন।'

রাত তিনটে বেজে দশ মিনিট। ক্রল করে মামুনের কাছে চলে এলেন আবীর মাহমুদ। 'ওরা রওনা হয়েছে।'

আকাশের ওপর চোখ বুলাচ্ছে মামুন। 'তাড়াতাড়ি পৌছুলে হয়।' উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে তাকে।

'ত্রিশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাবে ওরা। তুমি রেডি?'

'হ্যাঁ।'

বটম পেরিমিটারের গার্ডকে কাবু করার জন্যে তিনজন লোক পাঠানো হলো। দু'জনকে নিয়ে কন্ট্রোল টাওয়ারের দিকে রওনা হলো মামুন। বাকি সবাই অনুসরণ করল মাহমুদকে।

কন্ট্রোল টাওয়ারের গোড়ায় কাঠের দরজা, সেটায় তালা দেয়া রয়েছে; গোটা বিল্ডিং খালি। দরজার পাশে দাঁড়াল মামুন, দু'দিক থেকে তাকে কাভার দিচ্ছে দু'জন মার্সেনারি।

রাস্তা আটকে রেখেছে একটা বুম, দু'দিকে একটা করে সেন্ট্রি বক্স। একজন মার্সেনারিকে নিয়ে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল এন.সি.ও, সেন্ট্রি বক্সের পিছনে। একটু পরই কাঠের বার ওপরে উঠে গেল, সেটার নিচ দিয়ে ছুটলেন মাহমুদ, মার্সেনারিরা তাঁকে অনুসরণ করছে। বুমের শেষ মাথায় কংক্রিটের বোঝায় চেইন পরাল এন.সি. ও, ওটা যাতে খোলা থাকে। সেন্ট্রি বক্সের গার্ড ফাটা খুলি নিয়ে জ্ঞান হারিয়েছে ইতিমধ্যে। মাহমুদ তাঁর লোকদের নিয়ে এগিয়ে গেছেন, তবে এন.সি.ও দু'জন মার্সেনারিকে নিয়ে পিছিয়ে এসে জঙ্গলে ঢুকল। এখানেই তারা অপেক্ষা করবে।

টার্মিনালের গ্রাউণ্ড ফ্লোর খালি। কংক্রিটের বিশাল মেঝে, ঝাড়ু দেয়া হয়নি। দূর প্রান্তে টিকেট কাউন্টার আর ওজন করবার যন্ত্র। একটা সিঁড়ি বার আর কনকোর্স-এর দিকে চলে গেছে। মেঝেতে ওদের বুটের শব্দ প্রতিধ্বনি তুলছে। ইউনিট থেকে দু'জন গার্ড বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, সিঁড়ির গোড়া পাহারা দেবে। মাহমুদ মাথার কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন। বাকি মার্সেনারিরা তাঁর পিছনে।

শেষ ধাপে উঠছেন মাহমুদ, হাতের গ্রেনেড থেকে পিন খুলে ফেললেন। ল্যাণ্ডিঙে পৌঁছুলেন এক লাফে। কেউ একজন চিৎকার করে উঠল। বারে ঢোকার সুইং ডোরে তারের জাল পরানো। লাথি মেরে একটা দিক খুললেন তিনি, ভেতরে ছুঁড়ে দিলেন গ্রেনেডটা, তারপর ঘুরেই ডাইভ দিয়ে সরে গেলেন একপাশে। আঁতকে ওঠার আরেকটা

আওয়াজ শোনা গেল, তারপর গর্জে উঠল একটা সাব-মেশিনগান।

গ্রেনেড বিস্ফোরিত হলো।

দ্বিতীয় মার্সেনারি পাশ কাটাল মাহমুদকে, লাথি মেরে দরজা খুলল, ছুঁড়ে দিল আরেকটা গ্রেনেড। বারের ভেতর থেকে ধুলো, ধোঁয়া আর আর্তচিৎকার বেরিয়ে আসছে। ডাইভ দিয়ে মাহমুদের পাশে পড়েছে মার্সেনারি। এবার দ্বিতীয় গ্রেনেডটা ফাটল। ফাটল আগেরটার চেয়ে কাছাকাছি, দরজার কাঁচ চুরমার হয়ে গেল, ঝুলে পড়ল জালের সঙ্গে। ফাটল আরও একটা গ্রেনেড। ধুলো আর ধোঁয়ার ভেতর গুলি করতে করতে ভেতরে ঢুকল ওরা।

কন্ট্রোল টাওয়ারের গোড়ায় রয়েছে মামুন, তালায় গুলি করে দরজা খুলল সে, সিঁড়ি বেয়ে ছুটল। একজন মার্সেনারি পাহারায় থাকল দরজায়। অপর লোকটা পিছু নিল। অন্ধকারে থমকে দাঁড়াল মামুন, দেয়াল হাতড়ে আলোর সুইচ খুঁজছে। মিটমিট করে জ্বলে উঠল নিস্তেজ আলো। টার্মিনাল থেকে গোলাগুলির আওয়াজ ভেসে আসছিল, হঠাৎ তা থেমে গেছে।

'ছড়িয়ে পড়ো,' মাহমুদ নির্দেশ দিলেন। 'বিল্ডিং চেক করো।'

মৃত ও মৃত্যুপথযাত্রী লোকে ভরে আছে বার। রক্তে ভেসে যাচ্ছে মেঝে। হঠাৎ গ্রাউণ্ড ফ্লোর থেকে এক পশলা গুলির আওয়াজ ভেসে এল। অটোমেটিক রাইফেল। একটু বিরতি। তারপর ভোঁতা শব্দে একটা গ্রেনেড বিস্ফোরিত হলো। তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন মাহমুদ। মাইকেল রয় একটা লাশের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'কুম্বলে মারা গেছে,' বিষণ্ণ সুরে বলল সে। 'ল্যাভাটোরিতে এক শালা লুকিয়ে ছিল।'

'সে?'

'একটা গ্রেনেড ছুঁড়ে মেরেছি। কুত্তাটা গোটা দেয়ালে ভিজে ঘুঁটের মত সেঁটে আছে। তবে ভুলটা কুম্বলেরই, ভেতরে একা ঢুকতে

যাওয়াটাই উচিত হয়নি তার।'

মেঘ ডাকার মত গুরু গুরু আওয়াজ ভেসে এল দূর থেকে।

'ব্যারাক উড়িয়ে দিয়েছে ওরা, এ নিশ্চয়ই তারই শব্দ। তোমার লোকদের ডেকে নাও, সঙ্গে একটা বাজুকা নেবে। ক্রস রোডে চলে যাও, ব্যারাক ছেড়ে আসার পথে ওদেরকে তোমরা দেখতে পাবে। মুভ, ম্যান, মুভ!'

'কুম্বলের কি হবে, স্যার?'

'ফেরার সময় তুলে নিয়ো লাশ, যদি সম্ভব হয় তারপর ওর শেষকৃত্যের ব্যবস্থা করা যাবে।' ঘুরলেন মাহমুদ। 'আরেকজন এন.সি.ও কোথায়?'

'এখানে, স্যার।'

'নিজের লোকদের জায়গামত পোস্ট করো, তারপর শক্তিশালী একটা পেট্রল পাঠাও বটম পেরিমিটারে।'

আবার বৃষ্টি শুরু হয়েছে। রানার কনভয় খুব ধীর গতিতে এগোচ্ছে, রাস্তাটা গভীর খানা-খন্দে ভরা। পিছনের আকাশ দু'এক পলকের জন্যে সাদা আভায় ভরে উঠল, তারপর ভেসে এল আকাশ কাঁপানো আওয়াজ। আর্মারী বিস্ফোরিত হচ্ছে। হাতঘড়ির ওপর চোখ রাখল রানা। 'এয়ারপোর্টের সঙ্গে যোগাযোগ করো,' নির্দেশ দিল ও।

সিঁড়ি বেয়ে কন্ট্রোল টাওয়ারে উঠে এলেন মাহমুদ। 'এদিকের খবর কি?' মামুনকে প্রশ্ন করলেন তিনি। 'প্লেনের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে?'

'রেডিওটা এইমাত্র চালু করতে পারলাম,' জবাব দিল মামুন। 'রাশিয়ান জিনিস, প্রতিটি নব উল্টোদিকে ঘোরালে কাজ করে।'

ঘড় ঘড় আওয়াজ তুলে জ্যান্ত হলো রেডিও। 'সুপারম্যান কলিং ব্যাটম্যান,' গলাটা জেরি চ্যাপলিনের। 'সুপারম্যান কলিং ব্যাটম্যান। কাম ইন ব্যাটম্যান।'

হাতে মাইক্রোফোন নিল মামুন। 'ব্যাটম্যান টু সুপারম্যান। কাম ইন

সুপারম্যান। রিসিভিং ইউ স্ট্রেংথ ফোর। ওভার।'

'সুপারম্যান টু ব্যাটম্যান। মাই গড, কোথায় ছিলে তুমি? এখানে আমরা বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। ছ'হাজার ফুটে গোটা আকাশ ঘন মেঘে ঢাকা। বুঝতে পারছ, কি বলছি? তোমাদের ওদিকের কি অবস্থা?'

'ব্যাটম্যান টু সুপারম্যান। দৃষ্টিসীমা এখানে সাতশো গজ, তবে ক্রমশ আরও কমে আসছে। তোমরা বরং তাড়াতাড়ি নেমে এসো।'

'সুপারম্যান টু ব্যাটম্যান। লেকের দিকে নামতে শুরু করেছি আমরা। ওভার অ্যাণ্ড আউট।'

প্রতি বারে তিনটে করে ধাপ টপকে কন্ট্রোল টাওয়ারে উঠে এল একজন মার্সেনারি। 'রেডিওতে কথা বলার জন্যে আপনাকে ডাকছে, স্যার,' মাহমুদকে বলল সে।

'ঠিক আছে, ওপরে নিয়ে এসো ওটা। ওহে,' মামুনের দিকে ফিরলেন মাহমুদ, 'কিসের শব্দ পাচ্ছি বলো তো? প্লেনের?'

মাথা নাড়ল মামুন। 'এখনও ওটা অনেক দূরে, মাহমুদ ভাই।'

রেডিও আনা হলো। 'ব্যাটম্যান লীডার টু ব্যাটম্যান থ্রী। কাম ইন প্লীজ।'

'ব্যাটম্যান থ্রী টু ব্যাটম্যান লীডার, রিসিভিং ইউ স্ট্রেংথ ফাইভ। ওভার।' রানার হাতে মাইক্রোফোন দেয়ার সময় যান্ত্রিক শব্দজট শোনা গেল।

'সব ঠিকঠাক মত চলছে তো?' জিজ্ঞেস করল রানা। ওর গলার সঙ্গে ট্রাক এঞ্জিনের গর্জন ভেসে আসছে।

'একজন মারা গেছে, তবে এয়ারপোর্ট আমাদের দখলে। প্লেনের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে। আসছে ওটা।'

'ওটাকে রানওয়েতে বসিয়ে রাখতে হবে,' বলল রানা। 'রাস্তা ভাল না, পৌঁছুতে দেরি হবে আমাদের।'

'কত দেরি?'

'রাস্তা যদি এরকমই থাকে, পনেরো মিনিট। প্লেন বসিয়ে রাখো। ওভার অ্যাণ্ড আউট।'

ক্রস রোডে, জঙ্গলের ভেতর, চারজন কমাণ্ডোকে নিয়ে লুকিয়ে রয়েছে রয়; শহরের দিক থেকে ট্রাক বহরের ভোঁতা আওয়াজ ভেসে আসছে তার কানে, ধীরে ধীরে বাড়ছে সেটা। 'প্লেনের কোন আওয়াজ পাচ্ছ তোমরা?' জানতে চাইল সে। মাথাটা বোঁ-বোঁ করে ঘুরছে তার। শহরের দিক থেকে ট্রাক বহর আসবে কেন? সর্বনাশ, তারমানে…!

'ইয়ে, রয়,' মার্সেনারিদের একজন চিৎকার করে বলল, 'ওগুলো শত্রুপক্ষের ট্রাক। এদিকেই আসছে।'

'বাজুকা! বাজুকা!' তাগাদা দিল রয়। 'এই, তুমি, রেডিও অন করে এয়ারপোর্টকে রিপোর্ট করো। বাকি সবাই আমার সঙ্গে এসো।'

রেডিওতে প্লেনের সঙ্গে কথা বলছে মামুন, 'ফর গড'স সেক, সুপারম্যান! জলদি করো! এদিকের আকাশ তো মেঘে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে।'

'সাধ্যমত চেষ্টা করছি আমরা,' জবাব দিল পাইলট জেরি চ্যাপলিন। 'আমরা এখন মেঘের ভেতর। কিছুই তো ছাই দেখতে পাচ্ছি না। তোমাদের ওখানে দৃষ্টিসীমা কত?'

'পাঁচশো, সাড়ে পাঁচশো গজ, তবে কমে আসছে।'

'শালা মিথ্যুক! আমি ধরে নিচ্ছি তিনশো, তার বেশি হতে পারে না। যীশু রক্ষা না করলে সোজা একটা পাহাড়ে বাড়ি খাব।'

স্ট্র্যাপ খুলে হেলমেট থেকে এয়ার মাফ নামাল রয়, বাজুকাটা দু'হাতে ধরে কাঁধে তুলল। 'লোড,' নির্দেশ দিল সে।

মাহমুদের পাশে জ্যান্ত হয়ে উঠল রেডিওটা। 'শহরের দিক থেকে এদিকে আসছে ওরা। সংখ্যা বোঝা যাচ্ছে না, তবে অনেক!'

একটা রকেট বিস্ফোরিত হবার শব্দ পেলেন মাহমুদ। 'কে তুমি?

কোত্থেকে বলছ?' প্রশ্নটা শান্ত সুরে করলেও, মনে হলো ঠাণ্ডা আর তরল কিছুর মধ্যে তার হৃৎপিণ্ড ডুবে যাচ্ছে।

'বলছি একটা গর্ত থেকে, পাশেই বিশাল একটা গাছ।'

'না, বুদ্ধু কাঁহিকা! তোমার পজিশন জানতে চাইছি। কোন কমাণ্ডার সঙ্গে আছে?'

'মাইকেল রয়ের সঙ্গে ক্রস রোডে আছি, স্যার। ওই আরেকটা ট্রাক চুরমার হয়ে গেল। গড, রকেটগুলো সত্যি কাজের!'

'এন.সি.ও-কে দাও।'

'সম্ভব নয়। মাইকেল বাজুকায়। সত্যি ভাল করছে সে। ওটা যেন ওর হাতে মেশিনগানের মত কাজ দিচ্ছে।'

'শান্ত হও, ইডিয়েট।' রাগে দাঁতে দাঁত চাপলেন মাহমুদ। 'শান্ত না হলে আমি নিজে তোমাকে গুলি করব। এখুনি আমি রিইনফোর্সমেন্ট পাঠাচ্ছি। নিজেকে সামলাও, তারপর ফিরে এসে রিপোর্ট করো আমাকে। ওখানে ঠিক কি ঘটছে জানতে চাই আমি।'

'ব্যাটম্যান থ্রী টু ব্যাটম্যান লীডার। কাম ইন প্লীজ।'

'তোমাকে আমি স্ট্রেংথ ফাইভে পাচ্ছি,' বলল রানা, সম্পূর্ণ শান্ত ও, কণ্ঠস্বর ভরাট ও গম্ভীর। 'তোমার লাস্ট ট্রান্সমিশন শুনেছি। হোল্ড অন। যতটা সম্ভব দ্রুত এগোতে চেষ্টা করছি আমরা। জাস্ট হোল্ড অন।'

প্লেন থেকে কন্ট্রোল টাওয়ারের সঙ্গে কথা বলছে চ্যাপলিন, 'আর বোধহয় তিন মাইল দূরে আমরা। কিন্তু লেকটা এখনও দেখতে পাচ্ছি না।'

'তোমাদের সব আলো জ্বেলে দাও,' জবাবে বলল মামুন। 'তোমাদের ল্যাণ্ডিং লাইট আমাদের চোখে পড়তে পারে।' পুবাকাশে চোখ বুলাল সে। 'এখনও কিছু নেই। এখনও কিছু নেই।'

রেডিওতে মাহমুদকে রিপোর্ট করছে রয়। 'ওদের ভেহিকেলগুলোর চামড়া খুব নরম। এখনও আর্মারড ট্রাকের নমুনা দেখতে পাচ্ছি না।

রাস্তাটা আমরা ব্লক করে দিয়েছি। ওটা ভাঙতে হলে ট্যাংক লাগবে।'

'ঠেকিয়ে রাখো ওদের,' নির্দেশ দিলেন মাহমুদ। 'যে-কোন মুহূর্তে রিইনফোর্সমেন্ট পৌঁছে যাবে।'

আকাশে আলো দেখতে পেল মামুন। 'পেয়েছি, তোমাকে দেখতে পেয়েছি,' উল্লাসে প্রায় নেচে উঠল সে। 'সুপারম্যান, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। প্রায় পাঁচ শো গজ বেশি ওপরে রয়েছ তুমি।'

'আমার জায়গায় তুমি হলেও তাই থাকতে,' জবাব দিল পাইলট, জেরি চ্যাপলিন। 'এখন আমরা নিচে নামছি। কেমন লাগছে দেখতে?'

'ভাল। আরেকটু নামো, আরেকটু। সিধে হও। চমৎকার দেখাচ্ছ।'

'নিচে আমি প্রকাণ্ড একটা আগুন দেখতে পাচ্ছি।'

'হ্যাঁ, ও তেমন কিছু না। বীকন হিসেবে ব্যবহার করো ওটাকে। স্টারবোর্ড উইং-এ রাখো। তুমি কি ল্যাণ্ডিং লাইট দেখতে পাচ্ছ? দুর্বল ওগুলো, পাওয়ার আসছে জেনারেটর থেকে।'

'না, এখনও দেখতে পাচ্ছি না। তবে ওগুলো থাকতে হবে। জার্মান ভাষায় প্রলাপ বকছেন স্কিপার।'

রেডিওতে কথা বলছে রানা, 'ব্যাটম্যান লীডার টু ব্যাটম্যান থ্রী। আশা করছি আর দু'মিনিটের মধ্যে এয়ারপোর্টে পৌঁছে যাব আমরা।' ওদের কনভয় যেন মাটি স্পর্শ করছে না, খানা-খন্দগুলো প্রায় উড়ে পার হচ্ছে। সমস্ত মার্কিন ট্রাক প্রস্তুতকারকদের জন্যে প্রার্থনা করছে সুফিয়ান, সেই সঙ্গে দোয়া করছে ওদের এই ট্রাক যেন অখণ্ড থাকে। উসুমবুরাকে কোলের ওপর টেনে নিয়ে দু'হাত দিয়ে ধরে রেখেছে রাম সিং, ঝাঁকি যাতে কম লাগে। চোখ বুজে সামান্য হাঁপাচ্ছেন তিনি, তবে ঠোঁটের কোণে প্রশান্তির ক্ষীণ হাসি লেগে রয়েছে।

ক্রস রোড থেকে রেডিওতে কথা বলছে রয়, মাহমুদকে রিপোর্ট করল, 'আমরা পিছিয়ে পড়ছি। আমাদের চারপাশে ঝোপ লক্ষ্য করে ফায়ার করছে ওরা। সংখ্যায় ওরা তিনশোর কম নয়। অর্ধনগ্ন, তবে

অটোমেটিক রাইফেলে হাত খুব ভাল। বুনো শুয়োরের মত লাগছে ওদের, লাফ-ঝাঁপ দেখে মনে হচ্ছে নাগালের মধ্যে পেলে কাঁচা চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে। ব্যাটাকে নেতৃত্ব দিচ্ছে খুব চালাক কোন অফিসার।'

'ফেলে দাও ব্যাটাকে,' গর্জে উঠলেন মাহমুদ। 'যেভাবে পারো ফেলে দাও। রয়, ওরা এয়ারপোর্টে ঢুকে পড়লে শেষরক্ষা হবে না। যেভাবে পারো রানওয়ে থেকে দূরে সরিয়ে রাখো।'

'কিন্তু স্যার, আমরা জঙ্গলের কিনারায় টিকতে পারছি না...।'

'দশ মিনিট, রয়, দশ মিনিট! যে-কোন মূল্যে, রয়। হাতের কাছে যে ক'জন লোক পাচ্ছি সবাইকে পাঠাচ্ছি আমি।'

দূর প্রান্তের পেরিমিটার থেকে কমাণ্ডো ইউনিট রিপোর্ট করল মাহমুদকে। 'জঙ্গলের ভেতর দিয়ে সিমবারা ধেয়ে আসছে, স্যার। কি করব বলে দিন। সংখ্যা বোঝা যাচ্ছে না, তবে অসংখ্য বলে মনে হচ্ছে।'

রেডিওতে কর্কশ শোনাল মাহমুদের গলা, নির্দেশ দিলেন, 'ঠেকিয়ে রাখো, যেভাবে পারো ঠেকিয়ে রাখো। এখুনি দেখতে পাবে রয়ের লোকজন তোমাদের দিকে পিছিয়ে আসছে। প্লেনটা যে কোন মুহূর্তে রানওয়েতে ল্যাণ্ড করবে। জঙ্গলের ওপর দিয়ে ওটা যখন রানওয়ের দিকে আসবে, এমন ব্যবস্থা নাও সিমবারা যাতে মাথা তুলতে না পারে।'

জেরি চ্যাপলিনকে উৎসাহ দিল মামুন, 'ঠিকভাবে এগোচ্ছ তোমরা, চমৎকার এগোচ্ছ। কি হে, এতক্ষণে তো ল্যাণ্ডিং লাইট তোমাদের দেখতে পাবার কথা।'

'পাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি। এবার নামছি আমরা। প্রার্থনা করো, ভাই—ওঁদের সবার কাছে করুণা ভিক্ষা চাও।'

মামুন বলল, 'গড়িয়ে সোজা টার্মিন্যালে চলে আসবে, কেমন? স্ট্রিপের অন্য কোথাও থেমো না।'

'সর্বনাশ,' আঁতকে ওঠার আওয়াজ ভেসে এল।

'কি হলো?' জিজ্ঞেস করল মামুন। 'কি হলো?'

'গুলি করছে কারা?' চ্যাপলিনের গলায় আতঙ্ক। 'কোথায় নামতে বলছ আমাদের? এয়ারপোর্ট কাদের দখলে?'

'চিন্তা কোরো না, এয়ারপোর্ট আমাদের দখলেই,' তাড়াতাড়ি আশ্বস্ত করল মামুন। 'ওদিকে রওনা হয়ে গেছে আমাদের লোক, ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। তোমরা শুধু নিরাপদে নেমে এসো।'

রয় হতাশ গলায় রিপোর্ট করল, 'পারলাম না। জঙ্গলের ভেতর সংখ্যায় আমরা কম। আমাদের বাধার মুখে থামেনি ওরা। রানওয়েতে ঢুকে পড়েছে।'

বিশাল প্লেনটা ল্যাণ্ড করল রানওয়েতে, বড় একটা ড্রপ খেলো, পরমুহূর্তে বিপুল বাষ্প আর কাদার ভেতর হারিয়ে গেল। এক সেকেণ্ড পর আবার ওটাকে দেখা গেল, পাঁচশো গজ এগিয়ে যাবার পর গতি কমতে শুরু করল। 'প্লেন নেমেছে! প্লেন নেমেছে!' মামুন উত্তেজিত।

রেডিওতে রানার গলা, 'আমরা এখন এয়ারপোর্টে ঢুকছি।'

ঘুরে গেল প্লেন, সরাসরি টাওয়ারের দিকে এগোচ্ছে। 'অল্পের জন্যে রক্ষা পেয়েছি,' বলল চ্যাপলিন। 'পরিস্থিতি বিপজ্জনক বললে কিছুই বলা হয় না। তোমার লোকজন সব তৈরি তো, মামুন? এখানকার পরিস্থিতি স্কিপার মেনে নিতে পারছেন না।'

রানওয়ের শেষ মাথা থেকে দীর্ঘ এক পশলা গুলি হলো। সেটা থামতেই আরেক দফা। একজোড়া মেশিন-গান আছে ওদিকে। অন্ধকারে গান মাজলের আগুন কমলা দেখাল।

মাইক্রোফোন আঁকড়ে ধরে মাহমুদ নির্দেশ দিলেন, 'রয়, মেশিনগুলো থামাও!'

হঠাৎ অবিশ্বাস্য একটা দৃশ্য দেখা গেল। রানওয়ের ওপর আবার ঘুরে যাচ্ছে হারকিউলিস। এঞ্জিনগুলো একযোগে গর্জে উঠল আবার। ডানাগুলোর নিচে জে.এ.টি.ও. রকেট থেকে বিস্ফোরিত হলো আগুন। লাফ দিয়ে সামনে বাড়ল প্লেন। দেড় শো কি পৌনে দুশো গজ ছুটল,

গতি ক্রমশ বাড়ছে। তারপরই একটা ঝাঁকি খেয়ে রানওয়ে ত্যাগ করল, উঠে পড়ল শূন্যে।

'ইউ বাস্টার্ড! ইউ বাস্টার্ড!' মাইক্রোফোনে সমানে চিৎকার করছে মামুন। 'ফিরে এসো, চ্যাপলিন, ফিরে এসো!'

প্রায় খাড়াভাবে আকাশে উঠে গেল হারকিউলিস, হারিয়ে গেল দৃষ্টিসীমার আড়ালে। গোলাগুলির আওয়াজ ছাপিয়ে এখন শুধু ওটার এঞ্জিনের শব্দ শোনা যাচ্ছে, তা-ও দ্রুত মিলিয়ে যাচ্ছে দূরে।

রেডিওতে চ্যাপলিনের গলা ভেসে এল। 'সরি,' বলল সে। 'হুকুম। শুভেচ্ছা রইল, মামুন। ওভার অ্যাণ্ড আউট।'

কন্ট্রোল টাওয়ারে পৌঁছুল রানা। শব্দহীন মাইক্রোফোনে বৃথাই আবেদন জানাচ্ছে মামুন।

উদভ্রান্ত দেখাচ্ছে মাহমুদকে। পরিস্থিতি এক নিমেষে এভাবে বদলে যাওয়ায় বিষম এক ধাক্কা খেয়েছেন তিনি। 'আমরা আটকা পড়েছি!' বিড়বিড় করে বললেন তিনি। 'সবাই আমরা মারা যাচ্ছি।'

একবার শুধু কঠিন দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকাল রানা। অসম্ভব ঠাণ্ডা আর ভাবাবেগ বর্জিত লাগছে ওকে। শক্ত হাতে লাগাম ধরল ও। নির্দেশ দিল শান্ত ভঙ্গিতে। কিছু লোককে টার্মিনালে পাঠানো হলো। আরেক দলকে পজিশন নিতে বলা হলো রাস্তার দু'দিকে। 'আপনার লোকজনকে ভেতরে ডেকে নিন,' মাহমুদকে নির্দেশ দিল ও। 'আড়াল নিয়ে থাকুক ওরা। কন্ট্রোল টাওয়ার সুরক্ষিত কাঠামো নয়, এখানে আমরা বেশিক্ষণ টিকতে পারব না।'

কথা শেষ করে সুফিয়ানকে ইঙ্গিত করল রানা। ওর পিছু নিয়ে ছোট একটা অপারেশনস রুমে ঢুকল সে। সুফিয়ান ঢোকার পর দরজা বন্ধ করে কবাটে হেলান দিল রানা, চোখ বুজে বলল, 'ভুল করেছি, এখন তার মাসুল দিতে হচ্ছে।'

'কি ভুল?'

'চ্যাপলিনের জায়গায় আমাদের লোক থাকা উচিত ছিল,' বলল রানা। 'সে তো অন্য একজনের ভাড়া করা লোক, কেন প্রাণের ওপর ঝুঁকি নিতে যাবে। অন্তত ওই প্লেনে আমাদের একজন লোক থাকা উচিত ছিল।'

মাথাটা আপনা থেকেই নত হয়ে এল সুফিয়ানের। 'প্ল্যানটা আমার, মাসুদ ভাই। ভুল যদি হয়ে থাকে, সেজন্যে আমি দায়ী।'

'আমাদের প্রথম কাজ, আত্মরক্ষা করা। তবে এখানে আটকা পড়ে থাকলে তা সম্ভব নয়।' চিন্তা করছে ও, পালাবার অনেকগুলো সম্ভাবনা বিবেচনা করে দেখছে। 'আমরা বাঁচলে উসুমবুরা বাঁচবেন।'

একটা চেয়ার টেনে টেবিলের পিছনে রাখল সুফিয়ান, নিজে বসল সামনের একটা চেয়ারে। তার চোখ টকটকে লাল হয়ে আছে। চেহারায় ক্লান্তি। 'ওখানে ওদের সঙ্গে জেনারেল বুটা আছেন,' বলল সে। 'অন্য কেউ হলে সিমবাদের জড়ো করে এত অল্প সময়ের ভেতর রানওয়েতে খেদিয়ে আনতে পারত না। ওখানে জেনারেল বুটা না থাকলে যুদ্ধটাকে ফেয়ার প্লে হিসেবে নেয়া যেত।'

প্রতিপক্ষ সংখ্যায় ঠিক কত, জানার কোন উপায় নেই। ইউনুস উসুমবুরাকে ছিনিয়ে নিয়ে এসে তাদেরকে খেপিয়ে তুলেছে ওরা। রানার মনে পড়ল, সিমবারা প্রতিপক্ষের মাংস খায়। কথাটা মার্সেনারিরাও জানে। ওদের মনোবল ধরে রাখা কঠিন হবে। টেবিলের পিছনে এসে চেয়ারটায় বসে মাথায় হাত দিল ও।

দু'জনেই চুপ করে আছে। ছোট একটা টেবিলের সরাসরি ওপরে মৃদু দুলছে নগ্ন একটা বালব। বাইরে, কন্ট্রোল টাওয়ারের জানালা থেকে সমস্ত কাঁচ ভেঙে ফেলছে মার্সেনারিরা, তার শব্দ ভেসে আসছে। ওই জানালাগুলোই হবে ওদের ফায়ার বেস। রাতের নিস্তব্ধতা বলে এখন আর কিছু নেই, চারদিক থেকে শুধু গোলাগুলির আওয়াজ ভেসে আসছে।

দুই

তিনটে বেজে চল্লিশ মিনিটে অপারেশন্স রুমের দরজায় নক হলো। খুলে দিল সুফিয়ান।

কামরায় ঢুকলেন আর.এস.এম। এগিয়ে এসে টেবিলের সামনে দাঁড়ালেন, রিপোর্ট করলেন রানাকে, 'প্রায় সব লোকই ফিরে এসেছে, স্যার। ক্ষয়-ক্ষতি সম্পর্কে পুরো রিপোর্ট এখনও আমি পাইনি। সিমবারা এয়ারফিল্ডে চলে এসেছে, তবে এখান থেকে তাদেরকে আমরা ঠেকিয়ে রাখতে পারব, যদি না ভারি কিছু নিয়ে আসে তারা।'

'এখানে আসার পথে, টার্মিনাল কার পার্কের কাছে, একটা পেট্রল পাম্প দেখলাম না আমরা?' জানতে চাইল রানা। মাথা ঝাঁকালেন আর.এস.এম.। 'প্রতিটি ট্রাকে পেট্রল ভরার ব্যবস্থা নিন,' নির্দেশ দিল ও। 'অতিরিক্ত ফুয়েলও লোড করুন। রেডি হবার পর আমাকে জানান।'

'ভেরি গুড, স্যার।' স্যালুট করলেন আর.এস.এম।

'ও, মাহমুদ ভাইকে পাঠিয়ে দিন, প্লীজ।'

ভেতরে ঢুকলেন মাহমুদ। টেবিলের ওপর একটা ম্যাপের ভাঁজ খুলল রানা। তারপর ডি-ব্রিফ করল মাহমুদকে। 'ঠিক আছে, যান আপনি! গুড লাক,' বলল ও, চোখ নামিয়ে ম্যাপের দিকে তাকাল।

'উত্তর দিকে যেতে হবে,' বলল সুফিয়ান, 'যেমন আমরা প্ল্যান করেছিলাম।' প্লেন না নামতে পারলে বা নামার পর উড়তে না পারলে

কি করা হবে, সে-কথা ভেবে আগেই একটা প্ল্যান করা হয়েছে। 'বুরুণ্ডিতে পৌঁছুতে পারলে ম্যাড হ্যারিসনের সাহায্য নিয়ে ওখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া অসম্ভব হবে না।' টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ল সে। 'সবচেয়ে ভাল হয় যদি আলবার্টভিল ফেরিটা দখল করতে পারি।'

'না।' মাথা নাড়ল রানা। 'লেক থেকে দূরে থাকব আমরা,' দৃঢ়, দ্বিধাহীন সুরে বলল ও। 'আমরা এয়ার কাভার পাচ্ছি না। জেনারেল বুটার প্যারা মিলিটারিতে কিউবান সৈন্য আছে, লেকে ওরা আমাদেরকে ডালে বসা পাখির মত সহজ টার্গেট পেয়ে যাবে। বুরুণ্ডি বা রুয়াণ্ডা আমাদেরকে আশ্রয় দিতেও পারে আবার না-ও দিতে পারে, এই অনিশ্চয়তা ছাড়া উত্তরে আমাদের জন্যে কিছু নেই।' কথা বলার সময় চিন্তাও করছে রানা। 'বরং দক্ষিণে গেলে ভাল সুযোগ পাবার সম্ভাবনা আছে।'

'আলবার্টভিল রোড ব্লক করে রেখেছে ওরা,' বলল সুফিয়ান। 'ওই বাধা সরাবার পর দেখা যাবে মাইন ফাটিয়ে ব্রিজটা উড়িয়ে দিয়েছে।' ম্যাপের গায়ে একটা রেখা টানল সে। 'আমরা যদি পশ্চিম দিকে, অর্থাৎ অ্যাঙ্গোলার দিকে যাই, তাহলে কি হয়? কাইনা হয়ে যেতে হবে, তাই না? কঙ্গোর সবচেয়ে বড় মিলিটারি বেস রয়েছে ওখানে। তাছাড়া, ওখান থেকে দক্ষিণ দিকে নিরাপদ সীমান্তও বহু দূরে।' এরপর জাম্বিয়া-তাঞ্জানিয়া সীমান্তে আঙুল রাখল সে। 'এখানে কোথাও বিশ হাজার গেরিলা আছে, একটা অংশের নেতৃত্ব দিচ্ছে কিউবানরা, আরেকটা অংশের চীনারা।'

'উসুমবুরা যতক্ষণ আমাদের হাতে থাকবেন, জেনারেল বুটা জানবেন তিনি মহা বিপদে আছেন,' বলল রানা। 'তিনি ধরে নেবেন উত্তর দিকে যাব আমরা, সৈন্য নিয়ে ওদিকেই ছুটে যাবেন। উত্তরে না গিয়ে আমরা যদি পিছন দিকে যাই,' ম্যাপে আঙুল রাখল ও, 'নদীটা যদি এখানে পেরুই, তাহলে কি হয়? আলবার্টভিলের বাইরে, তেরো মাইল

দূরে, এখানে একটা পুরানো ব্রিজ আছে। ওখান থেকে দক্ষিণে ঘুরে যাব আমরা, পৌছুব উসুমবুরার নিজস্ব এলাকায়।'

'ও, তারমানে এখনও আপনি হাল ছাড়তে রাজি নন!' ব্যাপারটা হঠাৎ উপলব্ধি করতে পেরে বিস্মিত হলো সুফিয়ান। 'সমস্ত বাধা টপকে উসুমবুরাকে তাঁর লোকদের কাছে পৌছে দিতে চাইছেন। মাই গড, মাসুদ ভাই, এ শুধু আপনার পক্ষেই চিন্তা করা সম্ভব।'

রানা এমন সুরে কথা বলল, যেন সুফিয়ানের বিস্ময়বোধ ওকে স্পর্শ করেনি। 'লেকের পাশে উঁচু জমিনে লুকিয়ে থাকতে পারব আমরা। কিলিমবিতে পৌছুতে পারলে আর চিন্তা কি। প্রাক্তন সৈনিকরা সংখ্যায় ওখানেই বেশি। বাকি যারা আশপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, তারাও এতক্ষণে পৌছে গেছে কিলিমবিতে—আকাশ থেকে অস্ত্র বৃষ্টির কথা চাপা থাকেনি। ওখানে পৌছুতে পারলে ত্রিশ হাজার সশস্ত্র সমর্থক পাব আমরা।'

'তবে ওখানে পৌছুনোর আগে সারাটা পথ জেনারেল বুটার সিমবারা ধাওয়া করবে আমাদের,' তর্ক করতে চাইছে সুফিয়ান।

হাসল রানা। 'যুদ্ধ করতে এসে ধাওয়াকে ভয় পেলে চলবে কেন? শোনো, যেদিকেই যাই আমরা, পিছু ওরা নেবেই। বরং উত্তরে গেলে ওদেরকে আমরা সামনে পিছনে দু'দিকেই দেখতে পাব, কারণ ওরা তাই আশা করছে। দক্ষিণে গেলে সে ভয় নেই, শুধু পিছনে থাকবে ওরা।'

'ঠিক আছে, গেলাম দক্ষিণে। কিলিমবিতেও পৌছুলাম। তারপর কি হবে?'

'কিলিমবিতে, অর্থাৎ উসুমবুরার এলাকায় পৌছে জেনারেল বুটাকে সাবধানে পা ফেলতে হবে,' বলল রানা। 'তা না হলে সিভিল ওঅর-এর ঝুঁকি নিতে হবে তাঁকে। তাঁর বিরুদ্ধে কঙ্গোর সাধারণ মানুষ তো অনেক দিন থেকে খেপে আছে, সে খবর কি তাঁর জানা নেই?

কিলিমবিতে যদি পৌছুতে পারি, তাঁর বিরুদ্ধে সশস্ত্র গণ-অভ্যুত্থান ঘটানো সম্ভব, উসুমবুরার নেতৃত্বে।'

'কিন্তু, মাসুদ ভাই, ওদের যুদ্ধে কি জড়িয়ে পড়াটা উচিত হবে আমাদের?'

আবার হাসল রানা। 'তোমার কি ধারণা, এখনও আমরা জড়িয়ে পড়িনি?'

কাঁধ ঝাঁকাল সুফিয়ান। 'ঠিক আছে, আপনি যা বলেন। তবে, উসুমবুরাকে তাঁর এলাকায় পৌছে দিয়ে আমরা যদি সরে যাই, তাহলে আমার মতে সেটাই হবে আমাদের জন্যে সবদিক থেকে ভাল।'

'সে তখন দেখা যাবে,' বলল রানা। 'তোমার কথায় যুক্তি আছে, মানলাম।'

ঘরে ঢুকলেন আর.এস.এম.। 'রওনা হবার জন্যে আমরা রেডি, স্যার,' রিপোর্ট করলেন তিনি। রানাকে হাসতে দেখে যতটা না বিস্মিত হলেন, তারচেয়ে কৌতূহলী দেখাল তাঁকে। 'এয়ারপোর্ট গার্ডদের কাছ থেকে তিনটে জীপ আর অ্যামুনিশন কেড়ে নিয়েছি, স্যার।'

'ক'জনকে হারিয়েছি আমরা?' জানতে চাইল রানা, হঠাৎ কঠিন দেখাল ওকে।

'এখন পর্যন্ত জানি পাঁচজন, স্যার। তিনজন আহত হয়েছে, তবে হাঁটতে পারবে।'

রানা জানে, গুরুতর আহত লোককে মৃত ধরে নেয়াই ভাল। 'ঠিক আছে, পিছনে গার্ডের ব্যবস্থা রেখে লোকদের ট্রাকে উঠতে বলুন। অফিসারদের পাঠিয়ে দিন আমার কাছে।'

দশ মিনিট পর স্টার্ট নিল ট্রাক বহর। পিছনের গার্ড এয়ারপোর্ট বিল্ডিং থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে লাফ দিয়ে কনভয়ের শেষ ট্রাকে উঠে পড়ল।

আলো কমিয়ে রেখে ট্রাকগুলো রওনা হলো উত্তর দিকে, যে পথ

ধরে এখানে তারা পৌঁচেছে। দখল করা একটা জীপে রয়েছে রানা, সঙ্গে উসুমবুরা থাকায় জীপটাকে রাখা হয়েছে কনভয়ের মাঝখানে। প্রবীণ নেতার নিরাপত্তার দিকটাকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে রানা। জীপ চালাচ্ছে ফরহাদ, পিছনের সীটে উসুমবুরা ও রাম সিং। উসুমবুরা সচেতন, চোখ খোলা, কি ঘটছে সব লক্ষ করছেন। মুরগী তার বাচ্চাকে নিয়ে যেমন ব্যস্ত থাকে, উসুমবুরাকে নিয়ে রাম সিংও সেরকম ব্যস্ত।

রাস্তা ডেবে আছে দু'পাশের পনেরো ফুট উঁচু পাড়ের মাঝখানে। একদিকের পাড়ের ওপর, জমিন যেখানে সমতল, একটা জীপ দেখা গেল—ঘুরে ঢুকে পড়ল জঙ্গলের ভেতর, হেডলাইট অফ করল ড্রাইভার। লাফ দিয়ে চারজন লোক নামল নিচে, ছুটে ফিরে এল উঁচু পাড়ের দু'দিকে। তাদের মধ্যে দু'জন বাজুকা বহন করছে। নিচের রাস্তাটা বেশ খানিকদূর পরিষ্কার দেখা যায়, এরকম জায়গায় পৌঁছে থামল তারা। এখানেই তারা অপেক্ষা করবে।

রাতের অন্ধকার চিরে সগর্জনে ছুটে চলেছে কনভয়। রাস্তায় অসংখ্য গর্ত, প্রতি মুহূর্তে ঝাঁকি তো খাচ্ছেই, ট্রাকগুলো উল্টে পড়ারও উপক্রম করছে। মার্সেনারিরা চুপচাপ, তাল সামলাবার জন্যে ছাদের ফ্রেম আঁকড়ে ধরেছে। এয়ারপোর্ট থেকে রওনা হবার আগে ওদের মধ্যে হাঁটাহাঁটি করেছে রানা, কথা খুব কম বললেও ওর আত্মবিশ্বাস আর উৎসাহ সংক্রমিত হয়েছে সবার মধ্যে। শত বিপদের মধ্যেও অভিযানের মূল লক্ষ্য থেকে একচুল সরতে রাজি নয়, ওর এই দৃঢ়তা সবার মধ্যে শ্রদ্ধার ভাব জাগিয়ে তুলেছে। যারা তাদের বন্ধুকে হারিয়েছে, শোক করার সময়ই পেল না। এখনও নিজেরা বেঁচে আছে, এটাকে তারা পরম সৌভাগ্য হিসেবে গ্রহণ করল। রানা তাদেরকে আশ্বাস দিয়েছে, সাহসের সঙ্গে নির্দেশ মেনে চললে কেউ ওদেরকে পরাজিত করতে পারবে না।

কনভয়ের সামনেও একটা জীপ। পরিত্যক্ত ব্যারাকটাকে সগর্জনে

পাশ কাটিয়ে এল। জীপটার উইণ্ডস্ক্রীনের কাঁচ ফেলে দেয়া হয়েছে, বনেটের ওপর বেরিয়ে এসেছে একটা মেশিন-গানের ব্যারেল। ব্যারাকটাকে তিন মাইল পিছনে ফেলে আসার পর রাস্তার ওপর আড়াআড়িভাবে একটা ট্রাক থামাল ওরা, তারপর সেটাকে এমনভাবে অকেজো করল যাতে চেষ্টা করলেও কেউ চালাতে না পারে।

ওখান থেকে এক মাইল পিছিয়ে এল কনভয়। একটা পাহাড়ের মাথায় যখন উঠছে ওরা, হঠাৎ আলোকিত হয়ে উঠল আকাশ। পরমুহূর্তে একটা রকেট বিস্ফোরণের আওয়াজ ভেসে এল। দক্ষিণ দিকের ট্র্যাক ধরল কনভয়।

অ্যামবুশ পয়েন্টের লোকগুলো ট্রাক এঞ্জিনের আওয়াজ শুনতে পেল। তারমানে সিমবারা আসছে। ট্রাকগুলো রাস্তার একটা বাঁক ঘোরার সময় আলো দেখা গেল হেডলাইটের।

মার্সেনারিরা একটা কিলিং গ্রাউণ্ড বেছে রেখেছে। ফাঁকা রাস্তার বিশ গজ বিস্তৃতি। প্রথম ট্রাক ওই জায়গায় এসে পৌঁছুবে, তার জন্যে অপেক্ষায় থাকল তারা।

সিমবাদের ট্রাকগুলো পরস্পরের সঙ্গে খুব কাছে, একটার পিছনে আরেকটা লেগে আছে। প্রতিটি ট্রাকে উপচে পড়ছে লোকজন। সবাই তারা হৈ-হুল্লোড় করছে, বিজয়ের উল্লাসে নাচছে কেউ কেউ।

প্রথম ট্রাকের বনেটে আঘাত করল প্রথম রকেট। দ্বিতীয়টা লাগল পাশে। সঙ্গে সঙ্গে আগুন ধরে গেল, নাকটা বাড়ি খেলো রাস্তার পাশের উঁচু পাড়ে। তারপর বিস্ফোরিত হলো ট্রাক, মানুষ ও আবর্জনা আকাশের অনেক ওপরে উঠে গেল।

দ্বিতীয় ট্রাকটা থামার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো, সরাসরি ঢুকে পড়ল অগ্নিকুণ্ডে। এক মুহূর্তের মধ্যে আগুনের শিখা পেট্রল ট্যাংকের নাগাল পেয়ে গেল, চোখের পলকে বিস্ফোরিত হলো সেটাও, কমলা রঙের আগুনে ঢাকা পড়ে গেল গোটা কাঠামো। ট্রাকের ভেতর থেকে

আর্তচিৎকার বেরিয়ে আসছে। সারা শরীরে আগুন নিয়ে ছুটোছুটি শুরু করল কয়েকজন। রাস্তার উঁচু পাড় থেকে গর্জে উঠল একটা লাইট মেশিনগান।

তৃতীয় ট্রাকটা পাড়ে বাড়ি খেলো। যে মুহূর্তে বাড়ি খাচ্ছে, ঠিক তখন একটা রকেট আঘাত করল। রাস্তাটা এখন পুরোপুরি বন্ধ। আগুনের একাধিক স্থূল শিখা রাতটাকে আলোকিত করে রেখেছে। এখনও চিৎকার করছে আহত সিমবারা, আগুন থেকে এখনও দু'একজন ছিটকে বেরিয়ে আসছে। অদ্ভুতই বলতে হবে, তাদের মধ্যে অক্ষত লোকও আছে, তা না হলে উঁচু পাড় লক্ষ্য করে মেশিনগান চালাচ্ছে কারা?

পাঁচ মিনিট পর অবশ্য সিমবাদের মেশিন-গান থেমে গেল। জঙ্গলের কিনারা থেকে পিছিয়ে এল মার্সেনারিরা, ছুটল জীপের দিকে।

মেইন কনভয় একটা গ্রামে ঢুকল। দেখে মনে হলো পরিত্যক্ত। সামনের জীপে রয়েছে সুফিয়ান, তার ঘাড়ের চুল দাঁড়িয়ে পড়ল। তবে গতি কমায়নি সে। যেন নীরব সমঝোতায় ভেহিকেলগুলো পরস্পরের সঙ্গে দূরত্ব বাড়িয়ে নিচ্ছে। কনভয়ের সামনের জীপ গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, এই সময় রাস্তার পাশের ঝোপ থেকে বুলেট বৃষ্টি শুরু হলো। হেভী মেশিন-গানের ছন্দময় হাতুড়ির বাড়ি কানের পর্দা ফাটিয়ে দিতে চাইছে। সেই সঙ্গে ছুটে এল একটা বাজুকা সেল।

লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে সেলটা, খুব নিচু দিয়ে ছুটে এসে বেরিয়ে গেল একটা ট্রাকের চাকার মাঝখান দিয়ে, ছাল তুলল জমিনের, বিস্ফোরিত হলো এক মুদি দোকানের দেয়ালের গোড়ায়।

রানার সামনের ট্রাক প্রচণ্ড ঝাঁকি খেলো, পরবর্তী সেল ওটার সামনের একটা চাকায় লেগেছে। বিস্ফোরণে বনেট আর ক্যাব ধ্বংস হয়ে গেল। সংঘর্ষ এড়াতে জীপটাকে একটা গর্তে নামিয়ে দিল ফরহাদ, মেশিন-গানের ঝাঁক ঝাঁক বুলেট পিছনের ক্যানভাস ঝাঁঝরা করে দিচ্ছে।

আগুন ধরে গেল ট্রাকটায়। ড্রাম ভর্তি পেট্রল বিস্ফোরিত হতে শুরু

করল, রাতের আকাশে শুধু আগুন আর আগুন দেখা যাচ্ছে। চোখ ধাঁধিয়ে গেছে, কিছুই দেখতে পাচ্ছে না অ্যামবুশার সিমবারা।

গর্ত থেকে জীপটাকে তোলার চেষ্টা করছে ফরহাদ, কিন্তু ওদের পিছনের ট্রাকগুলো সগর্জনে কিনারা দিয়ে ছুটে যাবার সময় গর্তের পাড় ধসে পড়ছে। প্রতিটি ট্রাক গর্তকে পাশ কাটাবার সময় অনর্গল গুলি হচ্ছে, ওদের মাথার ওপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে ঝাঁক ঝাঁক বুলেট।

ঝোপের ভেতর একের পর এক কয়েকটা গ্রেনেড ছুঁড়ল রানা। মেশিন-গান ঘুরে গেল, খুঁজছে ওকে। তারপর পরপর ফাটল গ্রেনেডগুলো, নিস্তব্ধ হয়ে গেল অ্যামবুশ।

পোড়া ট্রাকের একজনও বাঁচেনি। গর্ত থেকে উঠে কনভয়ের পিছু নিল জীপ। সিধে হয়ে বসে রানার কাছে একটা রাইফেল চাইছেন ইউনুস উসুমবুরা। হেসে ফেলল রানা, মাথা নেড়ে প্রত্যাখ্যান করল, বলল, 'আমরাই যথেষ্ট।'

পিছনে গার্ড দিচ্ছিল কয়েকজন মার্সেনারি, এই মুহূর্তে উঁচু পাড় আর পাড়ের ঢালে এক্সপ্লোসিভ চার্জ বসাতে ব্যস্ত তারা। কাজটা কঠিন, সময় লাগছে অনেক, কারণ ঢাল বা পাঁচিল বেশিরভাগই পাথুরে। প্রতিটি লোক ঘাড় ফিরিয়ে পিছনের রাস্তায় ঘন ঘন তাকাচ্ছে। অবশেষে কাজটা শেষ হলো। দূর থেকে এঞ্জিনের ভারি আওয়াজ ভেসে এল। অনেকগুলো ট্রাক। আবার আসছে সিমবারা। এবার ধীর গতিতে, সাবধানে।

ঝোপের ভেতর গা ঢাকা দিল তারা। মনে হলো পাথর আর মাটি সহ উঁচু পাড় ধীর ভঙ্গিতে উথলাচ্ছে, উঠে যাচ্ছে শূন্যে। এমন বিকট আওয়াজ হলো, মনে হলো আকাশ ফেটে যাবে। পরমুহূর্তে বিস্ফোরিত হলো অগ্নিশিখা। মাটি আর পাথর নেমে এসে বন্ধ করে দিল রাস্তা। ঘোরানোই ছিল জীপ, স্টার্টও দেয়া ছিল, মার্সেনারিরা উঠে বসতেই

ছুটতে শুরু করল, গর্তগুলো লাফ দিয়ে পার হয়ে যাচ্ছে।

ব্যারাক ছাড়িয়ে এল তারা, গতি কমিয়ে দক্ষিণমুখো রাস্তা খুঁজছে। সেটা পাবার পর আবার বাড়ল গতি।

ট্র্যাকের মাঝখানে ছোট একটা গাছ পড়ে আছে। স্পীড কমাল ড্রাইভার, হেডলাইটের আলোয় ওটার আকার-আকৃতি বোঝার চেষ্টা করছে। তারপর, আশপাশে অ্যামবুশ আছে ধরে নিয়ে, অকস্মাৎ গতি বাড়িয়ে জীপটাকে লাফ দেয়াবার চেষ্টা করল গাছটা যেখানে সবচেয়ে সরু।

গাছটার পিছনে আরও বড় একটা গুঁড়ি পড়ে আছে, দেখতে অনেক দেরি করে ফেলল ড্রাইভার। এঞ্জিন গর্জন করছে, জীপ উঠে পড়েছে শূন্যে, শূন্যে থাকতেই কাত হতে শুরু করল। জীপের একটা পাশ পড়ল মাটিতে, তারপর পুরোপুরি উল্টে গেল। মার্সেনারিদের তিনজন আগেই ছিটকে পড়েছে, ট্র্যাকের ওপর আহত বা অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকল তারা। বাকি একজন জীপের তলায় চাপা পড়েছে, রোমহর্ষক চিৎকার বেরিয়ে আসছে গলা থেকে। ঝোপের ভেতর থেকে কয়েকটা গাঢ় ছায়ামূর্তি বেরিয়ে এল। তাদের একজন পেট্রল ভেজা চেসিসে দেশলাইয়ের জ্বলন্ত কাঠি ছুঁড়ছে।

রানার জীপ পিছিয়ে পড়েছে। সামনের কনভয়টা দেখা যাচ্ছে না। কনভয় যাবার পর রাস্তার অবস্থা আগের চেয়ে করুণ হয়ে উঠেছে, কাদা আর খানা-খন্দের জন্যে স্পীড বাড়াতে পারছে না ফরহাদ। নিরাপত্তার কারণে উসুমবুরাকে নিয়ে কনভয়ের মাঝখানে ছিল ওরা, এখন একদম একা হয়ে পড়েছে।

দেখে মনে হলো ঘুমিয়ে পড়েছেন উসুমবুরা। তাঁকে দু'হাতে জড়িয়ে রেখেছে রাম সিং। রানার কোলের ওপর এক জোড়া গ্রেনেড, হাতে অটোমেটিক রাইফেল। সামনের রাস্তায় চোখ। চেহারা দেখে

বোঝা না গেলেও, মনে মনে খুব ভয় পাচ্ছে ও। এখন যদি কোন অ্যামবুশের মধ্যে পড়ে, উসুমবুরাকে বাঁচানো কঠিন হবে। যদি লড়তে হয়, একা লড়তে হবে ওকে। ফরহাদ হুইলে, রাম সিং উসুমবুরাকে দেখছে। সাহায্য পাবার একমাত্র আশা, রিয়ার গার্ড যদি জীপ নিয়ে সময়মত পৌঁছায়। সামনের কনভয় থেকে কেউ আসবে বলে মনে হয় না। অন্তত এখুনি নয়।

ব্রিজের সামনে চাকা হড়কে গেল, ব্রেক করেছে সুফিয়ানের ড্রাইভার। সেই নিচে নামল, ছুটে পিছন দিকে চলে গেল ট্রাক ড্রাইভারদের সাবধান করার জন্যে।

ট্র্যাকের দু'ধারে পাড় খুব উঁচু, হেডলাইটের আলোয় ভেজা ঝোপ-ঝাড় চকচক করছে। ট্রাক থেকে লাফ দিয়ে নেমে উঁচু পাড়ে উঠে যাচ্ছে মার্সেনারিরা।

ব্রিজটা কাঠের তৈরি, প্রায় ব্যবহার করা হয় না বললেই চলে। শুধু গরুর গাড়ি আসা-যাওয়া করে। অ্যাডভান্স গার্ড ব্রিজের ওপর দিয়ে ছুটল, তাদের পায়ের আওয়াজ প্ল্যাঙ্ক-এর ওপর ফাঁপা শোনাচ্ছে।

নদীটা পঞ্চাশ ফুট চওড়া—খানিক আগের তুমুল বৃষ্টিতে ফুলে-ফেঁপে উঠেছে, স্রোত খুব জোরাল, পানির রঙ সাদা ও কালো। দুই প্রান্তেই কিং পোস্টগুলোকে সাপোর্ট দিচ্ছে মরচে ধরা স্টীল হজার, পাড়ে কংক্রিটের ভেতর গাঁথা। ব্রিজের কাঠেও পচন ধরেছে।

অ্যাডভান্স গার্ড সিগন্যাল দিয়ে জানাল, অপর দিকটা ফাঁকা। তারপর কাভারিং পজিশন নিল।

খুব সাবধানে ব্রিজ পেরুল সুফিয়ানের জীপ। তার জীপ অপর পারে পৌঁচেছে, এই সময় প্রথম ট্রাক ব্রিজে উঠল। গুঙিয়ে উঠল ব্রিজ, এদিক ওদিক দুলছে, তবে টিকে থাকল। অন্যান্য ভেহিকেলও সার বেঁধে এগিয়ে আসছে, ইঙ্গিত পেয়ে প্রতিবার একটা করে উঠে আসছে ব্রিজের

ওপর। ভারি কাঠের রেলওয়ে স্লিপার, যেগুলো প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছে, চাকার চাপ খেয়ে গুঁড়ো ও টুকরো হয়ে যাচ্ছে। একদল মার্সেনারি এরই মধ্যে ব্রিজের শেষ মাথায় এক্সপ্লোসিভ চার্জ বসাতে শুরু করেছে।

রানার জীপ এখনও কনভয়টাকে দেখতে পাচ্ছে না, তবে গতি খানিকটা বাড়াতে পেরেছে ফরহাদ। এখন পর্যন্ত রিয়ার গার্ড মার্সেনারিদের দেখা নেই, তবে ওরা কোন অ্যামবুশের মধ্যেও পড়েনি। রিয়ার গার্ড আসছে না দেখে অমঙ্গল আশঙ্কাটাই আগে জাগল রানার মনে। এত দেরি হবার কথা নয়। ওদের জন্যে যে অপেক্ষা করবে তারও উপায় নেই; সঙ্গে উসুমবুরা রয়েছেন, রানা কোন ঝুঁকি নিতে পারে না।

একে একে ব্রিজ পার হলো ট্রাকগুলো, আর শুধু একটা বাকি। শেষ ট্রাকটায় পেট্রল ভর্তি অনেকগুলো ড্রাম রয়েছে। ব্রিজের ওপর খুব দ্রুত উঠে এল ড্রাইভার, যেন অপেক্ষা করতে করতে ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছে। ব্রিজের মাঝামাঝি আসার পর ঘটনাটা ঘটতে শুরু করল। ফেটে, ভেঙে, টুকরো হয়ে ছিল একজোড়া স্লিপার; হঠাৎ একযোগে দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। ট্রাকের পিছনের চাকাগুলো ফাঁকের মধ্যে গলে গেল, আটকা পড়ল ট্রাক। ওটার সম্মুখগতি হঠাৎ বাধা পাওয়ায় মনে হলো ব্রিজের যেন নিজস্ব সচল পা গজিয়েছে, উঠে পড়তে চাইছে সামনের রাস্তায়। গার্ডরা পাড় থেকে লাফ দিয়ে নিচে নেমে গলা ফাটিয়ে নির্দেশ দিচ্ছে। আতঙ্কিত ড্রাইভার এঞ্জিনের শক্তি আরও বাড়াল। পিছনের চাকাগুলো স্লিপারের অবশিষ্ট অংশ গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিল, ওখানে যেন কেউ ইলেকট্রিক করাত চালাচ্ছে। একটা হজার বিচ্ছিন্ন হলো। চাবুকের মত ছুটে এল স্টীল কেবল, ব্রিজের মাথায় দাঁড়ানো লোকগুলোকে খুন করল, ঝেঁটিয়ে নদীতে ফেলে দিল লাশগুলো।

ব্রিজের একটা দিক খসে পড়ছে, সেই সঙ্গে কাত হয়ে যাচ্ছে ট্রাক। আরও দু'এক মুহূর্ত একটা হজারই গোটা ব্রিজের ভার বহন করল। স্টীল

কেবলের অংশবিশেষ ছিঁড়ে যাচ্ছে, তারপর পুরোটাই বিচ্ছিন্ন হলো।

দৃশ্যটা চোখের সামনে দীর্ঘ সময় নিয়ে ভেসে থাকল, ঘটনাটা যেন স্লো মোশনে ঘটছে। হুড়মুড় করে খসে পড়ছে ব্রিজ, ছিটকে সেটা থেকে আলাদা হয়ে গেল ট্রাক। মনে হলো শূন্যে ঝুলে আছে ওটা। তারপর, লেজের দিকটা সামনে, চাকাগুলো ঘুরছে, ঝপাৎ করে নদীতে পড়ল।

তীব্র স্রোত, ধীরে ধীরে গড়ান দিচ্ছে ট্রাক, পানির নিচে এখনও হেডলাইট জ্বলছে। মনে হলো আরেকটা গড়ান দিল, তারপর নিভে গেল আলো।

বাঁক ঘুরেই ক্রমশ ঢালু একটা রাস্তা দেখতে পেল ফরহাদ। জীপের গতি তুঙ্গে। 'সামনে ব্রিজ,' সাবধান করল রানা। সজোরে ব্রেক করল ফরহাদ। যেখানে ব্রিজ থাকার কথা সেখানে কিছু নেই, নগ্ন কিনারা পেরিয়ে যাচ্ছে জীপের আলো। কিনারায় দাঁড়িয়ে পড়ল জীপ, রানা দেখল নদীর অপর পারের পানি থেকে ভেসে উঠছে ব্রিজটা।

'আমার ধারণা জীপটায় মাসুদ ভাই আছেন,' এপার থেকে বলল সুফিয়ান।

'তা কি করে হয়!' বিস্মিত দেখাল আর.এস.এম.-কে। 'উনারা তো কনভয়ের মাঝখানে ছিলেন।' সময় নষ্ট না করে রোল কল শুরু করলেন তিনি। তারপর সুফিয়ানের কাছে ফিরে এসে রিপোর্ট করলেন, 'তেরোজন নিখোঁজ বা মারা গেছে। তিনজন আহত। দুটো ট্রাক হারিয়েছি। এই হিসাব চারজন রিয়ার গার্ডকে না ধরেই। ওরা বোধহয় আর ফিরবে না।'

'মাসুদ ভাই? ফরহাদ?' জানতে চাইল সুফিয়ান।

'ওই জীপে,' বললেন আর.এস.এম.। 'লেফটেন্যান্ট সিঙ্গার বলছে, অ্যামবুশের পর ওঁদের জীপ পিছিয়ে পড়েছিল। ওঁদের সঙ্গে উসুমবুরা আর রাম সিং থাকার কথা।'

Pathfinder

'সর্বনাশ!' বিড়বিড় করল সুফিয়ান। 'ওঁরা নদী পেরুবেন কিভাবে?'

জীপের আলো নিস্তেজ হলো, তারপর নদীর ওপার থেকে ভারি একটা গলা ভেসে এল। দ্রুত এগিয়ে এসে কিনারায় দাঁড়াল সুফিয়ান। গলা চড়িয়ে জানতে চাইল, 'মাসুদ ভাই, সব খবর ভাল?'

'ভাল,' জবাব দিল রানা। 'তোমরা একটা লাইন ছুঁড়তে পারো?'

ট্রাকগুলো চেক করলেন আর.এস.এম.। রিপোর্ট করলেন, 'সেরকম কিছু নেই, সুফিয়ান। শুধু খানিকটা টোইং চেইন আছে। সেটা ওপারে পৌঁছুবে না।'

চিৎকার করে তথ্যটা রানাকে জানিয়ে দিল সুফিয়ান।

নদী থেকে উঠে এল ফরহাদ, রানার পাশে দাঁড়াল। 'অসম্ভব স্রোত,' বলল সে। 'সাঁতরানো সম্ভব নয়।'

'বাবারা আমার কথা ভেবে বলছ সাঁতরানো সম্ভব নয়,' পিছন থেকে বললেন ইউনুস উসুমবুরা, জীপ থেকে নেমে হেঁটে আসছেন তিনি, রাম সিঙের কাঁধে ভর দিয়ে। 'পিছন থেকে সিমবারা ছুটে আসছে, তোমরা তিনজন ওদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারবে না। সবাই মারা পড়ার চেয়ে আমি একা যদি মারা যাই, সেটাই ভাল না?'

চোখ গরম করে রাম সিঙের দিকে তাকাল রানা। 'কোন বুদ্ধিতে জীপ থেকে নামালে ওঁকে?' উসুমবুরার দিকে তাকাল ও, নরম সুরে বলল, 'কেন ভাবছেন, এত সহজে হাল ছেড়ে দেব আমরা? এই অভিযানে এসেছিই আমরা আপনাকে উদ্ধার করার জন্যে, উদ্ধার করার পর ফেলে পালাব?'

উসুমবুরাকে দেখে মনে হলো কৌতুক বোধ করছেন তিনি। 'তাহলে কি করবে?'

জীপের কাছে ফিরে এল রানা, বনেটে বসে চিন্তা করছে। পুব আকাশ আগের মত এখন আর কালো নয়, ভোর হয়ে আসছে। সিমবারাও আসছে। কথাটা ঠিক, তাদের সঙ্গে ওরা তিনজন যুদ্ধ করতে

পারবে না।

বনেট থেকে নামল ও, রাম সিংকে ইঙ্গিত করল। রাম সিং উসুমবুরাকে জীপে উঠতে সাহায্য করল।

'তোমরা চলে যাও,' ভাঙা ব্রিজের কিনারা থেকে চিৎকার করছে রানা। 'আমরা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ভাটির দিকে যাচ্ছি। আশা করি একটা বোট বা ব্রিজ পেয়ে যাব।'

'আপনাকে ফেলে আমরা যাব না,' জবাব দিল সুফিয়ান।

'বিকল্প কোন উপায় থাকলে বলো,' আহ্বান জানাল রানা। 'তা না হলে অযথা সময় নষ্ট কোরো না।'

'একটা ভেলা বানানো যায় কিনা চেষ্টা করে দেখতে চাই,' ব্রিজের অপরপারের আবছা অন্ধকার থেকে সুফিয়ানের গলা ভেসে এল। 'অন্তত আধঘণ্টা সময় দিন।'

'সম্ভব নয়, তার আগেই সিমবারা পৌঁছে যাবে এদিকে,' বলল রানা। 'তোমরা চলে যাও।'

'মাসুদ ভাই, এখানে সবাই বলছে আপনাদের ফেলে...'

'দ্যাট'স অ্যান অর্ডার, সুফিয়ান,' কঠিন সুরে বলল রানা। 'ইউ গো অন। আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে তোমাদের সঙ্গে কিলিমবিতে দেখা করব।'

অর্ডার মেনে নিয়েছে, বোঝাবার জন্যে অপর পার থেকে স্যালুট করল সুফিয়ান। তারপর চিৎকার করে রিয়ার গার্ড প্রসঙ্গে কিছু বলল...ওদের সঙ্গে একটা রেডিও আছে বা এ-ধরনের কিছু। আরও অনেক কথা বলতে ইচ্ছে করছিল সুফিয়ানের। যেমন, ইউনুস উসুমবুরাকে নিয়ে কিলিমবিতে পৌঁছুনোটা সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, মাসুদ ভাই, প্রয়োজনে আপনার জন্যে আমি প্রাণ দিতে পারি। কিন্তু রানার কঠিন অর্ডার পাবার পর তার গলা বুজে আসছে, আবেগে ঠোঁট কাঁপছে। অসম্ভব অসহায়ও বোধ করছে সে, প্রাণপ্রিয় মাসুদ ভাইকে বিপদের মধ্যে ফেলে যেতে হচ্ছে বলে।

'আমরা যখন মাসুদ ভাইয়ের সঙ্গে কাজ করি, ভাগ্য সব সময় সহায়তা করে,' আর.এস.এম.-কে পাশ কাটাবার সময় বলল সে। 'আজ কি হলো?'

'ভাগ্যদেবী অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে,' জবাব দিয়ে নিজের ট্রাকে উঠে পড়লেন আর.এস.এম.।

দু'জনেই ওরা জানে, রানা যদি উসুমবুরাকে নিয়ে কিলিমবিতে না পৌঁছুতে পারে তাহলে কি ঘটবে। উসুমবুরাকে দেখতে না পেলে তাঁর সমর্থকরা সিমবাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র চালাতে রাজি হবে না, কারণ কে তাদেরকে নেতৃত্ব দেবে? আর তারা যদি অস্ত্র চালাতে রাজি না হয়, কিলিমবিতে পৌঁছেও ওরা কোন রকম নিরাপত্তা পাবে না। সুফিয়ান জানে, এখন আর উত্তরের পথ ধরারও কোন উপায় নেই।

ভোর চারটে পঞ্চাশ মিনিটে কনভয়টাকে চলে যেতে দেখল রানা। আবার আকাশের দিকে তাকাল ও। ক্ষীণ আলো ফুটতে শুরু করেছে। পাহাড়ের মাথায় স্তূপ হয়ে আছে সাদাটে মেঘ, একটু পরই উঠে আসবে আরও, তারপর ছড়িয়ে পড়বে গোটা আকাশে। দিনটা আজ খুব গরম যাবে বলেই মনে হয়।

জীপ থেকে আবার নিচে নেমে দাঁড়িয়েছেন উসুমবুরা, রাম সিঙের অনুরোধ অগ্রাহ্য করে। তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল রানা। 'আপনি হাঁটতে পারবেন?' জিজ্ঞেস করল ও। ভোরের দিকে ঠাণ্ডা বাতাস ছেড়েছে, খসখসে শোনাল ওর গলা।

'যদি না পারি, মাই বয়, তাহলে কি করবে?' পাল্টা প্রশ্ন করলেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী।

'তাহলে আপনাকে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যেতে হবে।'

'মনে হয় পারব,' বললেন উসুমবুরা। 'অন্তত কিছু দূর। তারপর জানি না।'

'জীপ ছেড়ে যাচ্ছি আমরা,' বলল রানা। 'যা যা দরকার নিয়ে নিন।'

একজনই প্রতিবাদ করল, রাম সিং। সে অবশ্য নিজের কথা ভাবছে না, ভাবছে উসুমবুরার কথা। 'আমার রোগী অসুস্থ, স্যার,' বলল সে। 'এমনিতেই মাঝে মধ্যে বুকে ব্যথা হচ্ছে, এই অবস্থায় পরিশ্রম করালে উনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলবেন।'

'উপায় নেই, রাম সিং,' বলল রানা। 'হাঁটাই নিরাপদ। ঝোপ-জঙ্গলে কিভাবে এগোতে হয় আমি আর ফরহাদ দু'জনেই খুব ভাল জানি, কাজেই চিন্তা কোরো না। উনি অসুস্থ হয়ে পড়লে? পালা করে বইব সবাই। বেশি না, মাত্র এক ঘণ্টা হাঁটব, তারপর শোব কিছুক্ষণ।'

'আমরা নদী পেরুব কখন, মাসুদ ভাই?' জানতে চাইল ফরহাদ।

'রাতে, সেটাই নিরাপদ,' জবাব দিল রানা। জীপের দিকে তাকাল ও, বলল, 'কি করতে হবে তুমি জানো, তাই না?'

মাথা ঝাঁকিয়ে এগোল ফরহাদ। জীপে স্টার্ট দিল সে, গিয়ার দিল, তারপর ওটার পাশে ছুটতে শুরু করল, স্টিয়ারিং ছেড়ে দিল ঠিক যখন নদীতে লাফ দিয়ে পড়তে যাচ্ছে ওটা।

'রিয়ার গার্ড, স্যার?' জিজ্ঞেস করল রাম সিং।

'কারও সাহায্য পাবার আশা কোরো না,' বলল রানা। 'আমি পয়েন্টে থাকছি। ফরহাদ, মি. উসুমবুরাকে নিয়ে তুমি মাঝখানে থাকো। রাম সিং, তুমি পিছন দিকে নজর রাখবে।'

'আমাকে একটা রাইফেল দিলে খুশি হতাম,' বললেন উসুমবুরা। 'অন্তত একটা পিস্তল পেলেও চলে। ওদের হাতে ধরা পড়ার চেয়ে আত্মহত্যা করা ভাল নয়?'

'দু'বছর বন্দী থাকায় আপনার চিন্তাধারা অনেকটাই বদলে গেছে, মি. প্রাইমমিনিস্টার,' সহাস্যে বলল রানা। 'কেন ধরে নিচ্ছেন, আমরা হেরে যাব? আশাবাদী হোন, প্লীজ। একটা তথ্য দিই, দেখুন উৎসাহ বোধ করেন কিনা।'

'কি তথ্য?'

'তার আগে আসুন, রওনা হই। এই জায়গা ছেড়ে দ্রুত সরে যেতে হবে। মনে রাখবেন, যেখানে নদী আছে সেখানে পথও আছে। সেই পথ আমাদেরকে খুঁজে নিতে হবে। আমি যখন ঝোপের ভেতর দিয়ে হাঁটব, আমাকে আপনি ভাল করে লক্ষ করবেন, তাড়াতাড়ি শিখে নেবেন এগোনোর কৌশলটা। তথ্যটা এখুনি জানাচ্ছি আপনাকে, কিন্তু তারপর কোন শব্দ বা ধূমপান করা চলবে না। চারদিকে নজর রাখবেন আর কান পেতে থাকবেন। ইন্দ্রিয়গুলোকে শিথিল হতে দেবেন না। শুধু এভাবেই বেঁচে থাকা সম্ভব এখানে। তথ্যটা হলো, কিলিমবিতে ত্রিশ হাজার অটোমেটিক রাইফেল, প্রচুর গোলা-বারুদ ইত্যাদি ড্রপ করা হয়েছে। সেনাবাহিনীর সাবেক সদস্যরা, যারা আপনার একনিষ্ঠ ভক্ত, তারা এখন সশস্ত্র; আপনার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। নিন, পিছু নিন আমার। কোন প্রশ্ন নয়, প্লীজ।'

তিন

ধীর লয়ে, অপরূপ সৌন্দর্যের আঁধার খুলে দিয়ে শুরু হলো দিনটা, যেন নতুন একটা পৃথিবী জন্মলাভ করছে। ফুয়েল নেয়ার জন্যে লামবোয় ল্যাণ্ড করল প্লেনটা। গতকাল পর্তুগীজ এয়ারফোর্সের দুটো গানশিপ হেলিকপ্টার নেমেছিল এখানে ফুয়েল নেয়ার জন্যে, দুটোই যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেয়ায় রয়ে গেছে। সেলিনা নাসিমের ডাকোটাও এখন

লামবোয়।

রানওয়েতে অপেক্ষা করছিল হোসে ফার্নান্দেজ। মুখে দু'দিনের না কামানো দাড়ি, কাঁধ ঝুলে পড়েছে, চেহারায় ক্লান্তির ছাপ। তার পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে সেলিনা নাসিম। বরাবরের মত পুরুষের বেশ নিয়ে আছে সে—সাদা ট্রাউজার, সাদা শার্ট, মাথায় লাল ক্যাপ। শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, হাত দুটো শরীরের পাশে, মুঠো পাকানো।

দু'জনেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে, এক ঝটকায় খুলে যাবে দরজা, ভেতর থেকে বেরিয়ে আসবে মার্সেনারিরা। কিন্তু একা শুধু ক্যাপটেনকে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসতে দেখা গেল।

'কি ব্যাপার? কি হয়েছে?' রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইল নাসিম। 'ওরা কোথায়?'

ফার্নান্দেজের চোখেও একগাদা প্রশ্ন। পাথর হয়ে গেছে সে।

'এখানে নয়, অফিসে গিয়ে বলছি,' ফার্নান্দেজকে বললেন জার্মান ক্যাপটেন, তাকে পাশ কাটিয়ে হন হন করে এগোচ্ছেন। ঘুরে তাঁর পিছু নিল ফার্নান্দেজ।

বোকার মত হাঁ করে প্লেনটার দিকে তাকিয়ে থাকল নাসিম। তার বুকের ভেতরটা ধকধক করছে। ঘুরে ওদের পিছু নিতে যাবে, দেখল সিঁড়ি বেয়ে প্লেন থেকে নেমে আসছে জেরি চ্যাপলিন।

আগে থেকেই পরিচয় আছে, তার নাম ধরে চিৎকার করে উঠল নাসিম, ছুটে চলে এল তার সামনে। 'চ্যাপলিন, চ্যাপলিন, ওরা কোথায়? রানা কোথায়? প্লেন খালি কেন?'

সিঁড়ির গোড়ায় থেমে অসহায় ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল চ্যাপলিন। 'ওরা আসতে পারল না,' বলল সে।

'আসতে পারল না মানে? কেন আসতে পারল না?' নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছে নাসিম। 'কি হয়েছে খুলে বলো আমাকে। ওরা...রানা বেঁচে আছে তো?'

'তা আমি কি করে বলব?' রেগে যাচ্ছে চ্যাপলিন। 'এয়ারপোর্ট পুরোপুরি ওদের দখলে নেই। আমরা প্লেন নিয়ে নিচে নামি, কিন্তু চারদিক থেকে গুলি হচ্ছে দেখে ফিরে আসতে বাধ্য হই। আর কয়েক মিনিট ওখানে থাকলে প্লেনও যেত, আমরাও যেতাম। বড় বাঁচা বেঁচে গেছি।'

'রানওয়েতে নেমেও ফিরে এসেছ? ওদেরকে প্লেনে ওঠার সময় দাওনি?' নাসিম যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। 'এসব কি বলছ তুমি? ওদের সঙ্গে তোমার কথা হয়নি?'

'কথা হয়েছে। ওরা চাইছিল ঝুঁকি নিয়ে থাকি আমরা, কিন্তু তা সম্ভব ছিল না—আমি তো আর ক্যাপটেনের নির্দেশ অমান্য করতে পারি না।'

'হায় আল্লাহ! তারমানে ওদেরকে চরম বিপদে ফেলে পালিয়ে এসেছ তোমরা!' নাসিমের মাথাটা ঘুরতে শুরু করল, মনে হলো রানওয়ের ওপর পড়ে যাবে সে। 'এখন ওরা কি করবে? কোথায় যাবে?'

নাসিমকে পাশ কাটিয়ে এগোল চ্যাপলিন। 'আমি কি করে বলব!'

খপ করে তার শার্টের কলার চেপে ধরল নাসিম। 'তুমি কি করে বলবে মানে? প্রায় ষাটজন মানুষকে উদ্ধার করে আনার দায়িত্ব ছিল তোমার ওপর। তাদেরকে মৃত্যুর মুখে ফেলে আসতে তোমার বিবেকে বাধল না?' চ্যাপলিনকে ঝাঁকি দিল সে। 'মামুন না তোমার বন্ধু? তার কথাও একবার ভাবলে না? তুমি কি মানুষ?'

'দেখো, ওখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছু না বুঝেই তুমি রাগ করছ আমার ওপর,' সুর একটু নরম করে বলল চ্যাপলিন। 'এয়ারপোর্ট দখল করে নিয়েছে সরকারী সেনাবাহিনী। ওখানে থাকলে আত্মহত্যা করা হত। মামুন আমার বন্ধু, মানলাম, কিন্তু সে মারা যাচ্ছে বলে আমাকেও মারা যেতে হবে, এমন কোন লিখিত চুক্তি তার সঙ্গে বা আর কারও সঙ্গে আমার হয়নি। ছাড়ো!' জোর করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল সে, হন হন করে অফিসের দিকে এগোচ্ছে।

নিঃশব্দে কেঁদে ফেলল নাসিম। তারপর মুখ তুলে তাকাল সে, চিৎকার করে জানতে চাইল, 'প্লীজ, যেয়ো না, চ্যাপলিন। ওখানকার পরিস্থিতি কি দেখলে বলো আমাকে। তুমি ঠিক জানো, এয়ারপোর্ট ওদের দখলে নেই?'

দাঁড়াল চ্যাপলিন, ঘুরে বলল, 'বললামই তো, পুরোপুরি দখলে নেই।'

'এখন তাহলে কি হবে ওদের? কি করবে ওরা?'

'কি আবার করবে। যুদ্ধে যদি জেতে, নিশ্চয়ই কিলিমবির দিকে রওনা হবে—সড়ক পথে। আমি যতদূর জানি, ইউনুস উসুমবুরাকে ওখানেই তো পৌঁছে দেয়ার কথা।'

'মামুন তোমাকে কিছু বলেনি?' আবার প্রশ্ন করল নাসিম। 'কিংবা মাসুদ রানার সঙ্গে তোমার কথা হয়নি?'

মাথা নাড়ল চ্যাপলিন। 'না।'

ক্যাপটেনকে এয়ারপোর্ট অফিসে এনে বসাল ফার্নান্দেজ।

দুঃসংবাদটা পেয়েই লরেঙ্গো মারকুয়েসে মেসেজ পাঠাল সে, সেখান থেকে খবর চলে গেল ইংল্যাণ্ডে।

'ব্যবস্থা নিন, যাতে আমাদের পরিচয় ও তৎপরতা গোপন থাকে,' খবরটা পেয়েই স্যার এডওয়ার্ড বোথাম নির্দেশ দিলেন সিমসনকে। 'পরিস্থিতি একটু ঠাণ্ডা হলে আমরা হয়তো খবর পাব উসুমবুরাকে আবার অ্যারেস্ট করেছেন জেনারেল বুটা। তবে, এখনও সম্ভাবনা আছে—মি. রানা এখনও তাঁকে নিয়ে কিলিমবিতে পৌঁছুতে পারেন। আশায় থাকা আর প্রার্থনা করা ছাড়া...'

লামবো থেকে লরেঙ্গো মারকুয়েসে চলে এল প্লেন, বৈধ কার্গো তুলে স্বাভাবিক রুটিন ধরে ফিরে গেল সোয়াজিল্যাণ্ডে।

লামবোয় নিজের হোটেলে ফিরে দু'ঘণ্টা একা কান্নাকাটি করল

নাসিম। তারপর ফার্নান্দেজকে ফোন করল সে, কঙ্গোর একটা ডিটেইলড ম্যাপ নিয়ে তার সঙ্গে দেখা করার অনুরোধ করল।

কঙ্গোর সামরিক জান্তা দেশে অভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা ঘোষণা করল। সমস্ত দেশের সঙ্গে সীমান্ত, রেডিও ও টেলি যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়া হলো। বন্ধ ঘোষণা করা হলো এয়ারপোর্টও, বলা হলো শুধু মিলিটারি ট্রাফিক চালু থাকবে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কারফিউ। বিদেশী প্রেসের উদ্দেশ্যে একটা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হলো, তাতে বলা হলো, গেরিলাদের আশ্রয় ও ট্রেনিং দিচ্ছে এই মিথ্যে অজুহাত তৈরি করে কঙ্গো আক্রমণের পায়তারা করছে পর্তুগাল। সেনাবাহিনীতে উসুমবুরা সমর্থক অল্প যে-ক'জন ছিল, এবার তাদেরকেও নিরস্ত্র করা হলো, নজরবন্দী করে রাখা হলো ব্যারাকে।

তারপর গুজব ছড়িয়ে পড়ল, বনভূমিতে জেনারেল বুটা স্বয়ং যুদ্ধ পরিচালনা করছেন।

জরুরী অবস্থা ঘোষণাকে আন্তর্জাতিক মহল তেমন গুরুত্ব দিল না। তৃতীয় বিশ্বের রাজনীতিতে এটা অতি সাধারণ একটা ঘটনা। তবে কঙ্গোর বনভূমিতে একের পর এক নানা ধরনের গুজব ছড়াতে শুরু করল, যেখানে টেলিগ্রাফ লাইন নেই সেখানে আছে ঢাক-ঢোল আর ড্রাম। গোটা দেশজুড়ে বিশাল এক আলোড়ন উঠতে যাচ্ছে, এ তারই সূচনা।

বেলা বারোটা।

সুফিয়ান তার কনভয়কে ট্র্যাক থেকে সরিয়ে এনেছে জঙ্গলের গভীরে, গাছপালার আড়ালে লুকিয়ে রেখেছে ভেহিকেলগুলো। মার্সেনারিরা বিশ্রাম নিচ্ছে এখানে। আবার ওরা রওনা হবে চারদিক অন্ধকার হয়ে গেলে। দিনের বেলা পথে থাকা বিপজ্জনক। এরপর যে

রাস্তা ধরে এগোতে হবে, আফ্রিকার সবচেয়ে খারাপ রাস্তা বলে কুখ্যাতি আছে সেগুলোর। আচরণেই বোঝা যায়, সবাই কেমন যেন দমে গেছে, কারও মনই ভাল নেই। অফিসাররা তো বটেই, মার্সেনারিরাও লীডারের অনুপস্থিতিতে হতাশ হয়ে পড়েছে। সুফিয়ান অবশ্য শক্ত হাতেই লাগাম ধরেছে, তার নির্দেশে প্রতিটি কাজ সুষ্ঠুভাবে সারছে মার্সেনারিরা। তাকে সাহায্য করছেন আর.এস.এম. ও আবীর মাহমুদ। একা শুধু মামুন মুষড়ে পড়েছে। সারাক্ষণ চুপ থাকে সে, চারপাশে কি ঘটছে সে-সম্পর্কে যেন সচেতন নয়। পুরানো বন্ধু চ্যাপলিনের আচরণটাকে স্রেফ বিশ্বাসঘাতকতা বলে ধরে নিয়েছে সে।

নদীর পাশে জঙ্গলের ভেতর গোপন ক্যাম্পে ফিরে এল রানা। উরুর ব্যাণ্ডেজে রক্ত বেরিয়ে আসায় বড় বেশি বিরক্ত করছে মাছি। কাল রাত থেকে ধকল যাচ্ছে, আজ দিনে কয়েক মাইল হেঁটে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ও।

'তিন মাইল ভাটিতে নদী যেখানে চওড়া হয়ে গেছে, ওখানে একটা গ্রাম দেখলাম,' ফরহাদকে বলল ও। 'কয়েকটা ক্যানূ চোখে পড়ল। তবে ওখানে পৌঁছুনোর রাস্তাটা খুব খারাপ।'

ব্যাণ্ডেজটা বদলে দিল রাম সিং। 'ইনফেকশন শুরু হতে যাচ্ছে,' বলল সে, গলার সুরে অভিযোগ।

'ওখানে পৌঁছুনোর আগে অচল হয়ে না পড়লেই বাঁচি,' বলল রানা। 'ব্যাণ্ডেজের কাপড় আর তুলো মাটির অনেকটা গভীরে পুঁতে ফেলো, রাম সিং। তারপর পাথর চাপা দাও। ফরহাদ, আমি ফিরে আসায় তোমার আর এখানে থাকার দরকার নেই, খানিক পিছনে গিয়ে পাহারায় থাকো। রাম সিং, কাজ শেষ করে পয়েন্টে পাহারায় থাকো। আমি একটু বিশ্রাম নিতে চাই।'

ফরহাদ চলে গেল।

'আপনার জন্যে খানিকটা সুপ রেখেছি, মালিক,' বলল রাম সিং। 'দেব?'

'সুপ?'

'ভেজিটেবল সুপ, মালিক,' হেসে ফেলে বলল রাম সিং। 'নদীর পার থেকে কয়েক ধরনের শাকপাতা ছিঁড়ে আনি, ছুরি দিয়ে থেঁতলে নদীর পানি মেশাই, তারপর গরম করি।' হাতের মগটা বাড়িয়ে দিল সে রানার দিকে। 'খেয়ে দেখতে পারেন, মালিক। লবণ নেই, তবু খেতে খারাপ লাগছে না।'

'তোমরা সবাই খেয়েছ?'

বিশাল পেটে হাত বুলাল রাম সিং। 'জ্বী, মালিক। দেবতা তো উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। বললেন আরেকটু থাকলে দাও।'

'দিয়েছ?'

'জ্বী, মালিক।'

মগটা নিয়ে প্রথমে ছোট্ট একটা চুমুক দিল রানা, তারপর ঢক ঢক করে খেয়ে ফেলল। মগটা ফিরিয়ে দিয়ে উসুমবুরার দিকে তাকাল ও। চোখ বুজে শুয়ে আছেন তিনি, তবে ঘুমাচ্ছেন বলে মনে হলো না। পাশেই শুলো রানা, তবে খেয়াল রাখল যাতে ধাক্কা না লাগে।

'নৌকায় চড়তে যাবার সময় কেউ যদি দেখে ফেলে আমাদের,' চোখ না খুলেই বললেন উসুমবুরা, 'বিপদ হবে। এদিকটায় সিমবারা সংখ্যায় বেশি।'

'জানি। আমরা সাবধানে যাব।'

'দিনে নয়, রাতে যেতে হবে।'

রানা কিছু বলল না। একটু পর জানতে চাইল, 'আপনার শরীর এখন কেমন লাগছে?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না। মাঝে মধ্যে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। ওই কষ্টটা বেশি হলে জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। ভয়টা ওই জ্ঞান হারিয়ে ফেলার,

তোমাদের কাঁধে বোঝা হয়ে থাকব।'

'এ-ধরনের বোঝা বহন করতে আমরা অভ্যস্ত,' বলল রানা। 'চিন্তা করবেন না, আপনাকে নিয়ে কিলিমবিতে আমরা পৌঁছুবই।'

উসুমবুরা চুপ করে থাকলেন। খানিক পর নিস্তব্ধতা ভাঙলেন তিনি, 'দু'বছর আগে যদি তোমার কাছে পৌঁছুতে পারতাম, এতদিনে ক্ষমতা ফিরে পেতাম আমি, দেশবাসীকে জেনারেল বুটার এই অত্যাচার সহ্য করতে হত না।'

'ঠিক কি ঘটেছিল বলুন তো?' কৌতূহলী হয়ে উঠল রানা। 'কায়রোয় আপনি পৌঁছুতে পারলেন না কেন?'

সিআইএ কিভাবে তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল, তার বিশদ বিবরণ দিলেন উসুমবুরা।

তিনি থামতে রানা বলল, 'একটু ভুল হয়েছিল আপনার। আপনি মেসেজ পাঠালেন, কায়রোয় আসছেন। তা না পাঠিয়ে যদি বলতেন আমাকে আপনার সঙ্গে দেখা করতে হবে জুরিখে, তাহলে সম্ভবত সিআইএ বিশ্বাসঘাতকতা করার সুযোগই পেত না। জুরিখে ওরা আপনার কিছুই করতে পারত না।'

'হ্যাঁ, ভুল তো হয়েছেই।'

'এখন অবশ্য সিআইএ আপনার প্রতি সদয়,' বলল রানা। 'আগের কর্মকর্তারা নেই।'

'তাই তো দেখছি। তুমি বাবা এবার তথ্যটা ব্যাখ্যা করবে? কিলিমবিতে সত্যি আর্মস ড্রপ করা হয়েছে?'

কিভাবে কি ঘটল, সব ধীরে ধীরে ব্যাখ্যা করল রানা। মার্চেন্ট ব্যাংকিং-এর স্যার বোথামকে দিয়ে শুরু করল ও। শেষ করল কাদের কাছ থেকে কি শর্তে অস্ত্র সংগ্রহ করেছে তার ফিরিস্তি দিয়ে।

রানা থামার পর উসুমবুরা বললেন, 'তোমার প্রতি চিরকালই আমার আস্থা ছিল, রানা, মাই বয়। কিন্তু তুমি যে অসম্ভবকে সম্ভব করতে

পারো, এতটা কখনও ভাবিনি। জানি না এই ঋণ কিভাবে শোধ করব আমি।'

হেসে ফেলে রানা বলল, 'সত্যি যদি চান, ঋণ অনেকভাবেই শোধ করা যায়, মি. প্রাইমমিনিস্টার। আপনাদের আছে ডায়মণ্ড আর কপার মাইন, আমাদের আছে পাট আর গার্মেন্টস। গার্মেন্টস শিল্পে আমাদের যে অভিজ্ঞতা, কঙ্গোয় অনায়াসে পাঁচশো থেকে এক হাজার ফ্যাক্টরি খুলতে পারা যায়, মোট শ্রমিকের অর্ধেক আসবে বাংলাদেশ থেকে—এক্ষেত্রে শুধু পুঁজি বিনিয়োগের অনুমতি লাগবে আর ভ্যাট ও ট্যাক্স একটু কম করে ধরতে হবে।'

এরকম আরও অনেক সম্ভাবনার কথা বলল রানা। কঙ্গোর হীরা বাজারজাত করছে একচেটিয়াভাবে কিছু ইউরোপিয়ান ও ভারতীয় ব্যবসায়ী, প্রতি বছর কয়েকশো কোটি মুনাফা করছে তারা। এক্ষেত্রে কোটা বেঁধে দিলে বাংলাদেশী ব্যবসায়ীরাও সুযোগ পেতে পারে। নতুন সরকার অনুমতি দিলে কঙ্গোয় পাটকল খুলতে পারে বাংলাদেশ, ফলে গোটা আফ্রিকায় ভারতীয় পাটজাত দ্রব্যের একচেটিয়া আধিপত্য অতিক্রম করে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করতে পারবে বাংলাদেশী ব্যবসায়ীরা। আগামী দশ বছরে কঙ্গোর দরকার হবে হাজার হাজার ডাক্তার, নার্স, এঞ্জিনিয়ার, আর্কিটেক্ট, ইংরেজির অধ্যাপক, কনসালট্যান্ট বিভিন্ন সেক্টরের টেকনিশিয়ান। বাংলাদেশ থেকে আসতে পারে তারা।

'প্রতিটি বিষয় আমার মনে থাকবে,' রানাকে কথা দিলেন উসুমবুরা। নিজ দেশের প্রতি ওর দায়িত্ববোধ লক্ষ করে মুগ্ধ হয়েছেন তিনি, যদিও মুখ ফুটে সে-কথা বললেন না, চলে গেলেন অন্য প্রসঙ্গে।

তাঁর প্রশ্নের উত্তরে রানা জানাল, 'না, কিলিমবিতে অস্ত্র পৌঁচেছে কিনা তা আমরা নিশ্চিতভাবে জানি না। তবে না পৌঁছুনোর কোন কারণ নেই।'

মাথা নাড়লেন উসুমবুরা। 'অস্ত্র পৌঁছুনোটাই যথেষ্ট নয়, রানা। অস্ত্র

কোন ভাল কাজে লাগে না, যদি যোগ্য কোন নেতা না থাকে। কে ওদেরকে নির্দেশ দেবে বা নিয়ন্ত্রণ করবে? যোগ্য নেতা না থাকলে ওই অস্ত্র গ্রামে ডাকাতির কাজে ব্যবহার করা হবে, রানা। সত্যি আমি ভয় পাচ্ছি।'

'কেন? আপনি ওদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন না?'

'পারব, একমাত্র আমিই পারব,' বললেন উসুমবুরা। 'কিন্তু আমি কোথায় আর তারা কোথায়। সেনাবাহিনীর প্রাক্তন সদস্য, যারা আমার সমর্থক, তারা তো এখনও জানে যে আমি মারা গেছি। এই অবস্থায় অস্ত্র পেলে লুকিয়ে ফেলবে ওরা, অন্তত বেশিরভাগ লোক, পরে সারা দেশে ডাকাতি আর লুঠপাট শুরু করবে।'

'সেরকম কিছু ঘটবে না,' আশ্বাস দিল রানা। 'কারণ আপনাকে নিয়ে কিলিমবিতে আমরা পৌঁছুবই।'

হঠাৎ লজ্জা পেলেন উসুমবুরা, বললেন, 'এ অন্যায়। তোমার বিশ্রাম দরকার, অথচ সেই থেকে বকবক করছি। সরি, মাই বয়।'

'একে সময় নষ্ট করা বলে না।' হাসল রানা। 'ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাথমিক আলাপটা সেরে নিলাম আমরা।'

'এবার তুমি ঘুমাও, রানা। আমার শরীরটা ভালই লাগছে, আমি পাহারায় থাকি।'

গাছতলাটা ঠাণ্ডা আর স্যাঁতসেঁতে। ছায়াও এখানে কালো অন্ধকারের মত, ঝোপগুলো এত ঘন যে রোদ ঢুকতে পারে না। নিঃশব্দ পায়ে হাঁটছেন আর.এস.এম, সেন্ট্রিদের ওপর চোখ বুলাচ্ছেন। প্রচণ্ড মানসিক চাপে যারা ভেঙে পড়ার উপক্রম করছে, তাদের কাউকে কঠিন সুরে ধমক দিচ্ছেন, আবার কাউকে নরম সুরে উৎসাহ—চরিত্র অনুসারে। বাকি সব মার্সেনারি যে যার কাজে পুরোপুরি ব্যস্ত। একটা গ্রুপ ভেহিকেল চেক করছে। আরেক গ্রুপ পকেট গ্যাস স্টোভে স্টু গরম

করছে। দায়িত্ব প্রাপ্ত এন.সি.ও অভিযোগ করল, এ যেন একটা মাছ দিয়ে পাঁচশো লোককে খাওয়ানোর চ্যালেঞ্জ। তৃতীয় একটা গ্রুপ সবার কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরে গিয়ে হাতে তৈরি মাইন জোড়া লাগাচ্ছে।

শেষ বিকেলের দিকে নিঃসঙ্গ একটা স্পটার প্লেন দেখা গেল আকাশে। অনেক ওপরে উড়ছে ওটা, অনিশ্চিত ভঙ্গি। হাতের কাজ ফেলে মুখ নামিয়ে রাখল মার্সেনারিরা, যতক্ষণ না এঞ্জিনের আওয়াজ মিলিয়ে গেল দূরে।

রানা আর উসুমবুরাকে নিয়ে সবাই ওরা উদ্বিগ্ন হলেও, চেহারা দেখে সেটা বোঝার উপায় নেই। এক শুধু মামুন বাদে। পিছনের ও সামনের গার্ড ঠিকমত পাহারা দিচ্ছে কিনা দেখে এসে আবীর মাহমুদ সুফিয়ানের পাশে এসে দাঁড়ালেন, সুফিয়ান একটা ট্রাকের বনেটে ম্যাপের ভাঁজ খুলে কি যেন দেখছে। আশপাশে কোথাও দেখা যাচ্ছে না মামুনকে। প্রসঙ্গটা সুফিয়ানই তুলল, 'মাসুদ ভাই ওকে বেশি প্রশ্রয় দিয়েছেন, এ তারই ফল।'

'হ্যাঁ,' স্বীকার করলেন মাহমুদ, 'একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে সে। এতগুলো বোতল নিয়ে এল কিভাবে...এই ডামাডোলের মধ্যে?'

তা-ও শুধু বিয়ার নয়, সঙ্গে হুইস্কিও আছে। কিভাবে এনেছে, মামুনই বলতে পারবে। ভারপ্রাপ্ত লীডার হিসেবে সুফিয়ান অবশ্য সব বোতল কেড়ে নিয়েছে, কিন্তু তার আগেই প্রায় পুরো এক বোতল গিলে ফেলেছে মামুন। মাতাল হয়নি, তা সে কোন দিনই হয় না—বহু বছরের পুরানো অভ্যাস। তবে বোতলটা সাবাড় করার পর হাঁউমাঁউ করে কেঁদেছে কিছুক্ষণ। তার এই কান্না দেখেই কঠিন শাস্তি দিতে পারেনি সুফিয়ান।

মামুন অঝোরে কাঁদছিল আর বিলাপ করছিল। বেশিরভাগই চ্যাপলিনকে অভিশাপ, মাঝে মধ্যে রানার কাছে ক্ষমাও চাইছিল। যদিও

রানার কাছে তার অপরাধটা কি সেটা কারও বোধগম্য হয়নি।

উদ্বেগ আছে, তবে সেই সঙ্গে আস্থাও আছে, সবারই ধারণা উসুমবুরাকে নিয়ে সময় মতই কিলিমবিতে পৌছুবে রানা।

'ম্যাপ কি বলে?'

'ভাল কিছু বলে না,' জবাব দিল সুফিয়ান। 'আমরা যেখানে রয়েছি তার আশপাশে সিমবারাই সংখ্যায় বেশি, কিছু বান্টুও আছে। এই বান্টুরাও জেনারেল বুটার সমর্থক। উসুমবুরার সমর্থক বালুবা আর সাঙ্গারা, তারাও এদিকে আছে, তবে সংখ্যায় নগণ্য। আমি আসলে নদীর ওপারে কি আছে দেখছিলাম। আমাদের মত, মাসুদ ভাইকেও বৈরী এলাকা পার হয়ে কিলিমবিতে পৌছুতে হবে।'

'আচ্ছা, আল্লাহ না করে, যদি এমন হয়...'

মাহমুদের কথা কেড়ে নিয়ে সুফিয়ান বলল, 'জানি কি বলতে চাইছেন। কিলিমবিতে পৌছে আমরা যদি দেখি মাসুদ ভাইও উসুমবুরা পৌছাননি, তাহলে কি হবে, এই তো?'

মাথা ঝাঁকালেন মাহমুদ।

'কি আবার হবে, আমরা অপেক্ষা করব।'

'সেটাই তো প্রশ্ন—কতক্ষণ?'

'যতক্ষণ না পৌছান ওরা,' বলল সুফিয়ান। 'মাসুদ ভাইকে না নিয়ে আমরা ফিরব না।'

'আমারও সেই কথা,' বললেন মাহমুদ। 'কিন্তু, আমি ভাবছি, ধরো, সিমবারা আমাদেরকে ধাওয়া করে কিলিমবিতে পৌছে গেল, তখন আমরা কি করব? উসুমবুরা না থাকলে তাঁর সমর্থকরা আমাদেরকে সাহায্য না-ও করতে পারে। তাছাড়া, অস্ত্রগুলো ওদের হাতে পৌচেছে কিনা তাও আমরা জানি না।'

'জানি না, তবে ধরে নেয়া চলে পৌচেছে,' বলল সুফিয়ান, একটু চিন্তিত দেখাল তাকে। 'উসুমবুরা না থাকলে সমস্যা হতে পারে,

আপনার কথায় যুক্তি আছে। নেতৃত্বহীন সশস্ত্র লোকেরা কখন কি সিদ্ধান্ত নেবে, বলা কঠিন। তারা হয়তো সিমবাদের বিরুদ্ধে লড়তেই চাইবে না।'

'সে কথাই তো বলছি।'

'পরিস্থিতি বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে,' বলল সুফিয়ান। 'কিলিমবিতে আগে পৌঁছুই তো।'

সূর্য অস্ত যাবার পর রওনা হলো কনভয়। সম্ভাব্য দ্রুতগতিতে ছুটে চলল কিলিমবির উদ্দেশে।

বিকেল চারটে। একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে বসে আছেন ইউনুস উসুমবুরা। শেষ বিকেলের মধ্যেই চারপাশের ঝোপে ঘন হয়ে উঠেছে অন্ধকার। অতীত আর ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবছেন তিনি, ভাবছেন নিজের পরিবার-পরিজনদের কথা।

সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে বিজয়ী হয়েছিল তাঁর লিবারেল ন্যাশনালিস্ট পার্টি, সব উপজাতি ও গোষ্ঠি থেকে জনপ্রতিনিধি নিয়ে মন্ত্রীসভা গঠন করেছিলেন তিনি। শুরু থেকেই সেনা কর্মকর্তারা তাঁর পিছনে লাগেন। তাঁদের দাবি ছিল সরকারে তাঁদেরও প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে।

সেনাবাহিনীতে বালুবা আর সাঙ্গারা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ, কিন্তু প্রায় সবাই তারা সাধারণ সৈনিক; তাদের কর্মকর্তারা বেশিরভাগই ছিলেন সিমবা উপজাতির লোক। সরকারে সিমবাদের প্রতিনিধি থাকলেও, জেনারেল বুটা আর তাঁর সমর্থক কর্মকর্তারা রাজনৈতিক ক্ষমতাও দাবি করে বসলেন। প্রথমে তাঁদের এই অন্যায় দাবি উসুমবুরা মেনে নিতে অস্বীকার করেন, কিন্তু যখন দেখলেন যে তাঁর সরকারকে অভ্যুত্থানের মাধ্যমে উৎখাতের ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে, তখন তিনি দাবিটা এই শর্তে মেনে নিলেন, যে-সব সামরিক অফিসার মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী হতে চান

তাদেরকে উপ নির্বাচনে নির্বাচিত হয়ে আসতে হবে।

উপ নির্বাচনে দেখা গেল সামরিক কর্তাদের একজনও নির্বাচিত হতে পারেননি। নির্বাচন যখন অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তখনই সেনাবাহিনীর সাধারণ সৈনিকদের অর্থাৎ উসুমবুরার সমর্থক সাঙ্গা আর বালুবাদের কাছ থেকে অস্ত্র কেড়ে নিতে শুরু করেন জেনারেল বুটা, কারণ নির্বাচনের ফল কি হতে যাচ্ছে তা তিনি আন্দাজ করতে পেরেছিলেন। অভ্যুত্থান ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে জাতিসংঘ ছাড়াও বহু দেশে মেসেজ পাঠান উসুমবুরা, নির্বাচিত ও বৈধ সরকারকে রক্ষার জন্যে প্রভাব খাটানোর আকুল আবেদন জানান। কিন্তু কেউ তাঁর আবেদনে সাড়া দেয়নি। জেনারেল বুটা ক্ষমতা দখল করলেন। রেডিও আর টিভিতে ঘোষণা দিয়ে সামরিক আইন জারি করার সময় তিনি মিথ্যে অভিযোগ করলেন, গোপন চুক্তির মাধ্যমে কঙ্গোর বিশাল একটা এলাকা প্রতিবেশী রাষ্ট্রের হাতে তুলে দিতে যাচ্ছিলেন উসুমবুরা, কাজেই দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্যে তাঁকে ক্ষমতা দখল করতে হয়েছে। সেই ভাষণেই রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে উসুমবুরার বিচার করা হবে বলে ঘোষণা দেন তিনি।

উসুমবুরার প্রাণ বাঁচায় ইংল্যাণ্ড ভিত্তিক একটা ব্যাংকিং সিণ্ডিকেট। কৌশলে ও গোপনে তাঁকে তারা কঙ্গো থেকে বের করে পৌঁছে দেয় সুইটজারল্যাণ্ডে।

উসুমবুরার পরিবার মাত্র দুই প্রজন্ম আগে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। অবিভক্ত ভারতবর্ষের বহু মানুষ কঙ্গোয় বহুকাল ধরে ব্যবসা-বাণিজ্য করে আসছে, তাদের প্রায় সবাই কঙ্গোর স্থায়ী নাগরিকের মর্যাদা পেয়েছে, বিপুল ধন-সম্পদও অর্জন করেছে। এই রকম এক ভারতীয় পরিবারে বিয়ে করেছেন উসুমবুরা। তাঁর স্ত্রীর নাম ললিতা ইসলাম, পলিটিকাল সায়েন্সে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্টার্স করেছেন। দুই ছেলে ওঁদের, কোন মেয়ে নেই। দেশ থেকে জুরিখে পালিয়ে এসে

তিনি খবর পান, তাঁর পরিবারের সব সদস্যকে লুসাকায় গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছে।

পৈত্রিক ও বৈবাহিক সূত্রে নানাধরনের ব্যবসার উত্তরাধিকারী নির্বাচিত হন উসুমবুরা। কপার, ডায়মণ্ড ও গোল্ড মাইনে তাঁর সর্বমোট শেয়ারের মূল্য পাঁচশো কোটি মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে যাবে। এ-সব ব্যবসা ও শেয়ার হয় কোন রকম ক্ষতিপূরণ না দিয়েই সরকারীকরণ করা হয়েছে, নয়তো বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে সরাসরি জেনারেল বুটার নির্দেশে।

ক্ষমতা দখল করেই জেনারেল বুটা সংসদ বাতিল করেন, সংসদীয় পদ্ধতি কঙ্গোয় অচল বলে রায় দেন, নিজেকে তিনি প্রেসিডেন্ট বলে ঘোষণা করেন। কথা দিয়েছিলেন, দু'বছরের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, কিন্তু তা হয়নি, হবার কোন লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না।

তিনি যখন জুরিখে পালিয়ে ছিলেন, জেনারেল বুটা আততায়ী পাঠিয়ে দু-দু'বার তাঁকে খুন করার চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হন। আবার হামলা হতে পারে ভেবেই রানা এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ করেন উসুমবুরা, সিআইএ-র মাধ্যমে মেসেজ পাঠিয়ে রানাকে জানান কায়রোয় আসছেন তিনি। কায়রো আসার পথে প্লেনে তাঁকে কিডন্যাপ করা হয়, নিয়ে যাওয়া হয় আলজিরিয়ায়। এরপর তিনি জানতে পারেন, জেনারেল বুটা ঘোষণা করেছেন যে তিনি মারা গেছেন। ওখানে জেলে থাকার সময় মৃত্যুর প্রহর গুণে তাঁর সময় কেটেছে। জীবিত একজন মানুষকে মৃত বলে ঘোষণা করা হলে তার মৃত্যু যে সময়ের ব্যাপার মাত্র, এ তো জানা কথা। তাঁর ধারণা ছিল, আলজিরিয়ার কারাগারেই তাঁকে মেরে ফেলা হবে। কিন্তু না, জেনারেল বুটা চাইলেন মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার সময় তিনি নিজে উপস্থিত থাকবেন। সেজন্যেই আলজিরিয়া থেকে কঙ্গোয়, আলবার্টভিলের সামরিক ব্যারাকে নিয়ে আসা হয় তাঁকে। পরবর্তী ঘটনা মনে পড়ায় রানার প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাঁর চোখ দুটো চিক-চিক করে

উঠল।

তারপর তিনি ভাবলেন, রানা আর তার সহকারীদের এই পরিশ্রম কি শেষ পর্যন্ত কোন সুফল বয়ে আনবে? আদৌ কি তিনি কিলিমবিতে পৌঁছুতে পারবেন? আরও প্রশ্ন আছে। এত বছর পর কি সেনাবাহিনীর বরখাস্ত সৈনিকরা, সাঙ্গা আর বালুবারা, আজও তাঁকে মনে রেখেছে? তারা জানে তিনি মারা গেছেন, হঠাৎ তাঁকে জীবিত অবস্থায় দেখলে কে জানে কি প্রতিক্রিয়া হবে তাদের। আফ্রিকার অন্যান্য উপজাতির মত বালুবা আর সাঙ্গারাও ভূত সহ নানা ধরনের কুসংস্কারে আজও বিশ্বাসী।

চোখের কোণে নড়াচড়া লক্ষ করলেন উসুমবুরা, ঝট করে ঘাড় ফেরাতেই দেখলেন একটা ঝোপের ভেতর আড়মোড়া ভাঙছে রানা। এইমাত্র ঘুম ভেঙেছে ওর, সরাসরি তাঁর দিকেই তাকিয়ে আছে। 'কি ভাবছেন বলুন তো? এত চিন্তিত দেখাচ্ছে কেন?'

'ভাবছি...' বলে থেমে গেলেন উসুমবুরা।

'থামলেন কেন? বলুন।'

'ভাবছি বালুবা বা সাঙ্গারা আমাকে দেখে কি ভাববে। ওরা তো জানে আমি বেঁচে নেই।'

'অস্ত্রের সঙ্গে একটা মেসেজও পেয়েছে তারা,' বলল রানা। 'তাতে বলা হয়েছে আপনি বেঁচে আছেন, এবং দু'একদিনের মধ্যে কিলিমবিতে পৌঁছুবেন। আমার তো ধারণা, বিপুল সম্বর্ধনা জানাবার সব রকম প্রস্তুতি নিয়ে আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে তারা।'

'তোমার অপটিমিজম আমার ভেতরও সংক্রমিত হচ্ছে,' হেসে উঠে বললেন উসুমবুরা। 'কিন্তু ভাবছি, কিলিমবিতে পৌঁছুতে পারব তো?'

'সে দায়িত্ব আমার,' বলল রানা। 'আমি বেঁচে থাকলে পারবেন। আর যদি মরে যাই...' কথাটা শেষ না করে কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'আপনি বরং আজেবাজে চিন্তা বাদ দিয়ে মনে মনে একটা ছক তৈরি করুন কিভাবে দেশটাকে নতুন করে গড়ে তোলা যায়। কাজের পাহাড় জমে

আছে, এ কথা মানেন তো? সেনাবাহিনীকে নতুন করে গড়ে তুলতে হবে, নিস্তেজ অর্থনীতি চাঙা করতে হবে।'

হঠাৎ প্রবল আগ্রহে শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল উসুমবুরার। 'রানা, এ-সব কাজে আমি কি তোমার সহযোগিতা পাব?'

মাথা নাড়ল রানা। 'দেশ গঠনের জন্যে আপনাকে উপযুক্ত, বিশেষজ্ঞ লোক পেতে হবে। আমি তা নই।'

'তোমার প্ল্যানটা কি?' জানতে চাইলেন উসুমবুরা। 'আমাকে ক্ষমতায় বসিয়ে দিয়েই ফিরে যাবে?'

আবার মাথা নাড়ল রানা। 'সমস্ত আয়োজন করে দেয়া হচ্ছে, ক্ষমতা আপনাকে নিজের চেষ্টায় ফিরে পেতে হবে, মি. প্রাইমমিনিস্টার। কঙ্গোর রাজনীতি বা যুদ্ধে বাংলাদেশ বা রানা এজেন্সি কোন অবস্থাতেই জড়াবে না। ব্যাপারটা আশা করি আপনিও বুঝবেন।'

'হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। তাহলে তোমরা...'

'কিলিমবিতে আপনাকে পৌঁছে দিতে পারলেই আমাদের দায়িত্ব শেষ,' বলল রানা। 'ইতিমধ্যে আপনার সমর্থকদের কাছে অস্ত্র পৌঁছে দেয়া হয়েছে। ক্ষমতা ফিরে পাওয়া আপনার জন্যে তেমন সমস্যা হবে বলে মনে করি না। ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকা আপনাকে গোপনে সাহায্য করছে, ভবিষ্যতে প্রকাশ্যেই করবে। জেনারেল বুটাকে অ্যারেস্ট করতে পারলেই দেখবেন সব আপনাআপনি ঘটে যাচ্ছে, সাধারণ মানুষই আপনাকে ক্ষমতায় বসাবে।'

'তোমরা তাহলে কিলিমবি থেকেই বিদায় নেবে?'

'হ্যাঁ।'

'ওখানে সিমবাদের সঙ্গে তুমুল একটা যুদ্ধ হতে পারে,' বললেন উসুমবুরা। 'জেনারেল বুটা চাইবেন না যে দুনিয়ার মানুষ জানুক আমি বেঁচে আছি। অস্ত্র পেলেও, বালুবা ও সাঙ্গারা সবাই যুদ্ধ করতে না-ও চাইতে পারে। তাদের ট্রেনিঙেও তো মরচে ধরেছে, তাই না? তাছাড়া,

আমি সামরিক অফিসার নই, কিভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করব?'

'সামরিক ট্রেনিং আপনি পাননি, তা ঠিক, কিন্তু শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে লড়াই করার অভিজ্ঞতা আপনার আছে,' বলল রানা। 'তা দিয়েই কাজ চালাতে হবে। তাছাড়া, বালুবা ও সাঙ্গাদের মধ্যে অফিসার একদমই কি নেই?'

'খুবই কম, না থাকারই মত,' বললেন উসুমবুরা। 'রানা, আমি যদি অনুরোধ করি যে অন্তত...'

একটা হাত তুলল রানা, বাধা দিয়ে বলল, 'প্লীজ, না। কিলিমবির পরিস্থিতি বোঝার পর আমরা হয়তো আপনাকে কিছু পরামর্শ দিতে পারব, তার বেশি কিছু আশা করা ঠিক হবে না।'

হতাশ দেখালেও, হাসলেন উসুমবুরা। 'ধন্যবাদ, রানা। তোমার পরামর্শই বা পায় ক'জন?'

'মালিক,' রাম সিং চিৎকার করে উঠল কাছাকাছি কোথাও থেকে। ঝোপ থেকে বেরিয়ে সেদিকে এগোল রানা। 'মালিক, ওরা আমাকে জ্যান্ত খেয়ে ফেলছে,' তার গলায় অভিযোগ। 'ভগবানের কিরে, মশারা আমাকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। মালিক, আমাকে কি একটু রেহাই দেয়া যায় না?'

'দেয়া হলো,' বলল রানা। 'ফরহাদকে ডেকে আনতে যাচ্ছি, ততক্ষণ তুমি তোমার দেবতার ওপর নজর রাখো। ঠিক আছে?'

'জো হুকুম, মালিক।' মাথা চুলকাল রাম সিং। 'একটু ভুল হলো, মালিক।'

'তোমার, না আমার?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ভাষার, মালিক। উনি আমার দেবতা নন, মালিক। উনি জনগণের দেবতা—গণদেবতা।'

'ও।' হাসি চেপে রাখল রানা।

'মালিক, আপনার পা কি আরেকবার দেখব আমি?'

'রক্ত পড়া বন্ধ হয়েছে, কাজেই ব্যাণ্ডেজ বদলাবার দরকার নেই,' বলল রানা। 'ব্যথা আছে, আবার দুটো পেইনকিলার খেয়ে নেব।'

'খালি পেটে ট্যাবলেট খাবেন না, মালিক,' বলে একটা ঝোপের ভেতর ঢুকল রাম সিং, বেরিয়ে এল কাঁধে এক কাঁদি পাকা কলা নিয়ে। বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসছে সে। 'আজ রাতে আমাদের ডিনার, মালিক।'

ফরহাদকে দেখতে পেয়ে হাসল রানা। ছায়ার ভেতর গাছের প্রকাণ্ড একটা গুঁড়ির অংশ বলে মনে হলো তাকে। 'সব ঠিক?' জিজ্ঞেস করল ও।

'জ্বী, মাসুদ ভাই।'

'সূর্য ডোবার এক ঘণ্টা পর রওনা হব,' বলল রানা। 'গ্রামটায় পৌঁছুতে দু'ঘণ্টা লাগবে। বৈঠা চালাতে জানো তো? গুড। তোমার সঙ্গে রাম সিং থাকবে। উসুমবুরার দায়িত্ব আমার ওপর।'

ঝড় এল, খুব তাড়াতাড়ি চলেও গেল। তবে ভিজে গেল চারজনই। সূর্য ডোবার এক ঘণ্টা পর রওনা হলো ওরা। নদীর কিনারা ঘেঁষে এগিয়েছে সরু পথ। পথের এক ধারে খাড়া পাঁচিল, আরেক পাশে ঝপ করে নেমে গেছে খাদ, নিচে প্রমত্তা নদী। বিশ মিনিট হাঁটার পরই বুকে ব্যথা অনুভব করলেন উসুমবুরা, তারপর জ্ঞান হারালেন। অগত্যা কাঁধে তুলে নিতে হলো তাঁকে। গ্রামটায় পৌঁছুতে তিন ঘণ্টা লেগে গেল ওদের।

এখানে নদীটা অনেক চওড়া হয়ে গেছে। স্রোতের মধ্য প্রবাহ এত তীব্র যে শূন্যে লাফিয়ে উঠছে পানি। বালির সরু একটা বিস্তৃতির ওপর উপুড় করে রাখা হয়েছে ক্যানূগুলো। উল্টোদিকে, বালির আরেকটা সংযুক্ত বিস্তৃতি ওদের চোখে পড়ল, পাড়ের খাড়া পাঁচিলের নিচে তারার আলোয় চিকচিক করছে।

বালির কিনারা থেকে প্রায় দুশো গজ দূরে অন্ধকারের ভেতর নিথর হয়ে আছে গ্রামটা। উঠতি চাঁদ মুখ লুকিয়েছে পাহাড়ের আড়ালে। ঝোপের আড়াল থেকে সাপের মত ক্রল বেরিয়ে এল রানা ও ফরহাদ। বালির বিস্তৃতির ওপর পৌঁছে ছোট দুটো ক্যানূ সিধে করল ওরা, প্রতিবার একটা করে বয়ে আনল পানির কিনারায়।

সংকেত পেয়ে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল রাম সিং, কাঁধে উসুমবুরা। ওই বোঝা নিয়েই ছুটল সে, অথচ প্রায় কোন শব্দ করছে না। ক্যানূ দুটো একটা রশি দিয়ে জোড়া লাগাল ওরা। উসুমবুরাকে নামানো হলো রানার ক্যানূতে। দ্বিতীয় ক্যানূ ঠেলে পানিতে নামাচ্ছে ফরহাদ, লাফ দিয়ে তাতে উঠে পড়ল রাম সিং। তারপর দু'জনই তারা বৈঠা চালাতে শুরু করল।

রশিতে টান পড়তেই রানাও ওর ক্যানূ ঠেলে পানিতে নামাল। জোড়া ক্যানূ উজানের দিকে রওনা হলো। কিনারার দিকে পানি শান্ত। খানিক পরই স্রোতটাকে আড়াআড়িভাবে পেরুবার চেষ্টা করল ওরা, মরিয়া হয়ে বৈঠা চালাচ্ছে।

স্থানীয় ক্যানূগুলো অসম্ভব ভারি, গাছের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে, আকৃতিও অত্যন্ত বেঢপ; ফলে নিয়ন্ত্রণে রাখা বেশ কষ্টকর। স্রোত পেয়ে বসল ওদেরকে, টেনে নিয়ে যাচ্ছে ভাটির দিকে। দ্রুতগতি পানির শব্দে বৈঠা চালাবার আওয়াজ চাপা পড়ে যাচ্ছে। বেশ কিছুক্ষণ গলদঘর্ম হবার পর স্রোতের কবল থেকে মুক্তি পেল ওরা, উজানের দিকে ঘুরে অপর পারের বালিতে এসে ক্যানূ থামাল।

দশ মিনিট বিশ্রাম নিল ওরা, তারপর দক্ষিণমুখো একটা পথ খুঁজে নিয়ে সারারাত হাঁটল; পালা করে কাঁধে রাখছে উসুমবুরাকে। যার কাঁধে উসুমবুরা থাকলেন, সব সময় তাকে মাঝখানে রাখল ওরা, বাকি দু'জন সামনে ও পিছনে সদা সতর্ক। রাতের জঙ্গল থেকে অতর্কিতে হিংস্র পশু ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। সঙ্গে গ্রেনেড ও অস্ত্র থাকলেও বাধ্য না হলে

ব্যবহার করা যাবে না। চার পেয়ে জানোয়ার তাড়াবার বিনিময়ে দু'পেয়ে নরমাংসভোজীদের ডেকে আনাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

দু'বার দুটো হাতির পালকে পাশ কাটাতে হলো। সবচেয়ে বেশি ভয় সিংহকে, তবে তাদের ডাক অনেক দূর থেকে ভেসে আসতে শুনল ওরা। বাতাসের উল্টোদিক থেকে ভেসে এল নিঃসঙ্গ একটা হায়েনার হাসি।

রাত তিনটের দিকে রাম সিং হাজার বার অনুরোধ করার পর আরও দশ মিনিট বিশ্রাম নিতে রাজি হলো রানা। ও বসতে না বসতে উরুর ব্যাণ্ডেজটা পরীক্ষা করল সে। 'যা সন্দেহ করেছি, মালিক। আবার রক্ত বেরুচ্ছে। ব্যাণ্ডেজ বদলাতে হবে, ইঞ্জেকশন দেয়ারও সময় হয়েছে।'

ইনফেকশন যে শুরু হয়ে গেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। রাম সিঙের অ্যান্টিবায়োটিক কোন কাজে আসছে না। তবু তার কাজে রানা বাধা দিল না। দশ মিনিট পর আবার শুরু হলো হাঁটা। পালা অনুসারে এবার উসুমবুরাকে রানা কাঁধে নেবে। ফরহাদ আপত্তি করল, রাম সিং প্রবলবেগে মাথা নাড়ল, কিন্তু ওদের কথা রানা শুনল না, উসুমবুরাকে কাঁধে তুলে নিয়ে শুধু বলল, 'যখন পারব না তখন আমি নিজেই জানাব।'

এক ঘণ্টা পর পুব দিকের আকাশ অস্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হলো। উসুমবুরা এখন ফরহাদের কাঁধে। এখনও তিনি অচেতন, নাকি ঘুমাচ্ছেন, বোঝা যাচ্ছে না। আরও খানিক পর দিনের আলো যখন ভালই ফুটেছে, ফরহাদের কাঁধ থেকে হঠাৎ কথা বলে উঠলেন উসুমবুরা। 'ডান দিকে সাঙ্গাদের একটা গ্রাম আছে, ওখানে গরুর গাড়ি পাওয়া যাবে। ফরহাদ, আমাকে নামিয়ে দাও, চেষ্টা করলে বোধহয় হাঁটতে পারব।'

হেসে উঠে রাম সিং বিড়বিড় করল, 'গণদেবতা খুব রসিক মানুষ, ঠিক যখন গরুর গাড়ি চড়ার সুযোগ দেখা গেছে তখনই তাঁর হুঁশ ফিরল।'

'কি বলছ?' তাকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'না, মালিক, কিছু না,' ভাবলেশহীন চেহারা রাম সিঙের।

উসুমবুরা ধীরে ধীরে হাঁটছেন, বললেন, 'সাঙ্গারা যেন আমাকে দেখতে না পায়। দেখলেই গোটা চারদিকের গ্রাম থেকে ছুটে আসবে সবাই, পিছু ছাড়বে না।'

'অসুবিধে কি?' জিজ্ঞেস করল ফরহাদ।

'ওদের কাছে বর্শা আর তীর ছাড়া অন্য কোন অস্ত্র নেই,' বললেন উসুমবুরা। 'সিমবারা হামলা করলে ওরা আমাদের কোন সাহায্যে তো আসবেই না, বরং বাধা হয়ে দাঁড়াবে, মারাও যাবে ঝাঁকে ঝাঁকে।'

যুক্তিটা মেনে নিল রানা। সোয়াহিলি ভাষা ভালই বলতে পারে ও, একাই গেল গরুর গাড়ি পাওয়া যায় কিনা দেখতে।

আধ ঘণ্টা পর ফিরল ও, ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ করছে গাড়িটা। গরু দুটো রুগ্ন, গাড়োয়ান নার্ভাস উসুমবুরাকে দেখে এলাকার লোক বলে ধরতে পারলেও, চিনতে পারল না তাঁকে।

গরুর গাড়িতে একা শুধু উসুমবুরা উঠলেন। সামনে ও পিছনে গার্ড হিসেবে থাকল রানা ও ফরহাদ। রাম সিং বসল গাড়োয়ানের সঙ্গে।

চার

মঙ্গলবার, ২৯ ডিসেম্বর।

মার্সেনারিদের মূল কনভয়টা কিলিমবির উপকণ্ঠে পৌঁছুল ভোরের প্রথম আলোয়। ত্রিশ মাইল পেরুতে সময় নিয়েছে ওরা সারারাত। রাস্তায় আরও দুটো ট্রাক হারাতে হয়েছে।

লোকজন বিশ্রাম নিল, সূর্য ওঠার অপেক্ষায় আছে। তারপর খুব সাবধানে গ্রামের দিকে এগোল তারা। একটাই কাঁচা পথ। গ্রামের মাঝখানে এক সারি গাছ এমন ভাবে লাগানো হয়েছে, যেন একটা পাঁচিল দু'ভাগ করে রেখেছে লোকালয়টাকে। গাছ পাঁচিলের দু'ধারে চুনকাম করা একতলা বাড়ি, গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে; ওয়েস্টার্ন ছবিতে দেখা প্রাচীন ক্যালিফোর্নিয়ার কথা মনে করিয়ে দেয়। দোকানগুলোর জানালা তারের জাল দিয়ে ঘেরা, জালের ফ্রেমে তালা লাগানো। গ্রামের এটা সম্মুখ ভাগ, সচ্ছল লোকদের বসবাস। বেশিরভাগ লোক বস্তিতে থাকে, সেগুলো সব পিছন দিকে। ওদিকে বেলজিয়ান আমলের কিছু ভবন এখনও পড়ো পড়ো অবস্থায় টিকে আছে।

চারদিকে ভৌতিক একটা পরিবেশ। গ্রামে ঢোকার পরই মার্সেনারিদের গা ছমছম করে উঠল। এরকম কোন গ্রামে আগে কখনও তারা প্রবেশ করেনি। বেশ বড় গ্রামটা, কিন্তু প্রাণের কোন চিহ্ন নেই। কোন শব্দ হচ্ছে না, কোথাও কিছু নড়ছে না। অদ্ভুত ব্যাপার। মার্সেনারিরা নার্ভাস বোধ করছে, মনে আশঙ্কা এটা বোধহয় মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার পূর্ব লক্ষণ, হঠাৎ চারদিক থেকে আক্রমণ শুরু হয়ে যাবে।

প্রত্যেকে সতর্ক পা ফেলছে, ছায়া দেখলেই সেদিকে ঘুরে যাচ্ছে গান মাজল। সবাই একসঙ্গে সামনে বাড়ছে না, একদল সামনে থাকলে আরেকদল তাদেরকে কাভার দিচ্ছে। যারা সামনে তারা সব কিছু ভালভাবে চেক করে দেখে তারপর পা ফেলছে। সময় লাগছে বেশি, তবে অকস্মাৎ মৃত্যু এড়াবার অন্য কোন উপায় নেই। দড়াম করে একটা দরজা খোলার আওয়াজ হলো, পায়ের ধাক্কায় গড়াতে শুরু করল একটা টিনের কৌটা।

সূর্য অনেকটা ওপরে উঠে এল। গ্রামের প্রতিটি ইঞ্চি দেখা শেষ। কেউ কোথাও নেই। যেখানে যা ছিল সব ফেলে গ্রামবাসীরা চলে গেছে।

মার্সেনারিরা ভয় পাচ্ছে। লক্ষণ ভাল নয়। কোথায় পালাল তারা? কেন পালাল? সত্যিই কি পালিয়েছে, নাকি ভয় দেখিয়ে ভাগিয়ে দেয়া হয়েছে? কারা ভয় দেখাল? কেউ কোন ধারণা দিতে পারছে না।

আর.এস.এম. আর মাহমুদকে সঙ্গে নিয়ে গোটা এলাকা একবার চক্কর দিয়ে এল সুফিয়ান। ওয়াটার সাপ্লাই চেক করল, যেখানে যা খাবার পাওয়া গেল সব এক জায়গায় জড়ো করার নির্দেশ দিয়ে পাহারা বসাল। এলাকায় বহু খ্রিস্টানের বাস; তাদের প্রায় সব বাড়িতেই চোলাই করা মদ পাওয়া গেল। সব ফেলে দেয়ার নির্দেশ দিল সুফিয়ান। কাছেই পাহাড়, ডিফেন্সিভ পজিশন নেয়ার জন্যে আদর্শ। কোথায় কোথায় পজিশন নেবে মার্সেনারিরা দেখিয়ে দিল সে। তাদেরকে কাজে লাগিয়ে দিলেন আর.এস.এম.।

পুলিস স্টেশনে অফিস বসাল সুফিয়ান। কোন বন্দী নেই, তবে দেখে বোঝা গেল সেলে সম্প্রতি লোকজন ছিল। গ্রামবাসীদের অনুপস্থিতি, জমাট নিস্তব্ধতা, অপেক্ষার পালা, আগুনের মত গরম রোদের অত্যাচার, সব মিলিয়ে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ার মত একটা পরিবেশ। পরস্পরের সঙ্গে তারা কথা বলছে ফিসফিস করে, কোন কারণ ছাড়াই চমকে উঠছে, হাঁটাচলার সময় নিজের অজান্তেই আড়াল খুঁজে নিচ্ছে। অপেক্ষায় আছে সবাই, কখন প্রথম চিৎকারটা শোনা যাবে বা প্রথম গুলিটা চুরমার করে দেবে ভৌতিক এই নিস্তব্ধতা।

একটা ফরওয়ার্ড পেট্রল কয়েকজন আফ্রিকানকে দেখতে পেল, ইতস্তত ভঙ্গিতে গ্রামে ঢুকতে যাচ্ছিল তারা। তাদের চোখ বেঁধে হাঁটিয়ে আনা হলো ডিফেন্স লাইনের ভেতর। এই মুহূর্তে তিনজন বৃদ্ধ ও সন্ত্রস্ত লোক সুফিয়ানের টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। সন্ত্রস্ত হলেও, গম্ভীর তাঁরা, যেন মর্যাদা হারাতে রাজি নন। নেপথ্য থেকে ভেসে আসছে একজন রেডিও অপারেটরের গলা, নিখোঁজ একটা রিয়ার গার্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছে সে। বৃদ্ধদের ভাঙা ভাঙা সোয়াহিলি

ভাষায় জেরা করছে সুফিয়ান। তার চোখে গরম দৃষ্টি, যেন আগুন ঝরছে।

বৃদ্ধরা জানালেন, গ্রামবাসীরা কাছাকাছি পাহাড়ে লুকিয়ে আছে। পাহাড়ে ও জঙ্গলে তাঁদের পাহারা থাকে, দূর থেকে এতগুলো সশস্ত্র লোককে আসতে দেখে ভয় পেয়ে যায় গ্রামবাসীরা। তাঁদের তিনজনকে পাঠানো হয়েছে বয়েসের কারণে, মারা গেলেও তেমন ক্ষতি নেই। তাছাড়া, তাঁরা তিনজন তিন উপজাতির মাতবরও বটেন—সাঙ্গা, বালুবা আর বান্টুদের। যদিও, তাঁরা ব্যাখ্যা করলেন, এই এলাকায় মাতবরদের চেয়ে মৌলভী আর পাদ্রির প্রভাবই বেশি।

মৌলভী আর পাদ্রীর প্রভাব যে কতটুকু, তা ভাল করেই জানা আছে সুফিয়ানের।

একটু ভেবে জিজ্ঞেস করল, 'কিলিমবির গ্রামবাসীরা কি অস্ত্র পায়নি? তারা কি জানত না যে আমরা আসছি?'

মাতবররা জানালেন, পাওয়া না পাওয়া সম্পর্কে কোন কথা বলতে নিষেধ করে দেয়া হয়েছে তাঁদেরকে। এ বিষয়ে কথা বলবেন এলাকার পাদ্রী ও মৌলভী। তবে, হ্যাঁ, একদল বিদেশী লোক আসার কথা আছে, এ বার্তা তাঁরা পেয়েছেন।

'তাহলে আপনারা ভয় পেলেন কেন?'

জবাব এল, আগেই গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল যে সিমবারা আসছে, ভয় পাবার সেটাই কারণ। এলাকায় খুব ছোট একটা গ্যারিসন আছে, অল্প কয়েকজন সিমবা ছিল সেখানে, বাউডেভিলের দিকে পালিয়ে গেছে সবাই। এলাকায় আর কোন সৈন্য নেই।

একটা কথা পরিষ্কার হয়ে গেল, সিমবাদের হিংস্র শ্বাপদের চেয়েও বেশি ভয় করে এলাকার মানুষ। শত্রু বলে সন্দেহ হলেই অন্য উপজাতির লোককে ধরে জ্যান্ত অবস্থায় চামড়া ছাড়িয়ে নেয় তারা, তারপর লবণ মাখিয়ে আগুনে সেদ্ধ করে, সারারাত নাচ-গানের পর সেই

ঝলসানো মাংস খেয়ে ফেলে।

এক পর্যায়ে মাতবররা জানালেন, এলাকার মৌলভী আর পাদ্রী দু'জনেই অনুরোধ করেছেন, আপনারা সিমবা না হলে দয়া করে যেন এলাকা ছেড়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে যান। তা না গেলে পরে সিমবারা এসে আশপাশের সব গ্রাম পুড়িয়ে দেবে, তরুণী মেয়েদের ধরে নিয়ে যাবে, আর পুরুষদের জ্যান্ত ছাল ছাড়াবে।

আধ ঘণ্টা জেরা করার পর মাতবরদের একজন সাহস করে জানতে চাইলেন, এ-কথা কি সত্যি যে মহামান্য ইউনুস উসুমবুরার আত্মা পৃথিবীর বুকে আবার ফিরে এসেছেন?

সুফিয়ান আশ্বস্ত করে বলল, 'তাঁর আত্মা নয়, তিনি স্বয়ং চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কিলিমবিতে আসছেন।'

লোকগুলো পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল, বুকে ক্রস চিহ্ন আঁকল দু'জন, বাকি একজন বিড়বিড় করে বার কয়েক আল্লাহকে ডাকল।

সুফিয়ান জিজ্ঞেস করল, 'উসুমবুরা পৌঁছালে আপনারা আমাদেরকে সাহায্য করবেন?'

'এ-সব কথা আলোচনা হওয়া দরকার মৌলভী আর পাদ্রীর সঙ্গে, তাঁরাই সিদ্ধান্ত দেবেন। মরা মানুষ বেঁচে ওঠা ভয়ঙ্কর ঘটনা, সত্যি-মিথ্যে যাচাই করার ব্যাপার আছে। তিনি রক্ত-মাংস নিয়ে জীবিত মানুষ কিনা, এটা প্রমাণ হতে হবে।'

'তাঁর প্রতি আপনাদের ভালবাসা আর শ্রদ্ধা আছে তো?' জানতে চাইল সুফিয়ান।

'তিনি আমাদের মা ও বাবা। খ্রিস্টান হোক আর মুসলমান, তিনি তো সবারই অভিভাবক।'

অনেক চেষ্টা করেও অস্ত্র সম্পর্কিত কোন প্রশ্নের জবাব আদায় করতে পারল না সুফিয়ান। একজনকে গ্রামবাসীদের কাছে পাঠানো

হলো, বাকি দু'জনকে জিম্মি করে রাখা হলো। পাঁচিলের গায়ে হেলান দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলেন তাঁরা।

এক ঘণ্টা পর দূর থেকে ভেসে এল ড্রাম পিটানোর আওয়াজ। প্রথম দিকে আড়ষ্ট বা ইতস্তত একটা ভঙ্গি থাকল, ড্রামবাদক যেন কারও সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইছে। তারপর বিরতিহীন দমাদম পিটানোর শব্দ ভেসে এল।

মাতবরদের একজন জানালেন, 'মৌলভী আর পাদ্রীকে খবর পাঠাচ্ছে ওরা, একটু পরই তাঁরা এসে পড়বেন।'

ডিফেন্স লাইনে মেসেজ পাঠাল সুফিয়ান, একজন পাদ্রী আর একজন মৌলভী আসছেন, তাঁদেরকে যেন ভেতরে ঢুকতে দেয়া হয়।

দুপুরে বৃষ্টি এল আবার, আর সেই বৃষ্টি মাথায় করে পৌঁছুলেন এলাকার পাদ্রী। গ্রামের প্রধান সড়ক ধরে একটা গাধার পিঠে চড়ে এলেন তিনি। সম্মানজনক দূরত্ব বজায় রেখে তাঁর পিছু পিছু এলেন আরও কয়েকজন মাতবর ও বয়স্ক ব্যক্তি। পাদ্রী তালগাছের মত লম্বা, গায়ের রঙ এককালে হয়তো ফর্সাই ছিল, রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে, তবে শ্বেতাঙ্গ বা ইউরোপিয়ান নন তিনি, আবার স্থানীয়ও নন—চেহারায় খানিকটা উপমহাদেশীয় ছাপ আছে।

গাধার পিঠে শিরদাঁড়া খাড়া করে বসে আছেন তিনি, তাঁর মাথা একটা তারপুলিনের গর্ত থেকে বাইরে বেরিয়ে আছে, তারপুলিনটা তাঁকে ও ছোটখাট গাধাটাকে প্রায় পুরোপুরি ঢেকে রেখেছে। পাদ্রীর পা দুটো মাটিতে ঘষা খাচ্ছে, গাধাটা এতই ছোট। তাঁর বয়স হবে ষাটের কাছাকাছি, রোগা-পাতলা কাঠামো, চেহারায় কঠিন ভাব, দেখে মনে হবে গ্র্যানিট পাথরে খোদাই করা; পাকা ভুরু জোড়া অসম্ভব ঘন ও দীর্ঘ, কপালের অনেকটা ঢেকে রেখেছে; চোখ দুটো নীল, দৃষ্টিতে কিসের যেন একটা ঘোর; মাথার পাকা চুল ভিজে যাওয়ায় কান আর ঘাড়ে সেঁটে

আছে। মার্সেনারিরা কাভার থেকে বেরিয়ে এসে তাঁর আগমন চাক্ষুষ করছে। কারও দিকে তাকালেন না ফাদার, নাক বরাবর সোজা সামনে তাকিয়ে আছেন।

মৌলভী সাহেব কোথায়? তাঁকে তো কোথাও দেখা যাচ্ছে না। মার্সেনারিরা ফিসফাস শুরু করল।

রাস্তার মাঝখানে নিজে থেকেই দাঁড়িয়ে পড়ল গাধা। পা দুটো এমন ভঙ্গিতে ফাঁক করে দাঁড়িয়েছে, আর যেন সে হাঁটতে রাজি নয়। গাল দিলেন ফাদার, গাধার পিঠ থেকে নেমে ওটার পিছু পিছু হাঁটতে শুরু করলেন। গাধা একটা ডাক ছাড়ল, তারপর পিছনের পা দুটো সবেগে ছুঁড়ল। বুড়ো মানুষের তুলনায় অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রগতিতে লাফ দিলেন পাদ্রী। তারপরও গাধার একটা পা অনুসরণরত তারপুলিনে আঘাত করল, কোথায় লাগল বলা মুশকিল, তবে আওয়াজটা হলো পিস্তল ছোঁড়ার মত।

গাধাকে লক্ষ্য করে পা চালালেন পাদ্রী। 'গাধার বাচ্চা, বেল্লিক!' খাস তামিল ভাষায় হুঙ্কার ছাড়লেন তিনি। লাথিটা লাগতে গলা ছেড়ে প্রতিবাদ জানাল গাধা, তারপরই এলোপাতাড়ি চারদিকে পা ছুঁড়তে শুরু করল, আতঙ্কিত হয়ে ছিটকে দূরে সরে গেলেন মাতবর আর গ্রামবাসীরা। পাদ্রীকে দেখে তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট মনে হলো, ধীর পায়ে সুফিয়ানের দিকে এগিয়ে এলেন তিনি।

সিঁড়ির ধাপ ক'টা বেয়ে ওঠার সময় গায়ের তারপুলিন খুলে ফেললেন ফাদার। ভেতরে ভারি বুট, রঙচটা খাকি ট্রাউজার, হাফহাতা বুক খোলা খাকি শার্ট পরে আছেন। তাঁর হাতের হাড় খুবই চওড়া, তবে মাংস বলতে প্রায় কিছুই নেই।

সুফিয়ানের সামনে নয়, তার পাশের জায়গাটা দখল করলেন তিনি। কোন কথা না বলে তাকালেন সরাসরি সামনে, যেদিক থেকে তিনি এইমাত্র এসেছেন।

নিস্তব্ধতা অস্বস্তিকর হয়ে উঠছে দেখে সুফিয়ানই প্রথম কথা বলল, 'আমরা আপনার একজন সঙ্গীকে আশা করেছিলাম। এলাকার মৌলভী সাহেবকে।'

'ওই তিনি আসছেন,' বললেন ফাদার, সুফিয়ানের দিকে তাকালেন না।

তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে সুফিয়ান বিশাল এক ঐরাবতকে দেখতে পেল। গ্রামের প্রধান সড়ক ধরে রাজকীয় ভঙ্গিতে এগিয়ে আসছে হাতিটা। পিঠে ঝালর সহ একটা হাওদা, ভেতরে নূরানি চেহারা নিয়ে বসে আছেন শ্মশ্রুমণ্ডিত, নাদুসনুদুস, ছোটখাট একজন মানুষ; মুখে চাপদাড়ি, ফর্সা কপালে দীর্ঘদিন সেজদা দেয়ার ফলে কালচে দাগ, হাতে তসবি। সাদার ওপর নকশা করা শেরওয়ানি পরে আছেন তিনি, কাঁধের ওপর একটা ডোরাকাটা চাদর।

বলতে হলো না, সিঁড়ির গোড়ায় নিজে থেকেই নিচু হলো হাতি। হাওদা থেকে বাঁশের একটা ছোট মই নামালেন মৌলভী সাহেব। মই বেয়ে রাস্তায় নামতে বোঝা গেল লম্বায় তিনি টেনেটুনে সাড়ে চার ফুট হতে পারেন। তাঁর বয়েসও ষাটের কম নয়, তবে শক্ত সমর্থ চওড়া কাঠামো। কোমরে একটা খাপ দেখা গেল, তাতে ভোজালি বা ওই ধরনের একটা ধারাল ও ভারি অস্ত্র।

ইনিও কোন কথা বললেন না, ধাপ বেয়ে উঠে এসে সুফিয়ানের আরেক পাশে স্থান দখল করলেন। তাঁর সঙ্গেও কিছু লোক এসেছে, তারা রাস্তার দু'পাশে সার বেঁধে দাঁড়াল।

'আপনি কি? আপনার ধর্ম কি? হিন্দু, মুসলমান, নাকি খ্রিস্টান?' জেরা করার সুরে জানতে চাইলেন ফাদার। 'হিন্দু হলে মাতব্বরদের মধ্যে থেকে পুরোহিতকে ডাকতে হবে।'

ফাদারের দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিল সুফিয়ান। 'কোন ধর্মের লোক, তার কি কোন গুরুত্ব আছে? তবু যখন জানতে চাইছেন, আমি

আবু সুফিয়ান।'

'যীশু তোমার সুমতি দিন,' বলে সুফিয়ানের হাতটা ধরে পিষে দিলেন ফাদার, আরেকটু হলে ব্যথায় গুঙিয়ে উঠতে যাচ্ছিল সে।

'আসসালামালায়কুম!' সুফিয়ানের অপর পাশ থেকে গুরুগম্ভীর মেঘের মত ডাক উঠল। মৌলভী সাহেবের দিকে ফিরে বিড়বিড় করে জবাব দিল সুফিয়ান। পরমুহূর্তে তাকে ধরে নিজের দিকে আকর্ষণ করলেন মৌলভী সাহেব, বুকের সঙ্গে পিষছেন।

নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সুফিয়ান শুরু করল, 'হাতে বেশি সময় নেই, কাজের কথা হওয়া দরকার...।'

ট্রাফিক পুলিশের মত একটা হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিলেন মৌলভী সাহেব। সিঁড়ির মাথায় সরে এলেন তিনি, চিৎকার করে ইংরেজিতে বললেন, 'ঘর-বাড়ি, গাছের আড়াল, ডোবা-গর্ত যেখানেই তোমরা থাকো না কেন, সাচ্চা মুসলমান হলে এই মুহূর্তে বেরিয়ে এসো, কয়েক কাতারে দাঁড়াও আমার সামনে। কিলিমবির মৌলভী ও ইমাম সাহেব আমি হাজি শাহ আজিজ আফগানী খোদার নেক বান্দাদের নামাজ আদায়ের জন্যে আহ্বান জানাচ্ছি। নদী অনেকটা দূরে, তোমরা সবাই কুয়োর পানিতে ওজু করে নাও।' রাস্তার একপাশে বালির একটা স্তূপ রয়েছে, সেদিকে ইঙ্গিত করে সুফিয়ানকে বললেন, 'তুমি আর তোমার অফিসাররা ওই বালি দিয়ে ওজু করো।'

তিনি থামতে না থামতে শোনা গেল ফাদারের চিকণ অথচ তীক্ষ্ণ কণ্ঠ, 'যীশুকে যারা ঈশ্বরের সন্তান বলে মানো, মৃত্যুকে যারা ভয় করো, শয়তানের প্রভাব থেকে যারা মুক্ত থাকতে চাও, আমি ফাদার জোসেফ কুরুকাপিল্লাই ডেভিডসন তাদেরকে কিলিমবির প্রধান সড়কের এক পাশে প্রার্থনা করার জন্যে আহ্বান জানাচ্ছি।'

খ্রিস্টানদের ওজু করার দরকার নেই, তারাই প্রথমে পুলিস স্টেশনের সামনের রাস্তায় জড়ো হলো। মার্সেনারিদের তিন ভাগের এক

ভাগ খ্রিস্টান, তাদের সঙ্গে যোগ দিল কয়েকজন গ্রামবাসী।

পরিস্থিতি সুফিয়ানের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে, এই মুহূর্তে সিমবারা আক্রমণ করলে পাইকারীভাবে খুন হয়ে যাবে সবাই। মার্সেনারিরা, খ্রিস্টান ও মুসলমান নির্বিশেষে, যে যার কাভার ও পজিশন ত্যাগ করে সৃষ্টিকর্তার কাছে আত্মসমর্পণের জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে। এখন কোন বাধাই কেউ মানবে না। আর.এস.এম-এর সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত, কিন্তু আশপাশে তাঁকে কোথাও দেখতে পেল না সুফিয়ান। তার কানে মাহমুদ নিচু গলায় বললেন, 'আর.এস.এম কিছু লোককে ইঙ্গিত করায় তারা পজিশন ছেড়ে নড়েনি, উনি নিজেও টহলে রয়েছেন।'

স্বস্তিবোধ করল সুফিয়ান।

ফাদারের পরিচালনায় প্রার্থনা পর্ব শুরু হতে যাচ্ছে, তার আগে ছোট্ট একটা ভাষণ দিলেন তিনি বা হেদায়েত করলেন। 'পাপের পাহাড় জমে উঠেছে, ভাই ভাইকে খুন করছ তোমরা, জাগতিক লোভ-লালসার ঊর্ধ্বে উঠতে পারছ না। একমাত্র যীশুই তোমাদেরকে উদ্ধার করতে পারেন। এসো, মনপ্রাণ উজাড় করে তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাই আমরা। তিনিই তো আমাদের রক্ষাকর্তা, আমাদের জন্যে ঈশ্বরের দরবারে সুপারিশ করবেন। হাঁটু গাড়ো, সবাই হাঁটু গাড়ো।'

ধৈর্য হারিয়ে ফেলছে সুফিয়ান। 'এরকম কতক্ষণ চলবে? এদেরকে আমি চিনি, বাধা না দিলে...'

'চেনো?' মাহমুদ জানতে চাইলেন।

'সাত বছর আগে মাসুদ ভাইয়ের সঙ্গে যেবার প্রথম কঙ্গোয় যুদ্ধ করতে আসি, তখনই এই ফাদার জোসেফ আর মৌলভী শাহ আজিজের নাম শুনেছিলাম। গোটা এলাকায় এদের দু'জনের প্রভাব চোখে না দেখলে বিশ্বাস করবেন না। কথাবার্তা শুনলে মনে হবে দু'জনেই সাঙ্ঘাতিক ফ্যানাটিক, কিন্তু অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যে গোষ্ঠিতে গোষ্ঠিতে দ্বন্দ্ব লেগে থাকলেও আজ পর্যন্ত খ্রিস্টানদের সঙ্গে মুসলমানদের

কোন দাঙ্গা হয়নি। অর্জন বলুন, কৃতিত্ব বলুন, সবই এই দু'জনের প্রাপ্য। এলাকায় এদের প্রভাব এত বেশি, জেনারেল বুটাও ঘাঁটাতে সাহস পাননি। সিমবাদের ওপর নির্দেশ দেয়া আছে, এই দু'জনের গায়ে হাত দেয়া যাবে না। কিন্তু মুশকিল হলো, বাধা না দিলে...'

'নামাজটা অন্তত শেষ হতে দাও,' বললেন মাহমুদ। 'মৌলভী বা ফাদার আমাদের বিরুদ্ধে চলে গেলে বিপদ হবে।'

বৃষ্টির মধ্যে, কাদায়, হাঁটু গাড়ল খ্রিস্টান মার্সেনারিরা। শুধু একজন মার্সেনারি দাঁড়িয়ে থাকল। সে জানাল, 'আমি ইহুদি।'

'তারমানে জন্মসূত্রেই পাপী,' রায় ঘোষণার সুরে বললেন ফাদার জোসেফ কুরুকাপিল্লাই। 'হাঁটু গাড়ো, বদনসিব। নিখোঁজ আত্মা ফিরে পাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করো।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও হাঁটু গাড়ল ইহুদি।

'লর্ড,' শুরু করলেন ফাদার, তার চোখ-মুখ উদ্ভাসিত হয়ে আছে। 'তোমার সামনে নত হয়েছে নোংরা কাদা মাখা শূকরের মত মনুষ্যকুলের কলঙ্ক ও দুর্গন্ধময় আবর্জনা। মার্সেনারি, খুনী, অধম, পতিত নারীর ছেলে। লর্ড, তোমার পবিত্র মাটির বুকে ওরা বিষ ছড়াচ্ছে, রক্ত ঝরাচ্ছে...'

বাধা দিল সুফিয়ান। 'যথেষ্ট হয়েছে, আপনি এবার থামুন,' কঠিন সুরে বলল ও। 'নিজেও জানেন না কি বলছেন।'

সে থামতেই কানের পাশে আজান শোনা গেল। ইতিমধ্যে মুসলমান মার্সেনারিরা ওজু সেরে নামাজ আদায়ের জন্যে এক কাতারে দাঁড়িয়েছে।

রাস্তার এক পাশে খ্রিস্টানরা, আরেক পাশে মুসলমানরা। দু'দলই প্রার্থনা করছে। সিঁড়ির নিচে নেমে খ্রিস্টানদের একেবারে সামনে চলে এসেছেন ফাদার কুরুকাপিল্লাই, নামাজীদের অসুবিধে হবে বলে নিচু গলায় প্রার্থনা পরিচালনা করছেন তিনি। 'ওদেরকে আপনার ক্ষমা করতে

হবে, লর্ড, কারণ ওরা কথা দিয়েছে এখন থেকে প্রতি রোববার নিয়মিত প্রার্থনাসভায় যোগ দেবে…'

মার্সেনারিরা সিধে হতে শুরু করল, হাত ইশারায় তাদেরকে নিষেধ করলেন ফাদার। আরও কিছুক্ষণ ঈশ্বরের কাছে পাপীদের হয়ে ক্ষমা চাইলেন তিনি। নামাজ ও ঈশ্বরবন্দনা প্রায় একসঙ্গেই শেষ হলো।

ফাদার ও মৌলভী সাহেবের একটা করে বাহু আঁকড়ে ধরল সুফিয়ান, টেনে নিয়ে এল নিজের অফিসে, দাঁড় করাল একটা ম্যাপের সামনে। বলল, 'আপনারা বলতে পারেন, কিলিমবির বাইরে ঠিক কি ঘটছে?'

জোসেফ কুরুকাপিল্লাই বললেন, 'আমি সামরিক বাহিনীর লোক নই।' ফোঁৎ ফোঁৎ করে নাক ঝাড়লেন বার কয়েক। 'শুধু এটুকু বলতে পারি যে আপনারা খুব বিপদের মধ্যে আছেন।'

'আমারও সেই কথা,' বললেন মৌলভী শাহ আজিজ। 'জেনারেল বুটা আপনাদেরকে ঘিরে ফেলেছেন। জাম্বিয়া-তাঞ্জানিয়ান সীমান্তে একদল টেরোরিস্টকে ট্রেনিং দেয়া হচ্ছিল, তাদেরকে তিনি ডেকে নিয়েছেন আপনাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়ার জন্যে। ওরা আসছে দক্ষিণ দিক থেকে। সেনাবাহিনীর সিমবারা আসছে কামিনা অর্থাৎ পুব দিক থেকে। আর প্যারা মিলিটারির সিমবারা আসছে আপনাদের পিছন দিক অর্থাৎ উত্তর থেকে। জিজ্ঞেস করছেন যখন, তখন বলি—তাঁর আছে কিউবান পাইলট, কমিউনিস্ট সোলজার। পাঁচ হাজার লোক নিয়েও আপনারা ওদের সামনে দাঁড়াতে পারবেন না।'

অস্ত্রের কথা সরাসরি এখুনি ইচ্ছে করেই তুলছে না সুফিয়ান। আগে দুই ধর্মীয় নেতার মনোভাব বুঝে নিতে চাইছে সে, সেই সঙ্গে পরিস্থিতি সম্পর্কেও একটা ধারণা পেতে চাইছে।

'হাতে আমরা কি রকম সময় পাব বলে মনে করেন?' জানতে চাইল সুফিয়ান।

'ওদের প্রথম দলটা এখানে পৌঁছুবে আজ রাতের কোন এক সময়,' জবাব দিলেন ফাদার।

'মাঝরাতের দিকে,' সায় দিলেন শাহ আজিজ।

সুফিয়ান বলল, 'এবার আসল কথায় আসুন।' বড় করে শ্বাস নিল ও। 'অস্ত্রগুলো কি সাবেক সৈনিকদের মধ্যে বিলি করা হয়েছে?'

'প্রশ্নই ওঠে না,' একযোগে জবাব দিলেন তাঁরা।

'জানতে পারি, কেন?' খুব নরম সুর সুফিয়ানের।

'আপনি ব্যাখ্যা করুন,' মৌলভী সাহেবকে অনুরোধ করলেন ফাদার।

'কারণটা খুব সোজা,' বললেন শাহ আজিজ। 'নেতা না থাকলে অস্ত্র দিয়ে কি হবে? প্রাক্তন সৈনিকরা বহুদিন বেকার বসে আছে, হাতে অস্ত্র পেলে ডাকাতি শুরু করবে। এলাকার মানুষ সবাই আমরা শান্তিতে আছি, কিন্তু এখন যদি সবার হাতে অস্ত্র তুলে দিই, সিমবারা আমাদেরকে ছাড়বে না।'

'কিন্তু দেশের মানুষ তো জেনারেল বুটার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, তাই না? নেতৃত্ব পেলে তারা সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে না?'

'তা করবে, কিন্তু প্রশ্ন হলো কার নেতৃত্বে?'

'ইউনুস উসুমবুরা বেঁচে আছেন,' বলল সুফিয়ান। 'আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এখানে আসছেন তিনি।'

'বিশ্বাস করলাম না,' মাথা নেড়ে বললেন ফাদার।

'আমিও না,' জানিয়ে দিলেন মৌলভী সাহেবও।

ফাদার বললেন, 'আমার একটা ভাল প্রস্তাব আছে। তাতে আপনাদেরও প্রাণ বাঁচবে, আমরাও রক্ষা পাব।'

'কি প্রস্তাব?' জিজ্ঞেস করল সুফিয়ান।

'এখান থেকে আট-নয় মাইল দূরে একটা মাইন আছে,' বললেন

হবে, লর্ড, কারণ ওরা কথা দিয়েছে এখন থেকে প্রতি রোববার নিয়মিত প্রার্থনাসভায় যোগ দেবে...'

মার্সেনারিরা সিধে হতে শুরু করল, হাত ইশারায় তাদেরকে নিষেধ করলেন ফাদার। আরও কিছুক্ষণ ঈশ্বরের কাছে পাপীদের হয়ে ক্ষমা চাইলেন তিনি। নামাজ ও ঈশ্বরবন্দনা প্রায় একসঙ্গেই শেষ হলো।

ফাদার ও মৌলভী সাহেবের একটা করে বাহু আঁকড়ে ধরল সুফিয়ান, টেনে নিয়ে এল নিজের অফিসে, দাঁড় করাল একটা ম্যাপের সামনে। বলল, 'আপনারা বলতে পারেন, কিলিমবির বাইরে ঠিক কি ঘটছে?'

জোসেফ কুরুকাপিল্লাই বললেন, 'আমি সামরিক বাহিনীর লোক নই।' ফোঁৎ ফোঁৎ করে নাক ঝাড়লেন বার কয়েক। 'শুধু এটুকু বলতে পারি যে আপনারা খুব বিপদের মধ্যে আছেন।'

'আমারও সেই কথা,' বললেন মৌলভী শাহ আজিজ। 'জেনারেল বুটা আপনাদেরকে ঘিরে ফেলেছেন। জাম্বিয়া-তাঞ্জানিয়ান সীমান্তে একদল টেরোরিস্টকে ট্রেনিং দেয়া হচ্ছিল, তাদেরকে তিনি ডেকে নিয়েছেন আপনাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়ার জন্যে। ওরা আসছে দক্ষিণ দিক থেকে। সেনাবাহিনীর সিমবারা আসছে কামিনা অর্থাৎ পুব দিক থেকে। আর প্যারা মিলিটারির সিমবারা আসছে আপনাদের পিছন দিক অর্থাৎ উত্তর থেকে। জিজ্ঞেস করছেন যখন, তখন বলি—তাঁর আছে কিউবান পাইলট, কমিউনিস্ট সোলজার। পাঁচ হাজার লোক নিয়েও আপনারা ওদের সামনে দাঁড়াতে পারবেন না।'

অস্ত্রের কথা সরাসরি এখুনি ইচ্ছে করেই তুলছে না সুফিয়ান। আগে দুই ধর্মীয় নেতার মনোভাব বুঝে নিতে চাইছে সে, সেই সঙ্গে পরিস্থিতি সম্পর্কেও একটা ধারণা পেতে চাইছে।

'হাতে আমরা কি রকম সময় পাব বলে মনে করেন?' জানতে চাইল সুফিয়ান।

'ওদের প্রথম দলটা এখানে পৌঁছুবে আজ রাতের কোন এক সময়,' জবাব দিলেন ফাদার।

'মাঝরাতের দিকে,' সায় দিলেন শাহ আজিজ।

সুফিয়ান বলল, 'এবার আসল কথায় আসুন।' বড় করে শ্বাস নিল ও। 'অস্ত্রগুলো কি সাবেক সৈনিকদের মধ্যে বিলি করা হয়েছে?'

'প্রশ্নই ওঠে না,' একযোগে জবাব দিলেন তাঁরা।

'জানতে পারি, কেন?' খুব নরম সুর সুফিয়ানের।

'আপনি ব্যাখ্যা করুন,' মৌলভী সাহেবকে অনুরোধ করলেন ফাদার।

'কারণটা খুব সোজা,' বললেন শাহ আজিজ। 'নেতা না থাকলে অস্ত্র দিয়ে কি হবে? প্রাক্তন সৈনিকরা বহুদিন বেকার বসে আছে, হাতে অস্ত্র পেলে ডাকাতি শুরু করবে। এলাকার মানুষ সবাই আমরা শান্তিতে আছি, কিন্তু এখন যদি সবার হাতে অস্ত্র তুলে দিই, সিমবারা আমাদেরকে ছাড়বে না।'

'কিন্তু দেশের মানুষ তো জেনারেল বুটার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, তাই না? নেতৃত্ব পেলে তারা সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে না?'

'তা করবে, কিন্তু প্রশ্ন হলো কার নেতৃত্বে?'

'ইউনুস উসুমবুরা বেঁচে আছেন,' বলল সুফিয়ান। 'আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এখানে আসছেন তিনি।'

'বিশ্বাস করলাম না,' মাথা নেড়ে বললেন ফাদার।

'আমিও না,' জানিয়ে দিলেন মৌলভী সাহেবও।

ফাদার বললেন, 'আমার একটা ভাল প্রস্তাব আছে। তাতে আপনাদেরও প্রাণ বাঁচবে, আমরাও রক্ষা পাব।'

'কি প্রস্তাব?' জিজ্ঞেস করল সুফিয়ান।

'এখান থেকে আট-নয় মাইল দূরে একটা মাইন আছে,' বললেন

জোসেফ কুরুকাপিল্লাই। 'মাইনের পাশে ছোট একটা এয়ারস্ট্রিপও আছে। এই মুহূর্তে সেখানে একটা ডাকোটাও আছে। ওটা উড়বে, আমি নিজে ওটায় চড়েছি। সময় থাকতে ওই প্লেনে করে চলে যান আপনারা।'

মাথা নাড়ল সুফিয়ান। 'কাজ না সেরে কোথাও আমরা যাচ্ছি না,' বলল সে। 'আমাদের প্রথম কাজ প্রাক্তন সৈনিকদের হাতে অস্ত্র তুলে দেয়া। আমি জানতে চাই, সেগুলো কোথায় রাখা হয়েছে।'

'পাহাড়ের একটা গুহায়,' বললেন ফাদার। 'আমরা অনুমতি না দিলে কেউ ওগুলো ছুঁতে পারবে না।'

'ওগুলো উসুমবুরা পাঠিয়েছেন,' মিথ্যে কথা বলল সুফিয়ান। 'পাঠিয়েছেন তাঁর সমর্থকদের মধ্যে বিলি করার জন্যে। আপনারা তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাজ করবেন?'

'আমরা জানি তিনি বেঁচে নেই,' বললেন মৌলভী শাহ আজিজ। 'আগে প্রমাণ করুন তিনি বেঁচে আছেন, সঙ্গে সঙ্গে ওদের হাতে অস্ত্র তুলে দেব।'

পায়চারি শুরু করল সুফিয়ান। অসহায় বোধ করছে সে, সেই সঙ্গে রানার অভাব। 'উসুমবুরা এখান থেকে লুকুগা নদীর মাঝখানে কোথাও আছেন,' এক সময় বলল সে। 'তাঁর সঙ্গে আমাদের লীডারও আছেন। আশা করছি কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাবেন তাঁরা। তাঁরা না পৌঁছানো পর্যন্ত এখানে আমরা থাকছি।'

'না,' দুই ধর্মীয় নেতা একযোগে বললেন।

'হ্যাঁ।'

'না,' আবার একযোগে।

'চুপ করুন।' ধমক দিল সুফিয়ান। 'আমি যা বলব তাই হবে।'

'আপনার কথা তখনই আমরা শুনব যখন আপনি প্রমাণ করতে পারবেন যে উসুমবুরা বেঁচে আছেন, এবং তিনি এখানে আসছেন,' বললেন মৌলভী সাহেব। 'যেহেতু প্রমাণ করতে পারছেন না,

আপনাকেই আমাদের কথা শুনতে হবে। এখানে আসার আগে মীটিং করেছি আমরা। আমরা সবাই চাই আপনারা চলে যান।'

'প্রমাণ, না?' হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল সুফিয়ানের চেহারা।' প্রমাণ চাই, এই তো? বেশ, তাহলে এক কাজ করুন। টেলিফোন লাইন ঠিক আছে। আপনারা জেনারেল বুটার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন কিনা দেখুন। তাঁকেই জিজ্ঞেস করুন, ইউনুস উসুমবুরা বেঁচে আছেন কিনা। সরাসরি জিজ্ঞেস করলে তিনি না-ই বলবেন, কারণ উসুমবুরার মারা যাবার কথা তিনিই ঘোষণা করেছিলেন। একটু ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করুন—বলুন, উসুমবুরা কিলিমবিতে পৌঁচেছেন, এখন আমরা কি করব? শুনুন কি বলেন তিনি। একমাত্র এভাবেই প্রমাণ করা সম্ভব।'

'বেশ, ঠিক আছে,' বলে ফাদারের হাত ধরে ডেস্কে রাখা টেলিফোনের দিকে এগোলেন মৌলভী সাহেব।

ওরা ফোনের ডায়াল ঘোরাচ্ছেন, মাহমুদকে নিয়ে অফিস কামরার বাইরে বেরিয়ে এল সুফিয়ান। 'দু'জনের কাউকে আমি বিশ্বাস করতে পারছি না,' বলল সে। 'একটা ব্যাপারে ওরা এক, এলাকার লোকজনকে সিভিল ওঅর-এর মধ্যে জড়াতে দেবেন না। মামুন কোথায়? তাকে নিয়ে মাতবরদের সঙ্গে কথা বলুন আপনি।'

'ওঁরা যে বললেন মাইনে একটা ডাকোটা আছে...'

মাহমুদকে থামিয়ে দিয়ে সুফিয়ান বলল, 'কি করে বুঝব সত্যি কথা বলছেন? আমার তো ধারণা, সিমবারা ওখানে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। গেলেই কচুকাটা করবে।'

মাহমুদ জানতে চাইলেন, 'ওঁরা এত সব খবর পেলেন কোথায় বলো তো?'

'ড্রামের শব্দে,' বলল সুফিয়ান। 'তাছাড়া, ফোনও তো আছে। আমার ধারণা, জেনারেল বুটার সঙ্গেও ওদের কথা হয়েছে। তিনি হয়তো মৌলভী ও পাদ্রীকে ভয় দেখিয়ে বলেছেন, খবরদার, অস্ত্র বিলি

করা চলবে না।'

'তারমানে কি উসুমবুরা বেঁচে আছেন এ-খবর ওরা জানেন, জেনেও না জানার ভান করছেন?'

'সম্ভবত। হয়তো বেঁচে থাকার কথা শুনেছেন, তবে বিশ্বাস করেননি।'

'উসুমবুরা পৌঁছুলে কি হবে? তোমার ধারণা, পরিস্থিতি বদলাবে?'

'ওঁদের উদ্দেশ্য অসৎ, এ-কথা আমি বলছি না,' বলল সুফিয়ান। 'লোকজনের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে তাদেরকে বিপদের মধ্যে ফেলতে চাইছেন না। এটা আমাদের জন্যে খারাপ এই জন্যে যে সিমবারা এসে পড়লে আমরা ওদের সাহায্য পাব না। উসুমবুরা পৌঁছুলে অবশ্যই পরিস্থিতি বদলাবে। তবে ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে না গেলেই হয়।'

'আমি তাহলে যাই, মামুনকে সঙ্গে নিয়ে মাতবরদের সঙ্গে কথা বলি।'

'তার আগে মামুনকে একবার আমার কাছে পাঠান। লক্ষ রাখবেন, পাদ্রী বা মৌলভী কেউ যেন মাতবরদের সঙ্গে আড়ালে কথা বলতে না পারেন।'

'ঠিক আছে।'

মামুন দেখা করে চলে যাবার পর আর.এস.এম. ফিরে এলেন। তিনি রিপোর্ট করলেন, 'দূর দূরান্ত থেকে লোকজন আসছে। কেউ একা, কেউ দলবেঁধে। কিভাবে যেন খবর পেয়েছে উসুমবুরা বেঁচে আছেন, কিলিমবিতে আসছেন তিনি। গ্রামের ভেতর ঢুকে বসে পড়ছে সবাই, উসুমবুরার জন্যে অপেক্ষা করছে।'

'প্রতি দলের লীডারকে ভেতরে ডেকে নিন, এক জায়গায় বসিয়ে নজর রাখার ব্যবস্থা করুন,' নির্দেশ দিল সুফিয়ান। 'বাকি সবাইকে গ্রামের বাইরে সরিয়ে দিন, ডিফেন্স লাইন থেকে দূরে।'

'ওঁরা দু'জন কোথায়?'

'জেনারেল বুটাকে পাবার চেষ্টা করছেন ফোনে,' বলল সুফিয়ান। 'কি কথা হয় শোনা দরকার।' অফিস কামরায় ঢুকল সে।

সারাটা বিকেল ধরে লোকজন আসতে থাকল। যারা একা রওনা হয়েছিল, পথে তারা দল বেঁধেছে। তাদের মধ্যে গোষ্ঠি-প্রধান, গোষ্ঠির সর্দার, ওঝা, সাবেক হেডম্যান, সম্ভাব্য পরবর্তী গোষ্ঠি প্রধান ছাড়াও প্রচুর তরুণ আছে। বেশিরভাগই আশপাশের এলাকা থেকে আসছে, তবে বহু দূর থেকেও আসছে অনেকে। গোষ্ঠি-প্রধান আর গোষ্ঠির সর্দাররা বয়স্ক লোকগুলোর প্রতিনিধিত্ব করছে, বাকি সবাই তরুণদের। তাদের মধ্যে অনেকেই ড্রামের আওয়াজ শুনে রওনা হয়েছে ঠিক যেদিন সকালে ওরা ব্যারাক থেকে মুক্ত করেছে উসুমবুরাকে।

সবাই তারা গ্রামের বাইরে অপেক্ষায় থাকল কখন উসুমবুরা আসবেন। সশস্ত্র গার্ডরা তাদেরকে পাহারা দিচ্ছে।

পাঁচ

মঙ্গলবার, ২৯ ডিসেম্বর।

বিপজ্জনক হলেও রানা সিদ্ধান্ত নিয়েছে দিনের বেলাও হাঁটবে ওরা, তা না হলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কিলিমবিতে পৌঁছুতে পারবে না। খানিক পরপর অসুস্থ হয়ে পড়ছেন উসুমবুরা, রাম সিং তাঁকে হাঁটতে দিতে একদম রাজি নয়। রানাও তাকে সমর্থন করল। ফলে যখন তিনি হাঁটতে পারবেন বলে জানালেন তখনও তাঁকে পিঠ থেকে নামতে দেয়া

হলো না। ইতিমধ্যে তাঁর হৃৎপিণ্ডের রোগটা সম্পর্কে একটা ধারণা পেয়েছে রানা। তাঁর আসলে একটা ভাল্ভ নষ্ট, ওটা বদলালেই পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবেন। জেলে যে ক'বছর ছিলেন, বার কয়েক পরীক্ষা করা হলেও কোন চিকিৎসা করানো হয়নি, শুধু ব্যথা বাড়লে ট্যাবলেট খেতে দেয়া হত। রোগটা নিরাময়যোগ্য হলেও, অত্যধিক পরিশ্রম মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনতে পারে।

গরুর গাড়ি পিছনে ফেলে এসেছে ওরা, তবে গাইড হিসেবে রেখে দিয়েছে গাড়োয়ানকে। জঙ্গলের ভেতর অসংখ্য সরু পথ, কখন কোন দিকে যাচ্ছে হিসাব রাখা কঠিন। গাইড লোকটা কথা খুব কম বলে, চেহারাও নির্লিপ্ত করে রেখেছে, ফলে তার যদি খারাপ কোন মতলব থাকে, এখুনি তা বোঝা যাবে না।

এই মুহূর্তে উসুমবুরা ফরহাদের পিঠে। তার শরীরে প্রচণ্ড শক্তি; কাঠামোও বিশাল, বোঝাটা প্রায় অনায়াসে বহন করছে সে। রানাকে দেখা যাচ্ছে না, সামনের দিকে কোথাও গাইডের সঙ্গে আছে ও। দেখা যাচ্ছে না রাম সিংকেও, সে আছে পিছনের দিকে একা।

অকস্মাৎ নির্ঘাত মৃত্যু দেখতে পেয়ে পাথরে পরিণত হয়েছে রাম সিং। তাকে পিছনে রাখা হয়েছে গার্ড হিসেবে, কাজেই আস্তে-ধীরে হাঁটছিল সে, মাঝে মধ্যে থেমে কান পাতছিল কিছু শুনতে পাবার আশায়। পথ হারাবার ভয় নেই, বাঁক ঘোরার সময় পথের পাশে কলার খোসা ফেলে রাখার কথা। সে যখন ওই পথ ধরবে, খোসাটা তুলে ফেলে দেবে কোন ঝোপের ভেতর।

কোন শব্দ পায়নি রাম সিং। সিমবারা যদি পিছু নিয়েও থাকে, এখনও অনেক দূরে তারা। প্রস্রাব পাওয়ায় একটা ঝোপের সামনে দাঁড়াল সে, হাতের রাইফেল কাঁধে ঝোলাল, তারপর ট্রাউজারের চেইন খুলল।

মাঝপথে আটকে গেল প্রস্রাব। ঝোপটা নিচু, ওটার পিছনে আরও বড় ঝোপ রয়েছে, সেগুলোরই একটার ভেতর চোখ পড়তে পাথর হয়ে

গেছে রাম সিং, শরীরের সমস্ত পেশী অবশ। ঠিক লাফ দেয়ার ভঙ্গিতে ওত পেতে রয়েছে পশুরাজ, চোখ ভরা প্রত্যাশা নিয়ে সরাসরি তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে। পেশীর অবস্থা যা-ই হোক, মাথাটা কাজ করছে রাম সিঙের। তার মনে হলো, এখন যদি একচুল নড়ে সে, অমনি লাফ দিয়ে তার বুকে পড়বে সিংহ। এমনকি সে যদি চোখের পাতা ফেলে, তাহলেও আক্রমণ করে বসবে। অথচ রাইফেলটা হাতে নেই।

মনে মনে হিসাব করছে রাম সিং। কাঁধ থেকে রাইফেল নামিয়ে গুলি করতে তার সময় লাগবে পাঁচ থেকে সাত সেকেণ্ড। এই সময়ের ভেতর সিংহটা কি পনেরো গজ দূরত্ব পেরিয়ে আসতে পারবে? না, সম্ভবত অর্ধেক দূরত্ব পেরুতে পারবে ওটা। তাহলে আমি রাইফেল নামাই না কেন? তারপর মনে পড়ল, মালিক তাকে নিষেধ করে দিয়েছে, গুলি করা চলবে না।

ট্রাউজারের চেইন খোলা, খুবই নাজুক পরিস্থিতি, লজ্জার কথা। সিংহ অবশ্য সেদিকে তাকিয়ে নেই, তাকিয়ে আছে তার চোখের দিকে। সন্দেহ নেই, দুই পক্ষই ধৈর্যের পরীক্ষা দিচ্ছে। সিংহও জানে, সে যদি প্রথম নড়ে, দু'পেয়ে প্রতিপক্ষ আক্রমণ করবে তাকে।

তিন পর্যন্ত গুণতে শুরু করল রাম সিং। জান বাঁচানো ফরজ, মালিকের নিষেধ সত্ত্বেও গুলি করবে সে। দুই পর্যন্ত গুণেছে, এই সময় দ্বিতীয় সিংহটাকে দেখতে পেল সে, তারপর তৃতীয়টাকে। দ্বিতীয়টা সিংহী, একটা ঝোপের ভেতর ওটার শুধু চোখ দুটো দেখা গেল। তৃতীয়টা রয়েছে ধরাশায়ী একটা গাছের গুঁড়ির ওপর, গুঁড়ির রঙ আর ওটার রঙ এক হয়ে মিশে যাওয়ায় এতক্ষণ চোখে পড়েনি।

কোন আশা নেই। দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করতে হবে। তিন তিনটে সিংহকে একই সঙ্গে গুলি করা অসম্ভব।

এভাবে আরও ত্রিশ সেকেণ্ড পেরুল। রাম সিং ভাবল, কি ব্যাপার, সিংহগুলো নিরামিষভোজী নাকি? তা না হলে সামনে এমন উপাদেয়

আহার দাঁড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও লোভ সামলাচ্ছে কিভাবে? ওরা তিনজন, আমি একা, ভয় পাবার তো কারণ নেই। ওগুলোর সঙ্গে মনে মনে কথা বলতে শুরু করল সে। ঠিক আমি যেখানে পেশাব করতে দাঁড়ালাম, সেখানেই তোমাদের থাকতে ইচ্ছে করল? বিশ্রাম নেয়ার অন্য কোন জায়গা পেলে না? এ তোমাদের ভারি অন্যায়, ভাল করে আমাকে পেশাব পর্যন্ত করতে দিলে না। তবে তোমরা যে ভয় পাচ্ছ, সেজন্যে আমি তোমাদের বুদ্ধির তারিফ করি। কারণ, বুঝতেই পারছ, হামলা হলে আমিও ছেড়ে দেব না। কোন সন্দেহ নেই, হার আমারই হবে, তবে মরার আগে তোমাদের একটাকে সঙ্গে নিয়ে যাব। দুটোকেও নিয়ে যেতে পারি।

ফরহাদের পিঠ থেকে উসুমবুরাই প্রথম প্রসঙ্গটা তুললেন। 'বেশ কিছুক্ষণ হলো রাম সিঙের কোন সাড়া পাচ্ছি না। এর আগে পিছন দিকে তাকিয়ে ঝোপের পাতা নড়তে দেখেছি, নয়তো এক-আধটু শব্দ পেয়েছি। একটু থেমে দেখা দরকার না?'

পথের পাশে ঘাসের ওপর হাঁটু গাড়ল ফরহাদ ধীরে ধীরে, তার পিঠ থেকে নামলেন উসুমবুরা। 'আমি যাব, দেখে আসব?'

মাথা নাড়ল ফরহাদ, দম নিচ্ছে। তারপর শিস দিল সে। পরপর দু'বার, অর্থাৎ রাম সিংকে সাড়া দিতে বলছে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল ও, তারপর আবার শিস দিল।

দ্বিতীয় বার শিস দেয়ার পর দশ সেকেণ্ড পার হলো। কোন সাড়া নেই। সামনের পথ থেকে সাড়া দিল রানা, কোকিলের ডাক ডেকে, অর্থাৎ আসছে ও।

গাইডকে নিয়ে ওদের কাছে এসেই রানা জানতে চাইল, 'শেষ কখন তার সাড়া পেয়েছ?'

জবাব দিলেন উসুমবুরা। 'সাত-আট মিনিট আগে।'

'আমি দেখছি,' বলে একাই রওনা হলো রানা।

ফরহাদের শিস ঠিকই শুনতে পেয়েছে রাম সিং। চুপ করে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। তার সাড়া না পেলে কেউ না কেউ আসবে। অন্তত একজন এলেও সিংহের গুষ্টিকে এক হাত দেখিয়ে দেয়া সম্ভব।

'রাম সিং!' কাছাকাছি চলে এসেছে রানার গলা। সরু পথ ধরে হন হন করে হাঁটছে ও। তবে সতর্ক, বাগিয়ে ধরে আছে রাইফেলটা।

পথের পাশেই দাঁড়িয়ে আছে রাম সিং, পনেরো গজ দূর থেকে তাকে দেখতে পেল রানা। সে নড়ছে না, ওর দিকে তাকিয়েও নেই, এ থেকেই বিপদটা আঁচ করতে পারল। সাবধান হয়ে গেল, থমকে দাঁড়িয়ে রাম সিঙের আশপাশে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলাল। ঝোপের ভেতর স্বামী-স্ত্রীকে দেখতে পেল না, তবে গাছের গুঁড়ির ওপর ওৎ পেতে থাকা কিশোর সিংহকে দেখতে পেল। সেই সঙ্গে এ-ও লক্ষ করল যে রাম সিং ওটার দিকে তাকিয়ে নেই, সে তাকিয়ে আছে সরাসরি সামনে। তারমানে সিংহ একটা নয়, অন্তত দুটো।

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'নোড়ো না। গাছের গুঁড়ির ওপর একটাকে দেখতে পাচ্ছি। ওটাকে ভয় পাবার কোন কারণ নেই, কারণ শিকার করার অভিজ্ঞতা এখনও সম্ভবত হয়নি ওটার। লেজ নাড়ছে, তারমানে লাফ দেয়ার পাঁয়তারা করছে শুধু, সাহস পাচ্ছে না। বুঝতে পারছি তোমার সামনে আরও সিংহ আছে।' কথা বলার সময় আরও খানিক সামনে বাড়ল ও। 'ট্রাউজারের সামনে থেকে হাত সরিয়ো না, শুধু আঙুল খাড়া করবে। মোট ক'টা সিংহ?'

তিনটে আঙুল খাড়া করল রাম সিং, তা করতে গিয়ে যেটা ধরে ছিল সেটা আঙুলের ফাঁক গলে ঝুলে পড়ল।

'জানো, এখনও কেন বেঁচে আছ তুমি? কেন ওরা তোমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েনি?' জিজ্ঞেস করল রানা। জবাবটাও দিল, 'কারণ, স্বামী-স্ত্রী অপেক্ষা করছে। ওরা চাইছে শিকারে হাতেখড়ি হোক ছেলেটার।'

নির্ঘাত মৃত্যুকে ভয় পায়নি রাম সিং, এখন বাঁচার আশা দেখতে

পেয়ে বুক ঠেলে কান্না উঠে আসতে চাইছে তার। নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখা অসম্ভব হয়ে উঠল।

রানা বলছে, 'আমার গলা পেলেও, এখনও ওরা আমাকে দেখতে পায়নি। ছেলেটা দেখতে পাচ্ছে, ফলে আরও ভয় পাচ্ছে সে। আমাকে দেখতে পাবার সঙ্গে সঙ্গে তোমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে মা-বাবা, তখন আর এক পলকও অপেক্ষা করবে না। অনেকক্ষণ ধরে তুমিই ওদের টার্গেট, কাজেই তোমাকে লক্ষ্য করেই লাফ দেবে; আমাকে টার্গেট করতে সময় নেবে। তোমাকে কি করতে হবে বলে দিচ্ছি।'

গোটা পরিবেশটা অবাস্তব লাগছে রাম সিঙের। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকছে না। এখন আবার তার প্রস্রাব পাচ্ছে।

'আমি তোমার বাম দিকে রয়েছি,' বলল রানা। 'কাজেই আমার দিকে নয়, তুমি লাফ দেবে তোমার ডান দিকে। শুধু লাফ দিলে হবে না, যত তাড়াতাড়ি পারো ডাইভ দিয়ে মাটিতে পড়বে। কোথায় গুলি করতে হবে আমার জানা নেই, কাজেই তুমি দাঁড়িয়ে থাকলে আহত হতে পারো। তুমিও যদি গুলি করতে চাও বা পার, মাটি থেকে করবে। এখন প্রশ্ন হলো, তুমি কি অবশ? নড়তে পারবে না? একটা আঙুল খাড়া করো, যদি অবশ হও।'

রাম সিং আঙুল খাড়া করল না বা করতে পারল না, তার বদলে বনভূমি কাঁপিয়ে আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল তার গলা চিরে, 'মালি-ই-ইক!'

অনেকগুলো ঘটনা এক সঙ্গে ঘটতে শুরু করল, চোখের পলকে। সামনের ঝোপ থেকে রাম সিংকে লক্ষ্য করে লাফ দিল সিংহ। রানা ওটাকে দেখতে পেল শূন্যে, অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়ে আসার পর। রাম সিং পিছু হটেনি বা ডাইভও দেয়নি, যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানেই জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়েছে। গাছের গুঁড়ি থেকে নেমে পিছু হটতে শুরু করল কিশোর, হুঙ্কার ছেড়ে তার পথ আগলাল মা। বিকট শব্দে রানার হাতের

রাইফেল গর্জে উঠল। শূন্যে ঝাঁকি খেলো সিংহ, ওটার খুলি চুরমার হয়ে গেছে। রাম সিংকে ছাড়িয়ে পথের আরেক পাশে পড়ল লাশটা।

সিংহকে পড়ে যেতে দেখে রুখে দাঁড়াল সিংহী, সগর্জনে ছুটে এল। ইতিমধ্যে রাম সিঙের পাশে চলে এসেছে রানা। আবার গুলি করল ও, ঠিক যখন ওকে লক্ষ্য করে লাফ দিতে যাচ্ছে সিংহী। দাঁড়িয়ে পড়ল হতভাগিনী, রাইফেলের বুলেট কপালে বিশাল একটা লাল টিপ পরিয়ে দিয়েছে যেন। তার চোখে করুণ দৃষ্টি দেখে রানার বুকটা কেঁদে উঠল। তারপর কাত হয়ে পড়ে গেল সে। তার বাচ্চার গর্জন দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে।

'মালিক!' বিড়বিড় করল রাম সিং, জ্ঞান ফিরে পেয়ে উঠে বসার চেষ্টা করছে। রানা তার একটা হাত ধরে সাহায্য করল।

'মাসুদ ভাই!' উসুমবুরা আর গাইডকে সঙ্গে নিয়ে কাছাকাছি চলে এসেছে ফরহাদ।

রানা চিন্তিত, মাটির দিকে চোখ। ফরহাদ কাছে আসতে বলল, 'গুলির শব্দ অনেক দূর পর্যন্ত শোনা গেছে। সিমবারা এখন জানে আমরা কোথায়।'

ফরহাদ বলল, 'চলুন তাহলে রওনা হই এখুনি।'

উসুমবুরা বললেন, 'আমি হাঁটব। সত্যি বলছি, পারব।'

'পারবেন, কিন্তু শরীরের তাতে ক্ষতি হবে।' তাঁর সামনে বসল রানা। 'তর্ক করবেন না, উঠুন।'

রানার পাশে বসে পড়ল ফরহাদও। 'মাসুদ ভাই, আপনি না; উনি আমার পিঠে চড়বেন—আমার পালা এখনও শেষ হয়নি।'

রাম সিং নিজেকে সামলে নিয়েছে। সে জিজ্ঞেস করল, 'সিংহ দুটোর কি হবে?'

ফরহাদের পিঠ থেকে উসুমবুরা বললেন, 'ঠেলা দিয়ে দেখো ঘুম ভাঙাতে পারো কিনা, তাহলে তুমিও একটার পিঠে সওয়ার হতে

পারবে।'

হেসে ফেলে ফরহাদ বলল, 'কেউ কি আমাকে ব্যঙ্গ করল?'

'আপাতত কারও পিছনে থাকার দরকার নেই, সবাই একসঙ্গে হাঁটি,' বলল রানা। রওনা হয়ে গেল ওরা, গাইডকে অনুসরণ করছে সবাই। 'ফরহাদ, বিশ মিনিট পর আমার পালা।'

অফিস কামরার বাইরে, বারান্দায় মাহমুদের পাশে এসে দাঁড়াল সুফিয়ান। 'আলবার্টভিলের সঙ্গে যোগাযোগ করা গেছে,' জানাল সে। 'জেনারেল উবাণ্ডি বুটা জঙ্গলের ভেতর কোথাও আছেন। ওখান থেকে ওরা তাঁর খোঁজ পাবার চেষ্টা করছে। আমি ধরে নিয়েছি আরও দু'ঘণ্টা লাগবে।'

'মৌলভি বা ফাদার আমাদের কথা বিশ্বাস করবেন না, জেনারেল বুটার কথা বিশ্বাস করবেন?'

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল সুফিয়ান। 'ওদেরকে আমি অনেক বুঝিয়েছি, কিন্তু অকাট্য প্রমাণ না পেলে অস্ত্র বিলি করতে রাজি নন।' গলা খাদে নামাল সে। 'মামুনকে একটা কৌশল শিখিয়ে দিয়েছি, জানি না তাতে কাজ হবে কিনা।'

'কি কৌশল?' জানতে চাইলেন মাহমুদ।

'গ্রামবাসীদের কাছে, পাহাড়ে যেতে বলেছি ওকে। বিশেষ করে তরুণদের পরিস্থিতি সম্পর্কে একটা ধারণা দেয়ার চেষ্টা করবে ও। দোভাষী হিসেবে একজন মাতবরকেও পাওয়া গেছে, ভালই ইংরেজি বলতে পারেন। মামুন চেষ্টা করবে ফাদার ও মৌলভীর অনুমতি ছাড়াই তরুণরা যাতে নিজেদের হাতে অস্ত্র তুলে নেয়।'

'উসুমবুরা আসছেন, এ-কথা বিশ্বাস করাতে পারলে কাজ হতে পারে,' মন্তব্য করলেন মাহমুদ।

'অন্তত মাতবরদের একজন বিশ্বাস করেছেন,' বলল সুফিয়ান।

আকাশের দিকে তাকাল সে। 'মাহমুদ ভাই, কোন প্লেন দেখেছেন?'

মাহমুদ মাথা নাড়লেন।

'অদ্ভুতই বলতে হবে,' বিড়বিড় করল সুফিয়ান।

'জেনারেল বুটা হয়তো চুপিসারে খতম করতে চাইছেন আমাদের।'

'এয়ার স্ট্রাইক ছাড়া কাজটা তাঁর জন্যে খুব কঠিন হবে। খাবার কি পরিমাণ আছে?'

'সাবধানে চললে দু'হপ্তা কোন অসুবিধে হবে না। পানিরও কোন অভাব নেই।'

'অ্যামুনিশন?'

'মাথাপিছু প্রায় এক হাজার রাউণ্ড। এখানকার আর্মি গ্যারিসন থেকেও কিছু পাওয়া গেছে। তবে রকেট খুব কম।'

হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলাল সুফিয়ান, তারপর আবার আকাশের দিকে তাকাল। 'আমাদের শুধু সময় দরকার। মাসুদ ভাই পৌঁছে গেলে চিন্তা করি না।'

'রেডিওর খবর শুনেছ?' জানতে চাইলেন মাহমুদ।

'শুনেছি, কিছু বলা হয়নি। তারমানে উসুমবুরাকে এখনও পায়নি ওরা।'

'আফ্রিকানদের সঙ্গে কথা বলেছি আমি,' জানালেন মাহমুদ, তারপর তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিলেন। এলাকার বয়স্ক লোকজন ফাদার কুরকাপিল্লাই আর মৌলভী শাহ আজিজকে সাঙ্ঘাতিক ভয় করে, তবে তরুণরা ততটা নয়। মামুন পাহাড়ে গেছে, সঙ্গে কয়েকজন মার্সেনারি। বলে গেছে এখুনি ফিরে আসবে। মাতব্বররা তাঁকে জানিয়েছেন, এখান থেকে আট-নয় মাইল দূরে একটা মাইন আছে, পাহাড়ের ওপারে। রাস্তা নাকি খুবই খারাপ। ওখানে সত্যি কোন প্লেন আছে কিনা তাঁরা বলতে পারেননি, তাই দু'জন মাতবরের সঙ্গে ছোট একটা পেট্রল পাঠিয়েছেন তিনি চেক করার জন্যে। ওদের সঙ্গে রেডিও আছে।

মাহমুদ আরও একটা কাজ করেছেন। উসুমবুরাকে নিয়ে যে পথ ধরে কিলিমবিতে আসার কথা রানার, সে পথে একটা পেট্রল পাঠিয়েছেন তিনি। আশপাশের জঙ্গলেও কিছু লোককে ছড়িয়ে থাকতে বলেছেন, শত্রুপক্ষকে দেখলেই তারা রিপোর্ট করবে।

'গুড।' খুশি হলো সুফিয়ান। বলল, 'আর্মিকে খুব একটা ভয় পাচ্ছি না আমি, কিংবা টেরোরিস্টদের। আর্মিতে সত্যিকার যোদ্ধা নেই বললেই হয়। আর টেরোরিস্টরা এখনও ট্রেনিঙের মধ্যে রয়েছে। ভয় পাচ্ছি প্যারা মিলিটারি সিমবাদের। শক্ত প্রতিরোধ ব্যবস্থা থাকা দরকার উত্তর দিকটায়।'

'শেষ পর্যন্ত কি ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পারছি না,' বললেন মাহমুদ। 'সব কিছু নির্ভর করছে উসুমবুরার ফেরার ওপর।'

'তিনি বা মাসুদ ভাই না পৌঁছুনো পর্যন্ত এখান থেকে আমরা নড়ছি না,' বলল সুফিয়ান।

'সব দিকই চিন্তা করা দরকার,' ম্লান সুরে বললেন মাহমুদ। 'ওঁরা যদি না পৌঁছান? যদি সিমবাদের হাতে ধরা পড়ে যান?'

'সে-ধরনের খবর আগে আসুক, তখন চিন্তা করা যাবে। খবর এলেই হবে না, প্রমাণ চাইব আমি। লোক মুখে শুনলাম ওঁরা ধরা পড়ে গেছেন বা মারা গেছেন, অমনি নিজেদের প্রাণ নিয়ে ভাগলাম, এরকম কিছু ঘটবে না।'

মৌলভী শাহ আজিজ দুপদাপ শব্দ করে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। 'টেলিফোন,' ঘোষণা করলেন তিনি, 'মানুষকে পাগল বানাবার একটা শয়তানী কৌশল। ওই ব্যাটা অপারেটরদের খোদ শয়তান ট্রেনিং দিয়েছে।'

লম্বা বেঞ্চটা থেকে উঠে দাঁড়াল সুফিয়ান।

'আপনি চলে যাচ্ছেন?' জেরা করার সুরে জিজ্ঞেস করলেন মৌলভী সাহেব।

'লোকজন কে কি করছে একটু দেখে আসি।'

'আমিও যাই, মাতবরদের সঙ্গে দুটো কথা বলে আসি।' বারান্দা থেকে নামতে শুরু করলেন মৌলভী সাহেব।

বারান্দার নিচেই দু'জন মার্সেনারি দাঁড়িয়ে আছে, তারা তাঁর পথ আগলাল। 'হুজুর, কর্তৃপক্ষের নির্দেশ, অফিসের বাইরে কোথাও আপনারা যেতে পারবেন না।'

'হোয়াট!' দাঁড়িয়ে পড়ে হুঙ্কার ছাড়লেন শাহ আজিজ। সুফিয়ান থামছে না দেখে ঝট করে মাহমুদের দিকে তাকালেন তিনি। 'এর মানে কি? আমরা কি এখানে বন্দী?'

মাহমুদ জবাব দেয়ার আগেই অফিস থেকে বেরিয়ে এলেন ফাদার। 'কি ব্রাদার, এখানে এত গোলমাল কিসের?' মৌলভী সাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'বলছে আমাকে আর আপনাকে অফিসের বাইরে যেতে দেবে না,' ঘন ঘন হাত নেড়ে বললেন শাহ আজিজ। 'কর্তৃপক্ষের নির্দেশ! তারমানে কি এখানে আমরা বন্দী?'

'হাস্যকর, খুবই হাস্যকর!'

ভারি কাতর ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন ফাদার জোসেফ কুরুকাপিল্লাই। 'আমরা ঈশ্বরের প্রতিনিধি, আমাদেরকে বন্দী করার সাধ্য এক ঈশ্বর ছাড়া আর কারও নেই।'

মাহমুদ সবিনয়ে বললেন, 'ঈশ্বরের ইচ্ছেতেই নির্দেশটা দেয়া হয়েছে।'

'কে পৌঁছে দিল সে নির্দেশ?' ফাদার জানতে চাইলেন।

'ফেরেশতা। তাঁর নাম শুভ বুদ্ধি।'

ফাদারের উদ্দেশে চোখ রাঙালেন মৌলভী সাহেব, 'এখনও বুঝতে পারছেন না, আমাদেরকে ব্যঙ্গ করা হচ্ছে! এর পরিণতি কিন্তু ভাল হবে না।'

অফিসের ভেতর থেকে টেলিফোনের আওয়াজ ভেসে এল।

মৌলভী সাহেবের হাত ধরে টান দিলেন ফাদার। 'সম্ভবত আলবার্টভিল থেকে ফোন এসেছে। আসুন, জেনারেল বুটাকে জিজ্ঞেস করি উসুমবুরা সত্যি বেঁচে আছেন কিনা। কেন আমাদেরকে বন্দী করা হয়েছে তার জবাব পরে চাইব আমরা।'

আবার দু'জন অফিসে ঢুকলেন। তাঁদের পিছু নিয়ে মাহমুদও।

সন্ধের ঠিক আগে, সাড়ে পাঁচটায় ঝোপের ভেতর মামুনের সঙ্গে দেখা করল সুফিয়ান। আগে থেকেই ঠিক করা ছিল, এখানেই ওদের দেখা হবে। 'কাজ হয়েছে?' ফিসফিস করে জানতে চাইল সে।

'তোমাকে সালাম,' সুফিয়ানের বুদ্ধির প্রশংসা করল মামুন। 'পুরোপুরি সফল আমরা।'

'বিস্তারিত বলো,' আবছা অন্ধকারে চকচক করে উঠল সুফিয়ানের চোখ।

'মাতবর আর ছ'জন মার্সেনারিকে নিয়ে পাহাড়ে গিয়েছিলাম,' বলল মামুন। 'উসুমবুরা বেঁচে আছেন এবং এখানে আসছেন, এ-খবর আগেই পেয়েছে গ্রামবাসী। তারা বেশিরভাগই এক সময় সেনাবাহিনীর সদস্য ছিল, প্রায় সবাই সাঙ্গা নয়তো বালুবা। উসুমবুরার ব্যাপারে যে-টুকু দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল ওদের, আমরা ব্যাখ্যা করার পর সব দূর হয়ে গেছে। সবাই এখন বিশ্বাস করে, তিনি আসছেন।'

'তারপর? অস্ত্র?'

'ওরাই আমাদেরকে অস্ত্রের কাছে নিয়ে গেল। প্লেন থেকে পড়ার পর সব তারা কুড়িয়ে নিয়ে গেছে পাহাড়ে, একটা গুহায় সযত্নে সাজিয়ে রেখেছে। ওগুলোর পাহারায় ছিল ফাদার আর মৌলভীর কয়েকজন প্রতিনিধি, তাদেরকে বেঁধে ফেলা হয়েছে।'

'বিলি করার ব্যবস্থা?'

আবছা অন্ধকারে খিক খিক করে হাসল মামুন। 'গ্রামের বাইরে যারা অপেক্ষা করছিল তাদেরকে ফুস-মন্তর দেয়ায় সবাই ওই পাহাড়ে চলে গেছে। আমি দু'জন মার্সেনারিকে নির্দেশ দিয়ে এসেছি, সাবেক সৈনিকদের অস্ত্র বিলি করবে তারা, রাইফেলের মেকানিকজম খুলে দেখাবে, সেই সঙ্গে শেখাবে কিভাবে ব্যবহার করতে হয়। আমি অবশ্য আওয়াজ করতে নিষেধ করে এসেছি।'

কিন্তু প্র্যাকটিস না করলে কাজের সময় দেখা যাবে...'

সুফিয়ানকে থামিয়ে দিয়ে মামুন বলল, 'প্র্যাকটিস করবে, তবে এখুনি নয়। প্রয়োজনের সময় ছ'জন মার্সেনারি ওদেরকে নেতৃত্বও দেবে। তবে একটা সমস্যা আছে।'

'কি?'

'ত্রিশ হাজার রাইফেল,' বলল মামুন। 'লোক তার অর্ধেক হবে কিনা সন্দেহ। আশপাশের এলাকা থেকে সবাই তো আর আসেনি।'

'উচিত ছিল লোক পাঠিয়ে তাদেরকে ডাকা।'

'ভেবেছ পাঠাইনি?' হাসল মামুন। 'লোক পাঠানো হয়েছে, সেই সঙ্গে ড্রাম পিটাতেও বলে এসেছি। আশা করছি পাহাড়টার ঢালে দু'ঘণ্টার মধ্যে আরও হাজার তিন-চার লোক জড়ো হবে। আর যদি কাল সকাল পর্যন্ত সময় পাই, ত্রিশ হাজার রাইফেলে কুলাবে না।'

'মার্সেনারিদের সঙ্গে রেডিও আছে?' জানতে চাইল সুফিয়ান।

'আছে।'

'গুড, ভেরি গুড।' সন্তুষ্ট বোধ করল সুফিয়ান। 'তারমানে প্রয়োজনের সময় ডাকা যাবে ওদের।'

মামুন বলল, 'তা যাবে, তবে কতটা সাহায্যে আসবে বলা মুশকিল। ওদের হাতে কয়েক বছর হলো অস্ত্র নেই, ট্রেনিঙে মরচে ধরে গেছে। ওদেরকে দিয়ে যুদ্ধ করাতে হলে একটু সময় দিতে হবে।'

ছয়

সাড়ে পাঁচটা, সন্ধে হতে আর বেশি দেরি নেই।

পয়েন্টে রয়েছে রানা। গাইডকে পাশে নিয়ে একটা বাঁক ঘুরল ও, তারপর পিছিয়ে এসে সঙ্কেত দিল। পিঠ থেকে উসুমবুরাকে নামাল ফরহাদ। উসুমবুরা বুকের ব্যথায় কাতরাচ্ছেন। খানিক আগে ট্যাবলেট খাওয়ানো হয়েছে তাঁকে, তবু ব্যথার কোন উপশম হয়নি। রানাকে গোপনে জানিয়ে দিয়েছে রাম সিং, লক্ষণ ভাল নয়।

পিছনে হাত নিয়ে গিয়ে পিঠ ও কাঁধের পেশী ডলছে ফরহাদ। রাম সিং উসুমবুরাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

'সূর্য ডুবছে,' বলল রানা। 'সন্ধে না হওয়া পর্যন্ত বিশ্রাম নেব আমরা, তারপর রওনা হয়ে একেবারে কিলিমবিতে পৌঁছে থামব। তুমি পয়েন্টে থাকবে, ফরহাদ।'

'তারমানে আবার আপনি মি. উসুমবুরাকে কাঁধে নিতে চাইছেন,' অভিযোগের সুরে বলল ফরহাদ। 'মাসুদ ভাই, আপনার পায়ের অবস্থা মোটেই ভাল নয়।'

'তা না হোক, ওঁকে আমি বইতে পারব।'

খানিক পর মাছি তাড়িয়ে রানার উরুর ব্যাণ্ডেজটা খুলল রাম সিং। 'ইনফেকশন, তাতে কোন সন্দেহ নেই, মালিক। তবে এখনও ছড়াতে শুরু করেনি।' হঠাৎ কপালে চাপড় মারল সে।

'কি হলো?'

'আর কোন ফ্রেশ ব্যাণ্ডেজ নেই আমার কাছে।'

'গাছের পাতা ব্যবহার করো,' পরামর্শ দিল রানা।

তাই করা হলো। রানা বলল, 'বেশ আরাম পাচ্ছি। তোমার এক নম্বর রোগীর কি অবস্থা, রাম সিং?'

'ভাল নয়, মালিক,' গম্ভীর সুরে বলল রাম সিং। 'চিকিৎসা না হওয়ায় হার্টে নানা ধরনের জটিলতা দেখা দিয়েছে। ভাল করে পরীক্ষা না করে কিছু বলা যাবে না। সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করছে উত্তেজনা আর টেনশন।'

'এক কাজ করলে হয় না? উনি তো আমাদের কাঁধেই থাকছেন, ট্যাবলেট খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখলে কেমন হয়?' জিজ্ঞেস করল ফরহাদ।

'না,' বলল রানা। 'ঘুমন্ত মানুষ পুরোপুরি একটা বোঝা। উনি জেগে থাকলে বিপদের সময় কিছু সুবিধে পাব আমরা।'

খানিক পর ফরহাদ বলল, 'ওরা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। কে জানে কি পরিস্থিতিতে।'

'অস্ত্র বিলি করা হয়ে থাকলে সিমবাদের ঠেকিয়ে রাখতে পারবে ওরা,' বলল রানা।

'হয়নি,' ঘাস থেকে মাথা তুলে বললেন উসুমবুরা। 'আমি না পৌঁছুনো পর্যন্ত হবেও না।'

'কেন?' প্রশ্ন করল ফরহাদ। 'প্লেন থেকে ওগুলো পড়ার পর কেউ ছোঁবে না, বলতে চান?'

'নিরাপদ কোথাও তুলে রাখা হবে,' বললেন উসুমবুরা, ব্যথায় চোখ-মুখ কুঁচকে আছেন তিনি। 'বিলি করতে বাধা দেবেন মৌলভী সাহেব, শাহ আজিজ। ফাদার জোসেফ তো তাঁর চেয়েও এককাঠি সরেস, তিনি হয়তো ওগুলো গ্রামে রাখতেই চাইবেন না—হয়তো নদীতে ফেলে

দিতে বলবেন।'

'সর্বনাশ!' আঁতকে উঠল ফরহাদ। 'সেরকম কিছু ঘটে থাকলে তো আমাদের লোকজন সাঙ্ঘাতিক বিপদের মধ্যে আছে। আমরাও সেই বিপদের দিকে ছুটছি।'

রানা সম্পূর্ণ শান্ত। 'ওখানে সুফিয়ান আছে, তার ওপর তোমার আস্থা নেই?'

'কিন্তু শুধু মার্সেনারিদের সাহায্য নিয়ে সিমবাদের ঠেকানো যাবে না, মাসুদ ভাই,' বলল ফরহাদ। 'মি. প্রাইম মিনিস্টারকে গ্রেপ্তার করার জন্যে জেনারেল বুটা তাঁর সর্বশক্তি...'

'এবার রওনা হয়েই কিলিমবিতে পৌঁছে যাব,' বলল রানা। 'একটু ধৈর্য ধরো।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও চুপ করে গেল ফরহাদ।

প্রকাণ্ড রক্তলাল সূর্যটা পাহাড়ের মাথা থেকে নিচে নেমে গেল, ভঙ্গুর ও ছড়ানো ছিটানো কিছু মেঘের গায়ে খানিকটা লালিমা লেগে থাকল শুধু। বনভূমি স্থির, ফাঁকা, শব্দহীন। হালকা বাতাস এসে লম্বা ঘাসগুলোকে দুলিয়ে দিল। তারপর শুরু হলো ঝিঁঝি পোকাদের ডাকাডাকি। অসম্ভব ক্লান্ত বোধ করছে রাম সিং, সারা শরীরে তীব্র ব্যথা, গভীর মনোযোগ দিয়ে কিছু দেখার চেষ্টা করলে তার দৃষ্টিবিভ্রম ঘটছে। একবার তার মনে হলো পথের পাশে ঝোপের ভেতর, ত্রিশ ফুট পিছনে, কি যেন একটা নড়ে উঠল। ক্লান্ত ভঙ্গিতে মাথাটা তুলল সে। সন্ধের আধো অন্ধকারে এখনও অভ্যস্ত হয়নি চোখ দুটো। কিছু একটা নড়েছিল, তবে এখন আর নড়ছে না। নাকি তার চোখের ভুল?

শুনতে পেল নিচু গলায় তাকে ডাকছে রানা, উঠতে বলছে। কিন্তু না, পিছনের পথে সত্যি কিছু একটা নড়ছে। একটা ছায়া। তার দিকে এগিয়ে আসছে কি? কিন্তু এরকম দীর্ঘ সময় নিয়ে কিভাবে কেউ এগিয়ে

আসতে পারে? ছায়াটা কোন বিরতিও নিচ্ছে না। মাথাটা ঝাঁকিয়ে চোখের দৃষ্টি পরিষ্কার করতে চাইল রাম সিং। ছায়াটা একজন আফ্রিকানের। এখন আর ছায়া নয়, রক্তমাংসের জ্যান্ত মানুষ বলে চেনা যাচ্ছে। হাতটা সামনে বাড়ানো, সেই হাতে বারো ইঞ্চি লম্বা একটা ছোরা।

জেনারেল বুটার প্যারা মিলিটারি পুলিস ওদেরকে খুঁজে পেয়েছে। এই লোকটা তাদেরই একজন, জাঙ্গল গ্রীন ইউনিফর্ম পরে আছে। শিরদাঁড়া বেয়ে ভয়ের একটা স্রোত নেমে এল, পেটের ভেতর গিট বাঁধছে। কঠিন নির্দেশ ছুটল মগজে, কিন্তু নড়তে পারছে না সে, বিস্ফারিত চোখে লোকটাকে ক্রল করে এগিয়ে আসতে দেখছে শুধু। সে যেন সম্মোহিত হয়ে পড়েছে, সাপের সামনে খরগোশের মত। লাফ দিয়ে সিধে হতে চাইছে, দৌড়ে পালাতে চাইছে, কিন্তু শরীর কথা শুনছে না। এমন কি হতে পারে যে সে যদি চুপচাপ শুয়ে থাকে, লোকটা তাকে পাশ কাটিয়ে চলে যাবে? তারপর সে চট করে ঢুকে পড়বে ঝোপের ভেতর।

নিচু গলায় আবার তাকে ডাকল রানা, এবার ওকে উদ্বিগ্ন মনে হলো। এক মুহূর্ত পরই তার খোঁজে সামনে থেকে পিছন দিকে চলে আসবেন মালিক, ভাবল রাম সিং। মালিকই তাকে রক্ষা করবেন। আহত হলে কি হবে, তার মালিক একাই একশো। কেউ ওঁর সঙ্গে পারবে না। ওরা যদি সংখ্যায় বেশি হয়, তা-ও গ্রাহ্য করবেন না তিনি, সব ক'টাকে উচিত শিক্ষা দিয়ে ছাড়বেন। অদ্ভুত এক শ্রদ্ধা আর ভালবাসা অনুভব করল রাম সিং। এরকম মালিক পেলে চিরকাল তাঁর গোলাম হয়ে থাকা যায়। সে রোগা-পাতলা বলে তার পিঠে গণদেবতাকে তুলতে দেননি তিনি। বিশ্রামের সময় কাছে ডেকে তার ঘর-সংসারের খবর নিয়েছেন। কথা দিয়েছেন এ-যাত্রা প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারলে তার আট বছরের মেয়েকে কিছু একটা উপহার দেবেন। কি নরম তাঁর মন। এরকম নরম একটা

মানুষ তাকে মরতে দিতে পারেন না। মালিক তাকে রক্ষা করবেন।

রাম সিঙের হাতে যেন রাইফেলটা জ্যান্ত হয়ে উঠল, যেন আপনাআপনি লোকটার দিকে ঘুরে গেল মাজল। ইতিমধ্যে অবশ্য পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে গেছে। আশপাশের জঙ্গল থেকে, তার চারপাশ থেকে, শব্দ হচ্ছে। তবে কি সত্যি সিমবারা ওদেরকে ঘিরে ফেলেছে? তবে কি একা শুধু তার নয়, মালিকেরও বিপদ? সাবধান করে দিয়ে চিৎকার দিল রাম সিং, কিন্তু গলাটা ভেঙে গিয়ে মাঝপথে থেমে গেল। তার হাতের রাইফেল গর্জন শুরু করল, বুলেটগুলো ছুটে যাচ্ছে ঝোপের ভেতর। অসম্ভব, মালিকের বিপদ সে মেনে নেবে না। যেভাবে হোক টিকে থাকতে হবে তাকে, মালিককে পালাবার সুযোগ করে দিতে হবে। সরে যান, মালিক, সরে যান! আমার কথা ভুলে যান, নিজের প্রাণ বাঁচান!

কাছাকাছি একটা ঝোপ থেকে খসখসে আওয়াজ বেরিয়ে এল। ঝট করে সেদিকে ঘুরল রাম সিং। একটা গ্রেনেড। এখন একটা গ্রেনেড ছোঁড়া দরকার। ছুরি হাতে লোকটা তার একদম কাছে চলে এসেছে। রাইফেলটা সে ঘোরাতেই পারছে না। 'হে ভগবান, মালিককে রক্ষা করো, মালিককে রক্ষা করো, মালিককে রক্ষা করো...'

নিচু গলার প্রথম ডাকে রাম সিং যখন সাড়া দিল না, ঘাড়ের পিছনে চুল দাঁড়িয়ে গেল রানার। ঝোপের ভেতর নিচু হলো ও, যেন বিশাল একটা বিড়াল ওত পেতে অপেক্ষা করছে, তারপর সঙ্কেত দিল ফরহাদকে, ওকে যেন সে কাভার দেয়। কান পেতে অপেক্ষা করছে রানা, মনে হলো রাম সিঙের নড়াচড়ার শব্দ পেয়েছে। নরম সুরে আবার ডাকল ও। কিন্তু এবারও রাম সিং সাড়া দিল না। এবার ছুটতে শুরু করল রানা, আর ঠিক তখনই শুনতে পেল ভাঙা গলায় ওকে সাবধান করার চেষ্টা করল রাম সিং।

বুনো মোষ একবার হামলা শুরু করলে শুধু সামনের দিকেই ছোটে,

দিক বদল করার ঘটনা বিরল। ঠিক সেভাবেই ছুটছে রানা। রাম সিং বিপদের মধ্যে একা পড়ে গেছে, ওর মাথায় শুধু এই চিন্তাটা কাজ করছে। তারপর গুলি শুরু হলো। আর সেই সঙ্গে একটা চিৎকার ভেসে এল। চিৎকার করছেন উসুমবুরা। তারমানে কি সিমবারা ওদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে? উসুমবুরাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে তারা? দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। রাম সিং সামনে কোথাও আছে, তাকে ও দেখতে পাচ্ছে না। পিছন থেকে এখনও উসুমবুরার চিৎকার ভেসে আসছে।

ঘুরল রানা, মাথা নিচু করে তেড়ে আসছে অদৃশ্য শত্রুর দিকে। মাটিতে ধপ ধপ আওয়াজ করছে ওর বুট। পিছনে এখন আর একটা নয়, অনেকগুলো রাইফেল গর্জন করছে। রক্ত হিম করা একটা চিৎকারও ভেসে এল। গলাটা রাম সিঙের, চিনতে পারল রানা। আতঙ্কিত গলা নয়, আক্রোশে চিৎকার করছে রাম সিং। তাঁর জন্যে গর্ব বোধ করল রানা। মারা যাচ্ছে সে, কোন সন্দেহ নেই, তবু মরার আগে হাল ছাড়েনি, একাই লড়াই করছে।

উসুমবুরা ওর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর মুখ খোলা, চিৎকার করে কি যেন বলছেন। রানার হাত তাঁর পিঠ জড়িয়ে ধরল, পা জোড়া প্রায় তুলে ফেলল শূন্যে। ছুটতে শুরু করল ওরা।

নিঃশব্দে ওদের পিছু নিল ফরহাদ। তারপর স্যাৎ করে সরে এসে ঝোপের আড়ালে গুড়ি মেরে বসল, ভাঁজ করা বাম হাতে রাইফেল। ধীরেসুস্থে বেল্ট থেকে দুটো গ্রেনেড নিল, একটা রাখল নিজের সামনে ঘাসের ওপর, অপরটা তৈরি অবস্থায় হাতে। পথের ওপর অনেকগুলো পায়ের আওয়াজ। তার দিকেই ছুটে আসছে সিমবারা। পায়ের আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল রাম সিঙের চিৎকার। ধরনটা বদলে গেছে, এখন সে ব্যথায় কাতরাচ্ছে। ফরহাদের মনে পড়ল, আজই তাকে রামসিংহ বলেছিল, মানুষের সেবা করাই মানুষের পরম ধর্ম।

দ্রুত পরপর গ্রেনেড দুটো ছুঁড়ল ফরহাদ। তারপর সহজ ও সাবলীল

ভঙ্গিতে রাইফেল তুলল সে, একে একে সামনের ঝোপগুলোয় গুলি করছে। গ্রেনেড দুটো বিস্ফোরিত হবার পর আবার রানার পিছু নিল সে।

উসুমবুরার হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল, যেন মড়া একজোড়া সাপ। পড়ে যাচ্ছিলেন, খপ করে ধরে ফেলল রানা। থামার উপায় নেই, তাঁকে টেনে নিয়ে চলেছে ও। অচেতন হয়ে পড়েছেন তিনি, এভাবে টেনে নিয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়। থামল না, ছুটতে ছুটতেই ঝাঁকি দিয়ে তাঁকে পিঠে তুলে নিল রানা। এখনও সামান্য একটু সচেতন উসুমবুরা, হাত দিয়ে রানার গলা পেঁচিয়ে ধরে ঝুলে পড়লেন। সরু একটা অগভীর উপত্যকার মেঝে ধরে ছুটছে ওরা। ঘনিয়ে আসা সন্ধ্যার কালিমা মেখে দু'ধারেই মাথা তুলে রয়েছে পাহাড়। ঝোপ-জঙ্গল ভেঙে, চ্যাপ্টা করে দিয়ে, ঝড়ের মত বেরিয়ে এল ওরা, হড়কে একটা ঢাল বেয়ে নিচে নামল, পিছলে হাঁটু গভীর খরস্রোতা ঝর্ণায় নেমে পড়ল। উল্টোদিকের ঢাল প্রায় খাড়া। আঁচড়াআঁচড়ি করে উঠে যাচ্ছে রানা; পা আর হাতের ফাঁক গলে নিচে নামছে পাথর ও মাটি। হাপরের মত হাঁপাচ্ছে ও। মাথার ভেতর যেন ঘূর্ণিপাক খাচ্ছে গরম রক্ত। ফুসফুসে বাতাসের বড় অভাব। পিঠের বোঝা ঢালের সঙ্গে পিষে ফেলতে চাইছে ওকে। ঢালের মাথায় এক সার বোল্ডার, দেখে মনে হচ্ছে কেউ যেন সাজিয়ে রেখেছে। ওগুলোকে পাশ কাটিয়ে এগিয়েছে ট্র্যাক, ক্রমশ ওপর দিয়ে উঠে গেছে।

'না, এ সম্ভব নয়!' হঠাৎ রানার পিঠ থেকে চিৎকার করলেন উসুমবুরা, পুরোপুরি সচেতন হয়ে উঠেছেন। 'এ আমি হতে দেব না!'

'চুপ করুন!' ধমক দিল রানা, ধরে নিয়েছে প্রলাপ বকছেন তিনি।

'নামিয়ে দাও আমাকে, নামিয়ে দাও!' জেদ ধরলেন উসুমবুরা। 'আমাকে ফেলে যাও তুমি, রানা। নিজে বাঁচো।'

'ঝুলে থাকুন, কথা বলবেন না...'

ওদের পিছনে চলে এল ফরহাদ। দুই কি তিন সেকেণ্ড থামল ওরা,

পিঠের বোঝাটা ফরহাদের ঘাড়ে তুলে দিল রানা। পাথরের একটা স্তূপ সামনে, সেটার পিছনে বসে পড়ল ও, উসুমবুরাকে নিয়ে ছুটল ফরহাদ।

পাঁচ মিনিট হলো চলে গেছে ফরহাদ, এই সময় সিমবাদের আসার আওয়াজ পেল রানা। পরস্পরের উদ্দেশে গলা ফাটাচ্ছে তারা, উত্তেজনা চেপে রাখতে পারছে না, ঝোপ-ঝাড় ভেঙে ছুটে আসছে। দূর আকাশে একটা ফ্লেয়ার জ্বলল, অলস ভঙ্গিতে নিচে নেমে আসছে উজ্জ্বল আলোটা। শত্রুপক্ষকে দেখতে চাইছে তারা, অন্যান্য সিমবাদের সঙ্কেতও দিচ্ছে। লাল আভায় ঢাকা পড়ে গেল বনভূমি।

সামনের পাথরে দুটো গ্রেনেড রেখেছে রানা। অপেক্ষা করছে কখন শুনতে পাবে ঝর্ণাটা পেরুচ্ছে সিমবারা। রাম সিঙের কথা মনে পড়ল। এক মুহূর্ত স্থির থাকতে পারত না লোকটা, সারাক্ষণ কোন না কোন কাজ করত। তার আট বছরের মেয়েটার নাম ঝাঁসি, মায়ের সঙ্গে রোজ সকাল-বিকেল মন্দিরে ফুল দিতে যায়। কল্পনার চোখে ওই মন্দিরের পথে নিজেকে দেখতে পেল রানা। ওদের সঙ্গে মন্দির পর্যন্ত হেঁটে গেল ও, মা ও মেয়েকে বলল, তারা যেন রাম সিঙের আত্মার জন্যে প্রার্থনা করে। তারা মন্দির থেকে বেরিয়ে আসতে রুমাল দিয়ে ঝাঁসির চোখ মুছিয়ে দিল ও। তারপর তার হাতে দিল রঙিন কাগজে মোড়া উপহারটা, আর তার মায়ের হাতে দিল এনভেলাপে ভরা চেকটা। ঝাঁসি তাকে প্রণাম করতে যাচ্ছে দেখে বাধা দিল রানা, দু'হাতে ধরে তুলে নিল বুকে।

ও বেঁচে থাকলে এই ঘটনা ঘটবে, নিজেকে জানিয়ে রাখল রানা।

ছপ ছপ আওয়াজ ভেসে এল। সিমবারা ঝর্ণা পেরুচ্ছে। পাথর স্তূপের ওপর দিয়ে গ্রেনেড দুটো ছুঁড়ল ও, রাইফেল নিয়ে সিধে হলো, উল্টোদিকের ঢালে সদ্য বেরিয়ে আসা ছায়াগুলো লক্ষ্য করে গুলি করছে। একটা সাব-মেশিনগান কর্কশ মেটালিক ছন্দ তুলল। বুলেটগুলো শিস কেটে ছুটে আসছে, ইস্পাতের আঙুল দিয়ে পাথরের ওপর খুঁজছে

ওকে। গ্রেনেড দুটো একটার পর একটা বিস্ফোরিত হলো। লাল হয়ে গেল ঝর্ণার পানি। ঘুরল রানা, পিছু নিল ফরহাদের।

গোলাগুলির আওয়াজ এখনও খুব নরম শোনাচ্ছে, তবে ধীরে ধীরে যেন কিলিমবির দিকেই এগিয়ে আসছে। আর.এস.এম. কান পেতে শুনলেন আওয়াজটা।

মার্সেনারিদের থামতে বললেন তিনি, বোঝার চেষ্টা করলেন ঠিক কোন্ দিকে হচ্ছে লড়াইটা। তারপর ছড়িয়ে পড়ার নির্দেশ দিলেন, বললেন সবাই যেন তাঁর ওপর নজর রাখে।

আর.এস.এম. জগিং করার ভঙ্গিতে ছুটলেন, মার্সেনারিরা তাঁর দু'পাশে ছড়িয়ে রয়েছে, অনুসরণ করছে তাঁকে। সবার হাতে শক্ত করে ধরা রাইফেল, লীডারের ওপর চোখ, সংকেত পাওয়ামাত্র ডাইভ দেয়ার বা গুলি করার জন্যে তৈরি।

ফরহাদকে ধরে ফেলল রানা। ঢাল বেয়ে উঠতে হচ্ছে বলে দু'জনেই অসম্ভব হাঁপিয়ে গেছে। ফ্লেয়ার জ্বেলে সঙ্কেত দেয়ায় শক্তি বেড়েছে সিমবাদের, আশপাশ থেকে আরও অনেক সিমবা জড়ো হয়েছে ওদের পিছনে। এখন ওরা দূরত্ব কমিয়ে আনছে দ্রুত। শিকারী হাউণ্ডের মত ছুটে আসছে।

খানিক পর আবার রানার পিঠ থেকে উসুমবুরাকে নিজের পিঠে তুলল ফরহাদ। ফরহাদের অবশিষ্ট গ্রেনেডগুলো নিজের কাছে রাখল রানা। সিমবারা ছড়িয়ে পড়েছে, ঝোপ-জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ছুটে আসছে, আকৃতি নিয়েছে তীরের তিনমুখো মাথার মত।

'আমার জন্যে তুমি অপেক্ষা করবে না,' রানার গলায় কঠিন নির্দেশের সুর। 'মনে থাকে যেন, যে-কোন মূল্যে উসুমবুরাকে বাঁচাতে হবে। ওঁকে তুমি কোন অবস্থাতেই ফেলে যাবে না।'

'তাহলে আপনিও কথা দিন,' জেদের সুরে বলল ফরহাদ, 'ওদেরকে আপনি শুধু ঠেকাবেন। যদি দেখেন ঘিরে ফেলছে, পিছু হটবেন। দু'জন আমরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে লড়ব।'

'প্রয়োজন হলে পিছু হটব আমি,' বলল রানা। 'কিন্তু পিছু হটে যেন তোমাদেরকে দেখতে না পাই। তা না হলে আমরা দু'জন শুধু নই, উসুমবুরাও মারা যাবেন।'

'আমি আপনার জন্যে...'

ফরহাদের কথা শেষ হলো না, চাবুকের মত সপাং করে উঠল রানার তীক্ষ্ণ গলা, 'এটা আমার অর্ডার, ফরহাদ। আমার জন্যে তুমি অপেক্ষা করবে না।'

ফরহাদের মুখ দেখে মনে হলো অকস্মাৎ যেন সে পাথরে পরিণত হয়েছে। নড়ছে না।

'যাও এবার,' কর্কশ সুরে বলল রানা।

'তাহলে আমি থাকি, মাসুদ ভাই, মি. উসুমবুরাকে নিয়ে আপনি চলে যান।'

'আমি তোমাকে অর্ডার করেছি, ফরহাদ!' আগুন ঝরছে রানার চোখ থেকে।

পরস্পরের দিকে এক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকল ওরা, তারপর ঝট করে মাথা ঝাঁকিয়ে ছুটল ফরহাদ।

উসুমবুরাকে পিঠে নিয়ে ফরহাদ এখন ছুটছে। ব্যথায় গোঙাচ্ছেন উসুমবুরা। কেউ দেখতে পেল না, ফরহাদের চোখ বেয়ে পানি গড়াচ্ছে। সে খুব ভাল করেই জানে, তাকে বাঁচার সুযোগ করে দিয়ে স্বেচ্ছায় মৃত্যুর মুখে রয়ে গেল তার মাসুদ ভাই।

ধীরে ধীরে সিধে হলো রানা, সাবধানে নিজের চারদিকে তাকাল। ম্লান চাঁদ উঠছে আকাশে, এখনও এত নিস্তেজ যে বনভূমি আলোকিত করতে পারছে না। ওর চোখ সন্ধ্যার অন্ধকার ভেদ করতে চাইল।

সিমবাদের পায়ের আওয়াজ পাচ্ছে ও, তাদের চিৎকার শুনতে পাচ্ছে। দূরত্ব আন্দাজ করল। হ্যাঁ, খুব কাছাকাছি চলে এসেছে তারা। বাধা দিতে হবে এখানেই। নিঃশব্দে ঝোপের আড়ালে আবার বসে পড়ল রানা। শুরু হলো অপেক্ষার পালা।

কঙ্গোর ডিটেইলড ম্যাপ নিয়ে হোটেল কামরায় সেলিনা নাসিমের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে হোসে ফার্নান্দেজ বেলা দশটায়। এখন বাজে বিকেল তিনটে দশ। প্রথম এক ঘন্টা সমস্যাটা নিয়ে আলোচনা করেছে নাসিম।

জেরি চ্যাপলিন হারকিউলিস নিয়ে চলে আসায় মার্সেনারি ও রানা এজেন্সির অফিসারদের নিয়ে আলবার্টভিল এয়ারপোর্টে আটকা পড়েছে রানা। কঙ্গো সরকার দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছে, বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ বন্ধ, সেই সঙ্গে বন্ধ সবগুলো এয়ারপোর্ট। অর্থাৎ ওদেরকে উদ্ধার করতে যাবার কোন পথ খোলা নেই।

কথা ছিল উসুমবুরাকে উদ্ধার করে লামবো বা লরেঙ্গো মারকুয়েসে আনা হবে, সেখান থেকে ডাকোটায় তোলা হবে তাঁকে, সঙ্গে রানাও থাকবে, পাইলটকে নিয়ে সেলিনা থাকবে ককপিটে; কিলিমবিতে পৌঁছে প্যারাস্যুট যোগে নামিয়ে দেয়া হবে উসুমবুরাকে। নাসিম জানতে চাইল, আলবার্টভিল থেকে খালি প্লেন ফিরে আসায়, এখন রানা কি করবে? ওকে যতটুকু চেনে সে, শত বিপদের মুখেও অপারেশন সফল করার চেষ্টা করবে ও। অর্থাৎ উসুমবুরাকে নিয়ে কিলিমবির পথে রওনা হবে। ফার্নান্দেজ কি বলে?

ফার্নান্দেজ বলল, 'আমারও তাই ধারণা।'

ঠিক আছে, কিলিমবিতে পৌঁছুল ওরা। তারপর?

ফার্নান্দেজ জানাল, তার জানা মতে কিলিমবিতে কোন এয়ারপোর্ট

বা এয়ারস্ট্রিপ নেই। তবে আট-দশ মাইল দূরে একটা মাইন আছে, সেখানে প্লেন নামতে পারে বলে শুনেছে সে। ওখানে কোন প্লেন থাকে বা আছে কিনা তা তার জানা নেই।

আলোচনা থামিয়ে দু'জনের মত খাবার আনাল নাসিম। ফার্নান্দেজ লক্ষ করল খাওয়াদাওয়ার পাট শেষ হতে, রুম সার্ভিসকে বিদায় করার পর, দরজায় তালা লাগিয়ে দিল নাসিম, চাবিটা রাখল নিজের কাছে। তারপর আবার আলোচনা শুরু করল সে। আলোচনা নয়, অসম্ভব একটা প্রস্তাব দিল নাসিম। না, এটাকে প্রস্তাবও বলা যায় না—স্রেফ ছেলেমানুষি: বিপজ্জনক, ভয়ঙ্কর, রোমহর্ষক একটা বায়না।

কিলিমবিতে এয়ারস্ট্রিপ নেই, তাই ডাকোটা নিয়ে গিয়ে কোন লাভ হবে না। তবু নাসিম যাবে। রানা কি অবস্থায় আছে, বেঁচে আছে নাকি মারা গেছে, তা নিজে গিয়ে দেখে না এলে সে নাকি পাগল হয়ে যাবে। লামবো এয়ারস্ট্রিপে পর্তুগীজ এয়ারফোর্সের যে হেলিকপ্টার গানশিপ যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে আটকা পড়েছে, ওগুলোর একটা তার চাই। মেইনল্যাণ্ড থেকে মেকানিকরা আগেই পৌঁচেছে, ক্রুটি মেরামত করছে তারা। ফার্নান্দেজকে কিছুই করতে হবে না, শুধু মেরামত হয়ে যাবার পর মেকানিকদের কফি বা বিয়ার খাবার আমন্ত্রণ জানাবে সে, সরিয়ে আনবে হেলিকপ্টারের কাছ থেকে। সেই ফাঁকে ওটায় চড়বে সে, স্টার্ট দিয়ে উঠে পড়বে আকাশে। হ্যাঁ, আরও একটা কাজ করতে হবে ফার্নান্দেজকে। পঁচিশ-ত্রিশটা গ্রেনেড আর একটা অটোমেটিক রাইফেল দরকার নাসিমের। এগুলো একটা ক্যানভাসের ব্যাগে ভরে তার হোটেলে পৌঁছে দিতে হবে।

নাসিমের উদ্ভট ও অবাস্তব প্রস্তাব শুনে বোবা বনে গেল ফার্নান্দেজ। নাসিম তাকে আরও জানাল, ফার্নান্দেজ যদি তাকে সাহায্য না করে, এই ঘর থেকে সে বেরুতে পারবে না, এবং রাত হলে চিৎকার শুরু করবে ও, লোকজনকে ডেকে অভিযোগ করবে, একা পেয়ে ওকে রেপ

করতে যাচ্ছিল সে।

শুরু হলো তর্ক-বিতর্ক। ফার্নান্দেজ যদি এয়ারফোর্সের হেলিকপ্টার গানশিপ চুরি করতে নাসিমকে সাহায্য করে, বিচারে নির্ঘাত তার মৃত্যুদণ্ড হবে। নাসিমের যুক্তি হলো, কেউ জানবে না। এভাবে দুপুর দুটো পর্যন্ত চলল। ফার্নান্দেজ জানিয়ে দিল, সে বরং রেপের অভিযোগ করতে দেবে, তবু নাসিমকে সাহায্য করবে না।

তখন অন্য পথ ধরল নাসিম। বলল, 'চিৎকার করে লোক ডাকার আগে আমি তোমাকে গুলি করব।' কোমরে গোঁজা ছোট্ট রূপালি রিভলভারটা দেখাল সে। 'আত্মরক্ষার জন্যে সেটা আমি করতেই পারি।'

'এই ছেলেমানুষির কোন মানে হয় না...'

নাসিম এরপর অন্য রকম লোভ দেখাল। বলল, 'তোমার কি কিছু চাওয়ার নেই, ফার্নান্দেজ? তোমার চোখে আমি সুন্দর নই?'

'তারমানে?' হাঁ হয়ে গেল ফার্নান্দেজ।

'শুনতে ভুল করোনি,' হাসিমুখে বলল নাসিম। 'যা চাইবে তাই পেতে পারো, বিনিময়ে শুধু আমাকে একটু সাহায্য করতে হবে। রাজি হয়ে যাও, কথা দিচ্ছি তুমি ঠকবে না। তবে ভেবো না যে আমি চরিত্রহীনা। স্বামী মারা যাবার পর থেকে আজ পর্যন্ত আমি আমার সতীত্ব বজায় রেখেছি।'

'কিন্তু কেন?' ফার্নান্দেজের মাথায় ব্যাপারটা ঢুকছে না। 'মি. রানা তোমার কে?'

'সে তুমি বুঝবে না, কারণ আমি নিজেও ভাল করে বুঝি না,' জবাব দিল নাসিম। 'শুধু বুঝি, আমাকে জানতে হবে কি অবস্থায় আছে রানা।'

'তাঁকে কি তুমি ভালবাস? কিংবা তিনি?'

মাথা নাড়ল নাসিম। 'না, ওই অর্থে ভালবাসি না—তিনি আমার স্বামীর বন্ধু ছিলেন। তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করি। আপনি রাজি কিনা বলুন।'

'না।' পায়চারি শুরু করল ফার্নান্দেজ। 'কোন কিছুর বিনিময়ে নয়,

না। সাহায্য যদি করি, এমনিতেই করব। কিন্তু অতগুলো গ্রেনেড আর রাইফেল আমি এখন কোথায় পাই বলো তো?'

'পর্তুগাল সিক্রেট পুলিসের একজন অফিসারের মুখে এ-কথা কি শোভা পায়, ফার্নান্দেজ?'

কাঁপা কাঁপা হাসি দেখা গেল ফার্নান্দেজের মুখে। 'চেষ্টা করলে হয়তো...কিন্তু, সত্যি বলছি, তোমাকে সাহায্য করলে আমার ক্যারিয়ার বলে কিছু থাকবে না। সারাজীবন জেলেও পচতে হতে পারে, মৃত্যুদণ্ড যদি নাও হয়।'

'কেউ জানবে না, ফার্নান্দেজ,' আশ্বাস দিল নাসিম। 'তবু বলছি, তোমার যে-কোন ক্ষতি বা বিপদ হোক, পরে তা থেকে তোমাকে আমি উদ্ধার করব। খোদার কসম।'

'থাক।'

'না, ঠাট্টা নয়,' জোর দিয়ে বলল নাসিম। 'রানা এজেন্সিতে যোগ দিতে পারো তুমি, এখানকার চেয়ে তিনগুণ বেশি বেতন ও সুযোগ-সুবিধা পাবে।'

'কিন্তু মি. রানা যদি মারা গিয়ে থাকেন?' ফার্নান্দেজের গলায় ব্যঙ্গ।

'তবু এজেন্সির কর্মকর্তারা আমার অনুরোধ রাখবেন, আমি জানি।'

'ঠিক আছে, চেষ্টা করে দেখি কি করা যায়। তবে কোন কিছুর লোভে বা বিনিময়ে নয়। তোমার মরিয়া ভাব আমাকে সিদ্ধান্ত পাল্টাতে বাধ্য করেছে। তোমার ব্যাকুলতা আমি উপলব্ধি করতে পারছি।' তোমাকে আমার অসম্ভব ভালও লেগে গেছে, মনে নানা রকম দ্বিধা চলে আসায় এ-কথাটা বলতে পারল না।

'কোন চালাকি নয়, কেমন, ফার্নান্দেজ?' নাসিম হাসছে না। দরজা খুলে দিয়ে একপাশে সরে দাঁড়াল সে।

'আমি না ফেরা পর্যন্ত কোথাও যাবে না তুমি,' বলে বেরিয়ে গেল ফার্নান্দেজ।

প্রথম দু'জন সিমবা স্কাউটকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যেতে দিল রানা, নিজের পালানোর পথ বন্ধ হয়ে গেল। সিমবাদের মূল দলটা আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতেই প্রথমে একটা গ্রেনেড ছুঁড়ল, তারপর পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে তাদের মাঝখানে খালি করল পুরো একটা ম্যাগাজিন। স্কাউট দু'জন ঘুরে গিয়ে ওর ঝোপে গুলি করল। মাটির সঙ্গে সেঁটে আছে রানা, একটা দুর্ভাগা বুলেট ওর চুল ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল। সুযোগ দিতে রাজি নয় রানা, ক্রল করে ঝোপের আরেক দিক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ও।

অন্য একটা ঝোপে ঢোকার পর থামল রানা, অপেক্ষা করছে ওর কাছাকাছি পথের ওপর ফিরে আসবে স্কাউট দু'জন। কিন্তু তারা ভয় পাচ্ছে, পথের বাঁকে নিজ দলের আহত লোকদের সাহায্য করতেও এল না।

বাঁকের কাছে আবার নতুন করে জড়ো হচ্ছে সিমবারা। আহত লোকজনের কাতর আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল তাদের চেঁচামেচি। রানা কোন দিকে আছে, আন্দাজ করতে পারছে তারা। দুই বা তিন দলে ভাগ হয়ে গেল, প্রথম দল পথ ধরে খুব সাবধানে এগোচ্ছে, আরও একটা বা দুটো দল পথ এড়িয়ে সামনে বাড়ছে। তাদের অনেক লোক মারা গেছে, মৃতদের সঙ্গে আহতরাও পড়ে থাকল। তাদের চিৎকারে বনভূমির রাত ভরাট হয়ে উঠেছে।

আবার ক্রল শুরু করল রানা। পথ থেকে দূরে সরে আসছে ও। এদিকের ঝোপগুলো দীর্ঘ ও ঘন, আড়াল পেতে কোন অসুবিধে হচ্ছে না। রাইফেলে নতুন একটা ম্যাগাজিন ভরল ও। কালো একটা টিলা, ছোট পাহাড়ই বলা যায়, ম্লান আকাশের গায়ে যেন ঝুলে রয়েছে। ওটার ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল রানা। এছাড়া আর কোন উপায় নেই, সিমবাদের একটা দল সরাসরি এগিয়ে আসছে ওর দিকে। রানা মনে মনে জানে, ওই টিলায় উঠলে কোণঠাসা হয়ে পড়বে ও।

ছোট একটা পাথুরে ঢালের মাথায় উঠে এল ফরহাদ। দু'পাশে পাথরের পাঁচিল, পথটা ক্রমশ নিচু হয়ে নেমে গেছে, অনেক নিচে অদৃশ্য হয়ে গেছে একটা বাঁকে। পথের মাঝামাঝি দূরত্বে রয়েছে সিমবাদের ছোট একটা দল, হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে আসছে তার দিকে। দু'পাশে উঁচু পাঁচিল, সংখ্যায় তারা পাঁচজন। প্রায় একই সময়ে দু'দল পরস্পরকে দেখতে পেল। ফরহাদ তার রাইফেল কোমরের কাছে তুলল, বাম হাতটা আড়াআড়ি ভঙ্গিতে পেটের ওপর থাকল শরীরটাকে স্থির রাখার জন্যে। ঢাল বেয়ে একটা ঝড়ের মত নেমে এল সে, ঘুরতে বা থামতে সম্পূর্ণ অক্ষম, অন্ধকারে ঘন ঘন ঝলসে উঠল রাইফেলের মাজল।

সিমবাদের প্রথম বুলেট তার বাম হাতের হাড় ভেঙে পেটে ঢুকে গেল। দ্বিতীয় বুলেটটা ঢুকল একটা উরুর ওপর দিকে। ঝাঁকি খেয়ে ডান হাত থেকে বেরিয়ে গেল রাইফেল, ধাতব আওয়াজ তুলে পাঁচিলে ঠেকল। বুলেটের ধাক্কায় খানিকটা ঘুরে গেছে সে, নিচে নামার প্রবল গতি থেমে গেছে। একদিকের পাঁচিলে বাড়ি খেল শরীরটা, যদিও পরমুহূর্তে ভারসাম্য ফিরে পেল সে, তারপর আবার সচল হলো পা দুটো। নিজ শরীরের ভারে ঢালু পথে সম্মুখগতি প্রবল হয়ে উঠল, তার সঙ্গে যোগ হয়েছে পিঠের বোঝা। গতি যত বাড়ল, ততই গরম হয়ে উঠল রক্ত, অন্ধ আক্রোশে গর্জন করছে সে।

দু'জন সিমবা পড়ে গেছে। তৃতীয় লোকটা ধীরে ধীরে হাঁটু গাড়ছে, পেট চেপে ধরে আছে দু'হাতে। চোখের পলকে তাদের মাঝখান দিয়ে একটা বিস্ফোরণের মত বেরিয়ে গেল ফরহাদ, পিঠের বোঝা গুঁতো মারার কাজে ব্যবহার করল। পথের শেষ মাথায় পৌঁছুল সে ফুল স্পীডে, বাঁক ঘুরতে না পেরে ছিটকে পড়ল ঝোপের ভেতর।

পথ থেকে মাত্র কয়েক ফুট দূরে আছাড় খেয়েছে ফরহাদ। হাত-পা

ছড়িয়ে পড়ে থাকল সে। উসুমবুরা আগেই তার পিঠ থেকে ছিটকে পড়েছিলেন, দু'তিনটে গড়ান খেয়ে স্থির হয়ে গেলেন তিনি। তিন সেকেণ্ডের মাথায় সিধে হলো ফরহাদ। মাথাটা পিছন দিকে হেলে আছে, চোখে বুনো দৃষ্টি, ফুসফুসের ভেতর তুফান বইছে।

'উঠুন!' চিৎকার করল সে। 'দাঁড়ান!'

স্থির পড়ে থাকলেন উসুমবুরা, চোখ দুটো বন্ধ। প্রকাণ্ড থাবা দিয়ে তাঁর একটা পা আঁকড়ে ধরল ফরহাদ, ঝোপের ভেতর দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

মার্সেনারিদের আবার দাঁড় করালেন আর.এস.এম.। যুদ্ধের আওয়াজ পথ ছেড়ে সরে গেছে, এগিয়ে আসছে উপত্যকা ধরে। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে আড়াআড়ি এগোবার প্ল্যান করছেন তিনি, এই সময় দ্বিতীয় একটা যুদ্ধের আওয়াজ বিস্ফোরিত হলো সরাসরি তাঁর দুশো গজ সামনে। সঙ্কেত পেয়ে তাঁর স্কাউটরা ছুটল সেদিকে।

ফরহাদ কোন ব্যথা অনুভব করছে না, শুধু একটা অসাড় ভাব ছড়িয়ে পড়ছে শরীরে। দুটো ক্ষত থেকেই অনর্গল রক্ত ঝরছে, ফলে দুর্বল হয়ে পড়েছে সে। বিশাল শরীরটার ওপর রাগ হচ্ছে তার, ঠিক যখন দরকার তখনই কোন সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে না। অন্ধ হয়ে যাচ্ছে সে, চোখের সামনে লাল একটা পর্দা। চোখ মিটমিট করেও পর্দাটা সরাতে পারছে না। তবে যতই দুর্বল হোক, এক ইঞ্চি আধ ইঞ্চি করে এখনও এগোচ্ছে সে। উসুমবুরাকেও ছাড়েনি, টেনে নিয়ে চলেছে আগের মত। মনে হলো, একটা পাহাড় সরাবার কাজ দেয়া হয়েছে তাকে। নিজেকে নিয়ে গর্ব হলো তার। এই কাজ তাকে মাসুদ ভাই দিয়েছেন। কেউ দেখতে পাক বা না পাক, তাকে দেয়া নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করছে সে। প্রাণ থাকতে উসুমবুরাকে ফেলে যাবে না।

'বেঁচে থাকুন, মরবেন না, প্লীজ!' ফরহাদ জানে মনে মনে প্রার্থনা করছে সে, আসলে কিন্তু তার গলা চিরে চিৎকার বেরিয়ে আসছে।

আবার জ্ঞান ফিরে পেয়েছেন উসুমবুরা। লোহার আঙটার মত শক্ত একটা হাত তাঁর পা ধরে আছে। খুবই দুর্বলভাবে নিজেকে তিনি ছাড়াবার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন, চিৎকার করে থামতে বলছেন ফরহাদকে। কিন্তু ফরহাদ কিছু শুনতে পাচ্ছে না। তার পা ভাঁজ হয়ে গেল, ঝোপের ভেতর শুয়ে পড়ল সে, তারপরও থামল না, ক্রল করে এগোচ্ছে। ধীরে ধীরে শরীরের সব শক্তি ফুরিয়ে যাচ্ছে, হাত আর পা কথা শুনছে না। শুধু একটা চিন্তা কাজ করছে মাথায়, উসুমবুরাকে কিলিমবিতে পৌঁছে দিতে হবে। 'মরবেন না, প্লীজ!' বিড় বিড় করছে এখন, চিৎকার করার শক্তি নেই। এখনও টানছে সে উসুমবুরাকে, কিন্তু নিজে এগোতে পারছে সামান্যই। তারপর একদম নিঃশেষ হয়ে গেল সে, এগোতে পারছে না, শুধু উসুমবুরার পাটা ধরে থাকল। মাটি আর বালি তার রক্ত শুষে নিচ্ছে, সেদিকে তাকিয়ে থাকল সে। ধীরে ধীরে বুজে এল চোখ দুটো। শেষ নিঃশ্বাস ফেলল ফরহাদ। উসুমবুরার পা ধরা হাতটা শিথিল হয়ে গেল।

টিলার মাথায় উঠে এল রানা, ক্রল করে খানিক দূর এগিয়ে থামল। ওঠার সময় ঢালের ওপর বার কয়েক থেমে গুলি ও গ্রেনেড ছুঁড়েছে ও, এমন খেপিয়ে তুলেছে যে সিমবারা সবাই এখন ওর পিছু নিয়েছে, ওরা জানে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে ও। অফিসাররা তাদেরকে ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না, ঢাল বেয়ে ওঠার সময় শিয়ালের মত আওয়াজ করছে তারা, খুনের নেশায় পাগল।

বাম বাহুতে, কাঁধের নিচে, গুলি খেয়েছে রানা। মারাত্মক কিছু নয়, সামান্য একটু মাংস নিয়ে বেরিয়ে গেছে বুলেট। ব্যথা কাকে বলে—যেন আগুন ধরে গেছে ওখানে। তা ধরুক, সেদিকে খেয়াল নেই ওর। ওর

নিচে সিমবারা টিলাটাকে ঘিরে ফেলছে। বিরতিহীন গুলি করছে তারা, বুলেটগুলো পাথরে লাগায় আগুনের ফুলকি ছুটছে চারদিকে। এই জায়গা থেকে টিলার দু'দিকের ঢাল দেখতে পাচ্ছে রানা, বাকি দু'দিকে কি ঘটছে বলতে পারবে না। যে ঢাল বেয়ে উঠেছে ও, সেখানে এখন গিজগিজ করছে সিমবারা, প্রতিটি ঝোপ নড়ছে। এদিক থেকে ধীরে ধীরে, সাবধানে উঠছে তারা। উল্টোদিকের ঢালের নিচে চকচকে চওড়া ফিতের মত কি যেন একটা। একটু পর চিনতে পারল রানা। পানি। নিচে একটা পাহাড়ী নালা রয়েছে। সম্ভবত কোন ঝর্ণা থেকে আসছে পানিটা। এদিকের ঢালে ঝোপ কম, পানির কিনারায় দাঁড়ানো তিনটে ছায়ামূর্তিকে স্পষ্টই দেখতে পেল রানা।

আবার সামনের ঢালে তাকাল রানা। ঢালের অর্ধেকটা পেরিয়ে এসেছে প্রথম সারির সিমবারা। রাইফেল তুলে গুলি করল ও, সামান্য এক পশলা বুলেট বৃষ্টি হলো, তারপরই থেমে গেল রাইফেল। গুলি শেষ, রাইফেলটা পাশে রেখে দিল রানা। ওর কাছে অতিরিক্ত আর কোন অ্যামুনিশনও নেই। বোল্ডারগুলোর নিচে মাথা নিচু করল রানা। পাল্টা গুলি হচ্ছে না দেখে সাহস বেড়ে গেল সিমবাদের, ওঠার গতি দ্রুত হলো তাদের।

মাথা নিচু করে বসে নেই রানা, পা দিয়ে মাঝারি একটা বোল্ডার ঠেলছে। এখানে আসার পথে আরও কয়েকটা ঢালের মাথায় এরকম বোল্ডার দেখেছে ও, মনে হয় কেউ যেন সাজিয়ে রেখেছে। পা দিয়ে ঠেলতে গিয়ে আশ্চর্য হয়ে গেল ও। বোল্ডারগুলো সবই কিনারায় ঝুলে আছে। পায়ের সামান্য চাপেই নড়ে উঠল প্রথমটা। কিনারা থেকে ওটা যখন নামছে, উঁকি দিয়ে নিচে তাকাল রানা।

চমৎকার গড়াচ্ছে ওটা, স্টীল রোলারের মত। ওটার সামনে যে ক'টা ঝোপ পড়ল, সব চ্যাপ্টা হয়ে গেল। এই মুহূর্তে রানার ব্যস্ততা দেখলে মনে হবে খেপে উঠেছে ও। ঢাল থেকে আহত সিমবাদের

আর্তচিৎকার ভেসে আসছে, ওই চিৎকার আরও যেন উৎসাহিত করে তুলল ওকে। বোল্ডারগুলো নেমে যাচ্ছে একের পর এক।

সিমবারা এখন আর ওপরে উঠছে না, এই সুযোগে পিছনের ঢালে নজর দিল রানা। নালা পেরিয়ে এদিক থেকেও উঠে আসছে তিনটে ছায়ামূর্তি। একটা বোল্ডারে পা বাধিয়েও কি মনে করে ক্ষান্ত হলো ও। শেষ দুটো গ্রেনেড বের করল বেল্ট থেকে। সোয়াহিলি ভাষায় চিৎকার করছে একজন অফিসার, 'শালাকে জ্যান্ত ধরো!' জবাবে আপন মনে হাসল রানা। উঁকি দিয়ে দেখল, ছায়ামূর্তিগুলো ঢালের মাঝামাঝি উঠে এসেছে। একটা গ্রেনেডের পিন খুলল ও। একজন লোক সামনে, বাকি দু'জন তার পিছনে ও দু'পাশে—গ্রুপটার ঠিক মাঝখানে পড়ল গ্রেনেড। পড়ল কিন্তু ফাটল না।

গ্রেনেড ছুঁড়েই বোল্ডারে পায়ের ধাক্কা দিয়েছে রানা। বোল্ডারটা ঢাল বেয়ে নামছে। ওটার পথ থেকে সরে যাবার চেষ্টা করল তিন ছায়ামূর্তি, আর ঠিক সেই মুহূর্তে বিস্ফোরিত হলো গ্রেনেড।

অপর গ্রেনেড রানার হাতে, ঢালের কিনারা থেকে শরীরটাকে গড়িয়ে দিল ও। থেঁতলানো, রক্তাক্ত লাশগুলোর ওপর দিয়ে গড়াতে গড়াতে নিচে, সরাসরি নালায় এসে পড়ল ঝপ করে। তীব্র স্রোত টেনে নিল ওকে।

ছ'মিনিট পর নালা থেকে উঠে ক্রল শুরু করল রানা। থামল একবার, একটা গোঙানির আওয়াজ শুনল। দিক বদলে সেদিকে এগোল আবার।

ঝোপের ভেতর থেকে উঁকি দিল রানা। দাঁড়িয়ে আছেন উসুমবুরা, অন্ধকারেও তাঁর কাঠামোটা চিনতে পারল ও। কি যেন একটা ধরে আছেন তিনি, টানাটানি করছেন। এখনও ফোঁপাচ্ছেন তিনি। সরু পথটা বেশি দূরে নয়, কাকে যেন টেনে সেদিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছেন।

উসুমবুরা আর ফরহাদের লাশকে পাশ কাটাল মার্সেনারি স্কাউটরা।

ঝোপের ভেতর থেকে একটা আওয়াজ পেলেন আর.এস.এম.। তাঁর লোকজন দু'দিকে ছড়িয়ে পড়ল, কাভার দেয়ার ভঙ্গিতে। ঝোপটাকে পাশ কাটিয়ে এগোলেন তিনি। উসুমবুরাকে দেখতে পেলেন, চিনতে পেরে টর্চ জ্বাললেন। ফরহাদের হাত ধরে টানছেন উসুমবুরা, দুর্বলভাবে।

ফরহাদের মাথার কাছে হাঁটু গেড়ে বসলেন আর.এস.এম। 'আপনি এবার ওকে ছেড়ে দিতে পারেন, স্যার,' মৃদুকণ্ঠে বললেন তিনি। 'ও মারা গেছে।'

যেন তাঁর কথা শুনতে পাননি উসুমবুরা, এখনও ফরহাদের হাত ধরে টানছেন।

'ও মারা গেছে, স্যার,' কথাটা আবার বললেন আর. এস. এম, তবে এবার আশ্চর্য কঠিন শোনাল তাঁর কণ্ঠস্বর। 'ওর হাত ছাড়ুন, আপনি আমার দিকে তাকান।'

ফরহাদের হাত ছেড়ে মুখ তুললেন উসুমবুরা। ফুঁপিয়ে উঠলেন তিনি।

'আমার প্রশ্নের জবাব দিন, স্যার,' বললেন আর.এস.এম। 'মি. রানা কোথায়? তাঁকে আপনারা কোথায় ছেড়ে এসেছেন? কোন দিকে?'

আগেই সিধে হয়েছে রানা, চোখ ভরা পানি নিয়ে বেরিয়ে আসছে ঝোপ থেকে।

সাত

সন্ধে পৌনে সাতটা।

উত্তর থেকে গোলাগুলির ফুটফাট আওয়াজ ভেসে এল, তারপর এক সময় তা থেমেও গেল। পুলিস স্টেশনে অপেক্ষা করছে সুফিয়ান, গোপন করে রেখেছে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা। টেবিলের ওপর হিস হিস করছে ছোট ল্যাম্প। পাশেই টেলিফোন আর একটা রেডিও। কামরার পিছন দিকে ফাদার জোসেফ আর মৌলভী শাহ আজিজ বসে আছেন, ওদের সঙ্গে রয়েছেন মাহমুদ। কেউ কথা বলছে না। কথা বললে ওদের উদ্বেগ ধরা পড়ে যাবে।

এক ঘণ্টা আগে আলবার্টভিল থেকে যোগাযোগ করেছিল অপারেটর। সুফিয়ানকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিল, বিশ মিনিটের মধ্যে ওর সঙ্গে কথা বলবেন প্রেসিডেন্ট উবাণ্ডি বুটা। কিন্তু এখনও কোন কল আসেনি। সুফিয়ানের ধারণা, জেনারেল বুটাও হাতে সময় পাবার জন্যে দেরি করছেন, সেই ফাঁকে তাঁর প্যারা মিলিটারি ঘিরে ফেলছে গ্রামটাকে। পেরিমিটার থেকে মার্সেনারির খানিক পরপরই রিপোর্ট পাঠাচ্ছে। নিচের জঙ্গলে পৌঁছে গেছে সিমবারা। সংখ্যা বোঝা না গেলেও, খুবই তৎপর তারা।

যান্ত্রিক আওয়াজ তুলে জ্যান্ত হয়ে উঠল রেডিও। অপারেটরের হাত থেকে মাইক্রোফোনটা প্রায় ছিনিয়ে নিল সুফিয়ান।

'ওয়ান কমাণ্ডো টু বেস,' আর.এস.এম-এর শান্ত, দৃঢ় কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

'বেস লীডার টু ওয়ান কমাণ্ডো। রিডিং ইউ স্ট্রেংথ ফাইভ। কাম ইন। ওভার।'

'উসুমবুরাকে আমরা পেয়েছি, সুফিয়ান। মি. রানা আহত হয়েছেন সামান্য। বাকি সবাই মারা গেছে বা নিখোঁজ।'

'ওহ্ গড। ওহ্ গড! ফরহাদ...'

'আমরা তার লাশ নিয়ে আসছি, সুফিয়ান।'

সুফিয়ানের কান্না পাচ্ছে, কিন্তু সে কাঁদছে না। 'মাসুদ ভাই?'

'সেরে উঠবেন।'

'উসুমবুরা?'

'বেঁচে আছেন। আমরা আসছি, সুফিয়ান। পেরিমিটার গার্ডদের সতর্ক করে দাও।'

মাহমুদের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল সুফিয়ান, তারপর মাইক্রোফোনে বলল, 'অল ক্লিয়ার, আপনারা চলে আসুন। কায়েস ভাই, রিএনফোর্সমেন্ট দরকার?'

'না, দরকার নেই। সিমবাদের অনেক ক্ষতি হয়েছে এদিকে, কৃতিত্বটা সম্ভবত মি. রানার। ওভার অ্যাণ্ড আউট।'

চেয়ারে হেলান দিল সুফিয়ান। উত্তেজক কিছু পেলে ভাল হত। মামুনের হুইস্কি ফেলে দেয়া উচিত হয়নি।

'এর মানে কিন্তু এই নয় যে আপনারা রেহাই পেয়ে গেলেন,' কামরার কোণ থেকে মন্তব্য করলেন ফাদার জোসেফ। 'যতই ক্ষতি হোক, গ্রামটাকে সিমবারা চারদিক থেকে ঘিরে ফেলবে।'

সুফিয়ান জবাব দিল না। তার দৃঢ় বিশ্বাস, উসুমবুরাকে ফিরে পাবার জন্যে ওদের সঙ্গে একটা চুক্তিতে আসতে চাইবেন জেনারেল বুটা। ফাদারের দিকে তাকিয়ে ঠাণ্ডা সুরে সে বলল, 'আপনি বলেছিলেন

মাঝরাতে পৌছুবে ওরা।'

'অনুমান করেছিলাম। ব্যাপারটাকে এভাবে দেখুন। সিমবাদের এটা প্রথম ঢেউ। মেইন বডি আসার পথে রয়েছে। এখনও থেকে যেতে চাইছেন, আপনাদের কি বুদ্ধি বলে কিছু নেই? চাইলে এখনও আপনারা জান নিয়ে পালাতে পারেন।'

'এখন আর সিদ্ধান্ত নেয়ার মালিক আমি নই,' বলল সুফিয়ান। 'আমাদের লীডার এখুনি পৌঁছে যাবেন। তাছাড়া, আপনারা না বলেছিলেন, উসুমবুরা বেঁচে আছে জানতে পারলে অস্ত্র বিলি করবেন, সিমবাদের সঙ্গে লড়বেন?'

'লড়বই তো, উসুমবুরা যদি চান,' বললেন শাহ আজিজ।

আবার জ্যান্ত হলো রেডিও। 'টু কমাণ্ডো টু বেস। কাম ইন প্লীজ।' সাড়া দিল সুফিয়ান। 'আমরা এখন গ্রামে, স্যার। পরিবেশ একদম শান্ত। এখান থেকে প্লেনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। আপনি চান সামনে এগোই আমরা?'

'বেস লীডার টু টু কমাণ্ডো। নেগেটিভ। রিপিট, নেগেটিভ। জঙ্গলে লুকিয়ে থাকো, কেউ যেন দেখতে না পায়। সিমবারা আসে কিনা নজর রাখো। ওরা সম্ভবত বেস আর তোমাদের মাঝখানে রয়েছে। কোন রকম নড়াচড়া দেখতে পেলেই আমাকে রিপোর্ট করবে। ওভার অ্যাণ্ড আউট।'

'আচ্ছা, আমাদের কথা আপনি তাহলে বিশ্বাস করেননি!' বললেন ফাদার।

'সম্ভব হলে সব তথ্যই আমি চেক করে দেখি,' জবাব দিল সুফিয়ান।

স্ট্রেচারে করে পুলিস স্টেশনে নিয়ে আসা হলো উসুমবুরাকে। খুব দুর্বল তিনি, তবে সচেতন। কে যেন কোত্থেকে একটা চিতাবাঘের চামড়া নিয়ে এসে মেঝেতে বিছিয়ে দিল, কয়েকজন মিলে তাতে শোয়াল তাঁকে। একটা প্যারাফিন ল্যাম্প জ্বেলে তার মাথার ওপর ধরলেন

মাহমুদ। তাঁর গোষ্ঠির লোকজন একজন দু'জন করে কামরায় ঢুকতে শুরু করল। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকল হেলমেট পরা মার্সেনারিরা, হাতের রাইফেল বুকের ওপর আড়াআড়িভাবে ধরা।

মৌলভী ও ফাদার উঠে বসতে সাহায্য করলেন তাঁকে। গ্রামের মাতবররা তাঁকে ঘিরে একটা অর্ধবৃত্ত তৈরি করল। রাতটা খুব গরম, ঘামে চকচক করছে তাদের মুখ। এক এক করে আলোর ছোট বৃত্তটায় পা রাখল তারা, খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল উসুমবুরাকে।

একজন করে পরীক্ষা করে, তারপর উসুমবুরার পা ছুঁয়ে সালাম করে, বিড় বিড় করে, বলে, 'হ্যাঁ, আপনিই উসুমবুরা, আমাদের মা ও বাবা।'

একজন হেডম্যান বলল, 'আমরা ভেবেছিলাম আপনার আত্মাকে দেখতে পাব, মানুষটাকে নয়।'

উসুমবুরা জবাব দিলেন, 'আমি আত্মা ও মানুষ, দুটোই।'

খড়ের হ্যাট পরা অশীতিপর এক বৃদ্ধ এগিয়ে এলেন, বয়সের কারণে তাঁকে মাতবরদের মাতবর বলে মান্য করা হয়। আগেই তিনি উসুমবুরাকে পরীক্ষা করেছেন। তিনি বললেন, 'আমি একটা কথা বলব।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

'আপনি গোষ্ঠি, ধর্ম, উপজাতি ও বর্ণ নির্বিশেষে সবার মা-বাবা। সবাই বলছে তাদের হৃদয় আপনার নির্দেশ পাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। আমরা জানতে পেরেছি, আপনার নির্দেশেই কিলিমবিতে অস্ত্র আনা হয়েছে। এখন আপনি কি দয়া করে বলবেন, ওই অস্ত্র গ্রামবাসীদের মধ্যে বিলি করা হবে কিনা?'

'তোমরা কি মনে করো, জেনারেল বুটা অত্যাচারী?' পাল্টা প্রশ্ন করলেন উসুমবুরা। 'তাঁর আমলে কি সুখে আছ তোমরা?'

মাতবরদের মাতবর মাথা নেড়ে বললেন, 'না। উবাণ্ডি বুটা

আমাদেরকে নরকে রেখেছে।'

'তোমরা কি তাঁর অত্যাচার থেকে মুক্তি চাও?'

'সে মুক্তি যদি আপনার নেতৃত্বে আসে,' জবাব দিলেন অশীতিপর বৃদ্ধ।

'মৌলভী সাহেব কি বলেন? কি বলেন ফাদার জোসেফ?' পালা করে দু'জনের দিকে তাকালেন উসুমবুরা।

ফাদার জোসেফ পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'মুক্তি পেতে চাইলে যুদ্ধ করতে হবে। প্রশ্ন হলো, সে যুদ্ধে কি আমরা জিতব? তাতে কি সাধারণ মানুষের মঙ্গল হবে?'

'আমরা জিতব, কারণ আমরা ন্যায় ও মঙ্গলের পক্ষে আছি। আমাদের কাছে ত্রিশ হাজার রাইফেলও আছে,' বললেন উসুমবুরা। 'আমরা জিতব, কারণ সাধারণ মানুষ সবাই আমাদের সাহায্য করবে।'

'তাহলে জেহাদের ডাক দিন,' আহ্বান জানালেন শাহ আজিজ। 'আসুন সবাই মিলে বিধর্মীদের এ দেশ থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করি।'

'না,' অসুস্থতা সত্ত্বেও গর্জে উঠলেন ইউনুস উসুমবুরা। 'এটা ধর্মযুদ্ধ নয়। এটা সাধারণ মানুষের ন্যায্য অধিকার আদায়ের সংগ্রাম। এ দেশে সব ধর্মের লোক শান্তিতে ও নিরাপদে বসবাস করবে।'

'আমিও ঠিক তাই বলতে চাইছি,' বললেন মৌলভী সাহেব। 'ইসলামে বিধর্মী তারাই যারা অন্যায়-অত্যাচার করে, মানুষের হক কেড়ে খায়…তাহলে আর দেরি কেন? আপনি হুকুম করুন, গ্রামবাসীদের হাতে অস্ত্র তুলে দিই আমরা।'

'সে কাজ শুরু হয়ে গেছে, শুরু হয়েছে মি. উসুমবুরার নির্দেশেই।' ঘরে ঢুকল রানা, উসুমবুরার পাশে চিতাবাঘের ছালের ওপর হাঁটু মুড়ে বসল। ওর ট্রাউজারের একটা পায়া কোমর পর্যন্ত কাটা, উরুর ওপর নতুন ব্যাণ্ডেজ দেখা যাচ্ছে। নতুন একটা ব্যাণ্ডেজ দেখা যাচ্ছে একটা বাহুতেও। 'প্রাক্তন সৈনিকরা পাহাড় থেকে নেমে আসছে। পিছনের

মাঠে জড়ো হবে সবাই। মি. উসুমবুরা তাদের উদ্দেশে ভাষণ দেবেন।'

'ধন্যবাদ, রানা, মাই বয়,' উসুমবুরার হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা, চোখে পানি। 'তোমার এই সাহায্য চিরকাল আমার মনে থাকবে।'

উসুমবুরার একটা হাত ধরল রানা। 'আমি কিছু বলতে এসেছি আপনাকে। কি বলতে এসেছি আপনি তা জানেন।'

'তুমি বিদায় নিতে এসেছ,' বিড়বিড় করলেন উসুমবুরা। নিজের কাছে টেনে রানার কপালে চুমো খেলেন তিনি। 'কথা দিয়েছি, কাজেই তোমাকে আটকে রাখতে পারব না। তবু, শেষবারের মত জিজ্ঞেস করি, এত কিছু করলে, বিজয়টা দেখে যেতে পারো না?'

'নীতির প্রশ্নে আপোস হয় না,' নরম সুরে বলল রানা। 'এটা আপনাদের যুদ্ধ, বিজয় আপনাদেরকেই ছিনিয়ে আনতে হবে। আমাদের যতটুকু করার, যতটুকু করা শোভন, তা তো করেইছি। শুনুন, ছ'জন মার্সেনারিকে রেখে যাচ্ছি আমরা, আপনার নির্দেশে তারাই সিমবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করবে। ওরা ভাড়াটে সৈনিক, মার্সেনারি; যুদ্ধ করার বিনিময়ে টাকা নেবে। ওদের দলপতি নির্বাচন করেছি আলিকে। লম্বা-চওড়া এক আমেরিকান নিগ্রো। সশস্ত্র প্রাক্তন সৈনিকদের নিয়ে এই মুহূর্তে গ্রামে ঢুকছে সে। আরেকটা কথা। সৈনিকদের ট্রেনিঙে মরচে ধরেছে, ওদেরকে দিয়ে যুদ্ধ করাতে হলে আবার সব নতুন করে শেখাতে হবে।'

'সত্যি আমি কৃতজ্ঞ।' রানার হাতে হাত বুলালেন উসুমবুরা।

দরজার দিকে তাকাল রানা, ওখানে আর.এস.এম দাঁড়িয়ে রয়েছেন। 'মার্সেনারিদের তৈরি হতে বলুন। একটু পরই রওনা হব আমরা।'

'ইয়েস, স্যার!' দোরগোড়া থেকে সরে গেলেন আর.এস. এম।

উসুমবুরা বললেন, 'আমাকে বলা হয়েছে মাইনে একটা প্লেন আছে। সত্যি?'

'জ্বী, সত্যি।'

'ওখানে তোমরা পৌঁছুবে কিভাবে? মাইন এখান থেকে আট মাইল দূরে। পথে সিমবারা...।

তাঁকে থামিয়ে দিয়ে রানা বলল, 'সিমবারা যাতে আক্রমণ না করে তার ব্যবস্থা করা যায় কিনা দেখছি।'

'কি ব্যবস্থা?'

'আপনাকে পরে বলব, যদি প্রয়োজন দেখি,' জবাব দিল রানা। 'আর যদি ব্যবস্থা না হয়, তবু ভয় পাই না। আমাদের সঙ্গে চল্লিশজনের মত মার্সেনারি থাকবে, সবাই তারা অভিজ্ঞ যোদ্ধা।'

'তবু, ঝুঁকি নেয়ার দরকার কি? সঙ্গে এক হাজার লোক দিই, ওরা তোমাদেরকে প্লেনে তুলে দিয়ে আসুক।'

মাথা নাড়ল রানা। 'বললাম না, ওদের ট্রেনিঙে মরচে ধরেছে। তাছাড়া, সশস্ত্র প্রতিটি লোক এখানে আপনার দরকার হবে,' বলল ও। 'আমরা চলে যাচ্ছি বুঝতে পারলে সিমবারা খুশি হয়ে বাধা নাও দিতে পারে। কিন্তু জেনারেল বুটা তার বাহিনীকে লেলিয়ে দেবে আপনার বিরুদ্ধে।'

রানা থামতেই ঝন ঝন শব্দে টেলিফোনটা বেজে উঠল।

'কামরা ছেড়ে বাইরে যান সবাই,' নির্দেশ দিল রানা। মার্সেনারিদের ইঙ্গিতে ডেকে বলল, 'মি. উসুমবুরাকেও নিয়ে যাও তোমরা। পিছনের মাঠে ওরা অপেক্ষা করছে, উনি তাদের উদ্দেশে ভাষণ দেবেন।'

দু'মিনিটের মধ্যে খালি হয়ে গেল কামরা। টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সুফিয়ান ও মাহমুদ। ক্রেডল থেকে রিসিভার তুলেছে সুফিয়ান, তবে কথা বলছে না। রানা এগিয়ে আসতে ওর দিক বাড়িয়ে ধরল সেটা।

রিসিভার হাতে নিয়ে রানা বলল, 'আমি মাসুদ রানা।'

Pathfinder

'এখানে আমি জেনারেল উবাণ্ডি বুটা,' ভরাট ও ভারি একটা গলা ভেসে এল। 'আশা করিনি তোমার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হবে। এত বছর পর তুমি ভাল আছ তো, মাই ফ্রেণ্ড?'

'খুব ভাল আছি,' বলল রানা। 'অনেক বছর দেখা-সাক্ষাৎ না হলেও আপনার উন্নতির খবর ঠিকই আমি পাই, সেই সঙ্গে বিস্মিত হই। আর কিছু না করুন, অন্তত প্যারা মিলিটারির দোষ-ত্রুটিগুলো সারান। ওদের সিকিউরিটি একদম যাচ্ছেতাই।'

'আর্মিকে ছেঁটে ছোট করে রেখেছি। এবার প্যারা মিলিটারিকেও তাই করতে হবে। ভাবলাম তা করার আগে তোমার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে দেখি তো, কাজটা তুমি আমার জন্যে সহজ করে দিতে পারো কিনা। বুঝতেই পারছ, ওরা খরচযোগ্য। আর কিছু না পারুক, তোমার অ্যামুনিশন সাপ্লাই নির্ঘাত কমিয়ে দিয়েছে।'

'কিন্তু শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময় আর্মিকে নিয়ে আপনি গর্ব করতেন, আমার যতটুকু মনে পড়ে।'

'পরে আমি আবিষ্কার করি, আর্মির বালুবা আর সাঙ্গারা প্রত্যেকে দেশের প্রধানমন্ত্রী হতে চায়। ধরে নিচ্ছি উসুমবুরা তোমার হাতে, ঠিক?'

'হ্যাঁ।'

'আমি কি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারি?'

'না,' বলল রানা। 'উনি রাজি নন।'

'তাহলে কিভাবে বুঝব যে উসুমবুরা বেঁচে আছেন?'

'আর্মির সাবেক সৈনিকরা এখন সশস্ত্র, তারা আপনাকে হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দেবে। গণ-অভ্যুত্থান শুরু হলে বাঘের পিঠে আপনি থাকবেন, আমি নই।'

'তোমার প্ল্যানটা কি? উসুমবুরাকে নিয়ে রাজধানী দখল করবে?'

'ও-সব মি. উসুমবুরা করবেন। ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে মার্চ করতে

যাচ্ছেন তিনি, রাজধানীতে পৌঁছুবার আগে দলে যোগ দেবে আরও কয়েক লাখ বিভিন্ন গোষ্ঠির লোকজন।'

'অসম্ভব। এ আমি বিশ্বাস করি না। উসুমবুরা অসুস্থ!'

'আমার একটা প্রস্তাব আছে,' বাধা দিয়ে বলল রানা।

'কি প্রস্তাব?'

'আত্মসমর্পণ করুন,' বলল রানা। 'আপনি আত্মসমর্পণ করলে বিনা রক্তপাতে ক্ষমতা ফিরে পাবেন মি. উসুমবুরা।'

কয়েক মুহূর্ত পর জেনারেল বুটা বললেন, 'আমারও একটা প্রস্তাব আছে, রানা।'

'বলুন, আমি শুনছি।'

'তোমার সাহায্য ছাড়া উসুমবুরার বাপেরও সাধ্য নেই আমার বিরুদ্ধে লাগতে আসেন,' বললেন জেনারেল। 'আমার প্রস্তাব হলো, তুমি তাঁকে সাহায্য না করে আমাকে সাহায্য করো।'

'যেমন?'

'উসুমবুরাকে আমার হাতে তুলে দাও। বিনিময়ে যা চাইবে তাই পাবে তুমি।'

'যা চাইব?' দ্রুত চিন্তা করছে রানা।

'হ্যাঁ।'

'আমরা এখানে চল্লিশ জন আছি, অফিসার পাঁচজন,' বলল রানা। 'সবাইকে আপনি সন্তুষ্ট করতে পারবেন?'

'মানি ইজ নো প্রবেলম।'

'মার্সেনারিদের জন্যে মাথা পিছু এক মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অফিসারদের জন্যে মাথা পিছু তিন মিলিয়ন। আর আমার জন্যে দশ মিলিয়ন। রাজি?'

বোঝা গেল উত্তর দেয়ার আগে ফিসফিস করে কার সঙ্গে যেন কথা বলছেন জেনারেল বুটা। তারপর বললেন, 'অনেক বেশি টাকা চাইছ

তুমি। এ প্রায় অসম্ভব, আমাদের কোষাগার খালি হয়ে যাবে।'

'এর কমে সম্ভব নয়। হয় টাকাটা যোগাড় করুন, নাহয় ক্ষমতা হারিয়ে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড়াবার প্রস্তুতি নিন। আমার আগের প্রস্তাবটাও গ্রহণ করতে পারেন, আত্মসমর্পণ করুন। সেক্ষেত্রে সারাজীবন শুধু জেলে পচতে হবে।'

'তুমি টাকার লোভে উসুমবুরাকে সাহায্য করতে কঙ্গোয় এসেছ,' বললেন জেনারেল বুটা। 'মার্সেনারিরাও তাই। উসুমবুরা তোমাদেরকে যে টাকা দিচ্ছেন তারচেয়ে বেশি টাকা দিয়ে তোমাদেরকে আমি কিনে নিতে চাইছি। কিন্তু তুমি যদি অবিশ্বাস্য একটা অংক দাবি করে বসো...'

'পরিস্থিতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা আছে বলেই এই পরিমাণ টাকা চাইছি আমি,' জবাব দিল রানা। 'একবারও তো জিজ্ঞেস করলেন না, এত অস্ত্র আর গোলাবারুদ কোত্থেকে এল, কারা দিল। জেনারেল বুটা, আন্তর্জাতিক মহলে এখন আর আপনার বন্ধু বলে কেউ নেই। আমেরিকা ও ব্রিটেন গোপনে সাহায্য করছে মি. উসুমবুরাকে। প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে, প্রাক্তন সৈনিকদের নিয়ে তিনি মার্চ শুরু করলে আরও অনেক দেশ প্রকাশ্যে সমর্থন জানাবেন। আপনার অবস্থা খুবই শোচনীয়, বুটা। আমরা টাকার ভুখা, আমাদের খিদে মিটিয়ে শেষ একবার চেষ্টা করে দেখতে পারেন।'

'এ-ধরনের হস্তান্তর কোথায় ঘটতে পারে?'

'আলবার্টভিল এয়ারপোর্টে। ওখানে আমাদের জন্যে একটা প্লেন রাখবেন আপনি, ফুয়েল ভরে।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর জেনারেল বুটা বললেন, 'ঠিক আছে। তবে আমার দুটো শর্ত আছে। এক, আমি চাইব এখানে পৌঁছুনোর সঙ্গে সঙ্গে উসুমবুরা যেন মারা যান। অনেক চেষ্টা করেও তাঁকে আমি মারতে পারিনি। লাশটা দেখালেই মনে করব চুক্তির শর্ত

পূরণ করা হয়েছে। দুই, আমি চাই না তাঁর কোন লোকজন তাঁকে দেখতে পাক। এই ব্যাপারটা নিশ্চিত করার জন্যে নিরস্ত্র দু'জন পর্যবেক্ষক পাঠাব আমি।'

'আপনার দ্বিতীয় শর্ত মেনে নিলাম,' বলল রানা। 'কিন্তু আমরা তাঁকে জ্যান্ত ডেলিভারি দেব। তাঁর লাশ আমাদের জন্যে পাসপোর্টের কাজ করবে না।'

অপরপ্রান্তে আবার কার সঙ্গে যেন পরামর্শ করছেন জেনারেল বুটা।

রানা আবার বলল, 'শর্ত আমারও আছে। প্লেনটাকে বিরতিহীনভাবে দক্ষিণ আফ্রিকায় পৌঁছুতে হবে। বড় বা নাম করা কোন এয়ারলাইনের প্লেন হতে হবে, চালাবেও তাদের ক্রুরা, এবং জাতিসংঘের অন্তত তিনজন উচ্চপদস্থ অবজারভার থাকতে হবে। আর, আপনার সিমবাদের আপনি ডেকে নেবেন। এখুনি পিছু হটতে বলবেন তাদের। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে,' ক্লান্ত সুরে বললেন বুটা।

'আমার সঙ্গে বেঈমানী করলে মারা পড়বেন,' সাবধান করল রানা। 'আপনার ওপর নজর রাখব আমি। ভোরের আলোয় রওনা হব আমরা। তার আগে নিজের লোকদের সরিয়ে নিন। কোথাও যদি সন্দেহ করার মত কিছু দেখি, চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে, সেই সঙ্গে সারা দুনিয়ার লোক উসুমবুরা সম্পর্কে জেনে যাবে। আলবার্টভিলে দেখা হচ্ছে।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে বিড়বিড় করল রানা, 'প্রায় ষাট মিলিয়ন মার্কিন ডলার। প্র-চু-র টাকা, তাই না?' হঠাৎ চোখের কোণে একটা নড়াচড়া ধরা পড়ল। হাসতে যাচ্ছিল ও, চেপে গেল সেটা। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে সুফিয়ান, যেন পাথরের একটা মূর্তি। সরাসরি ওর দিকে তাকিয়ে। তার কাঁধে একটা রাইফেল ছিল, এখন সেটা হাতে। ঠিক রানার দিকে তাক করা নয়, তবে মাজলটা কামরার ভেতর হাঁ করে আছে।

রানার পাশে রয়েছে মামুন আর মাহমুদ। হতভম্ব দেখাচ্ছে

Pathfinder

ওদেরকে। নিস্তব্ধতা ভাঙল সুফিয়ান, দোরগোড়া থেকে। 'আপনি নমস্য ব্যক্তি, মাসুদ ভাই। চিরকাল আপনার নির্দেশ মাথা পেতে নিয়েছি। কিন্তু আর বোধহয় সম্ভব নয়।'

সুফিয়ানের হাতে ধরা রাইফেলটার দিকে চট করে একবার তাকাল রানা, তারপর হেসে উঠে বলল, 'কেন, কি করলাম আমি? তোমরা টাকা চাও না?'

'টাকার বিনিময়ে বেঈমানী করব?' পাল্টা প্রশ্ন করল সুফিয়ান। মাথা নাড়ল সে। 'আমরা চুক্তি করেই এখানে এসেছি, সেটা ভাঙতে বা সেটার অমর্যাদা করতে পারি না।'

'প্লেন নিয়ে চ্যাপলিন যখন চলে গেল, চুক্তিটা তখনই ওদের তরফ থেকে ভাঙা হয়েছে,' বলল রানা। 'ম্যাড হ্যারিসনের নামটা প্রথমে আমাকে সিণ্ডিকেটের একজন প্রতিনিধি জানিয়েছিল। চ্যাপলিনকে পাইলট হিসেবে রাখার প্রস্তাবটাও তাদের ছিল। চিন্তা করে দেখো, সুফিয়ান। ব্যক্তিগতভাবে তুমি পাবে ত্রিশ লাখ মার্কিন ডলার। এটা উপরি। ত্রিশ লাখ ডলার, এবং নিরাপদে প্রাণ বাঁচানোর সুযোগ। চিন্তা করে দেখো।'

'চ্যাপলিনকে নিতে আমরা অস্বীকার করিনি,' জবাব দিল সুফিয়ান। 'কাজেই সে চলে যাওয়ায় তাকে ছাড়া আর কাউকে আমরা দায়ী করতে পারি না। তাছাড়া, উসুমবুরা কোন অন্যায় করেননি। তাঁকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যেই প্রাণ দিয়েছে ফরহাদ।'

'মাহমুদ, আপনি কি বলেন?' জানতে চাইল রানা।

'আমি বিশ্বাস করি না।'

'কি বিশ্বাস করেন না।'

'আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেলে আলাদা কথা। সুস্থ অবস্থায় আপনার পক্ষে জেনারেল বুটার প্রস্তাব মেনে নেয়া সম্ভব নয়।'

'মামুন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'সুফিয়ান ঠিক কথাই বলছে, মাসুদ ভাই। মাহমুদ ভাইয়ের মত আমিও বিশ্বাস করি না।'

'ভোটে তাহলে আমি হেরে গেলাম,' হতাশ দেখাল রানাকে।

ঘরে ঢুকলেন আর.এস.এম। সুফিয়ান তাঁকে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করল। সব শুনে গলা ছেড়ে হেসে উঠলেন কায়েস চৌধুরী, তারপর রানার সমর্থনে বললেন, 'টাকা কামানোর সুযোগ কি বারবার আসে?'

কামরার ভেতর উত্তেজনা টান টান হয়ে উঠল। সুফিয়ানের রাইফেল ধরা হাতটা একটুও কাঁপছে না। মাহমুদের হাত কোমরে গোঁজা পিস্তলের কাছাকাছি সরে এসেছে।

আবার কথা বলল রানা, 'আমি তোমাদের লীডার। আমার নির্দেশ মেনে চলার শপথ নিয়েছ তোমরা।'

'তা নিয়েছি প্রথম চুক্তির অধীনে। আপনি এখন নতুন একটা চুক্তি করতে চাইছেন।'

'মার্সেনারিরা ভাল যোদ্ধা হলেও,' কথা বলছেন আর.এস.এম, 'বুদ্ধি কম বলে দুর্নাম আছে তাদের। কথাটা এতদিনে পুরোপুরি বিশ্বাস করি নি, আজ করলাম।'

'কি বলতে চান আপনি?' কঠিন সুরে জিজ্ঞেস করল সুফিয়ান।

'বুঝতে পারছ না? বলতে চাইছি, তোমরা প্রত্যেকে একেকটা গাধা।' আবার তিনি গলা ছেড়ে হেসে উঠলেন।

ওরা তিনজন, মামুন, সুফিয়ান আর মাহমুদ পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে।

কায়েস চৌধুরীর হাসি থামতে রানা বলল, 'একটু ভুল হলো, কায়েস ভাই। সত্যি, আমাকে ভুল বুঝেছে ওরা; কিন্তু ওদের আচরণে সত্যিই আমার গর্ববোধ হচ্ছে। আমার লোকদের কাছ থেকে ঠিক এই আচরণই আশা করি আমি।'

'আপনি আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করছিলেন!' সুফিয়ান হতভম্ব। রানাকে

এগিয়ে আসতে দেখে সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াল সে।

'বোকাই তোমরা, এবং সেজন্যে আমি গর্বিত,' কামরা থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলল রানা। 'অনেক কাজ। দাঁড়িয়ে থেকো না। আর. এস. এম, আমার সঙ্গে আসুন, প্লীজ।'

আট

রাত আটটা।

চাঁদ এখন অনেক ওপরে উঠে এসেছে, আলোকিত করে রেখেছে গ্রামটাকে। বাতাস স্থির। ঝাঁক বেঁধে উড়ে বেড়াচ্ছে মশককুল। রাতের পরিবেশ ভরাট হয়ে আছে পোকামাকড়ের চিৎকারে।

পেরিমিটার গার্ডরা বাদে মার্সেনারিরা বাকি সবাই জড়ো হয়েছে রাস্তায়। প্রাক্তন সৈনিকরা জড়ো হয়েছে পুলিস স্টেশনের পিছনের মাঠে, পাঁচজন মার্সেনারি তাদেরকে প্যারেড করাচ্ছে। পাঁচজনের একজনকে ভারপ্রাপ্ত হিসেবে দায়িত্ব দিয়ে মার্সেনারিদের মূল দলে ফিরে এসেছে আলি। ঠিক হয়েছে পনেরো জনের একটা গ্রুপ মাইন পর্যন্ত রানাদের সঙ্গে যাবে, ওদেরকে প্লেনে তুলে দিয়ে ফিরে আসবে গ্রামে। একা শুধু আলি নয়, ফাদার জোসেফ ও মৌলভী শাহ আজিজও যাবেন।

মার্সেনারিদের সামনে এমন ভঙ্গিতে হাঁটছেন আর.এস.এম, তিনি যেন একটা প্যারেড গ্রাউণ্ডে রয়েছেন। ঘুরলেন তিনি, মার্সেনারিদের মুখোমুখি হলেন। তাঁর কড়া দৃষ্টি অনুভব করে আড়ষ্ট হয়ে গেল সবাই।

'একটু পরই মেজর মাসুদ রানা তোমাদের উদ্দেশে দু'একটা কথা বলবেন। তার আগে আমি কিছু বলতে চাই। এরকম যুদ্ধ আগেও আমি করেছি। তবে তোমাদের সঙ্গে নিয়ে এই যে যুদ্ধটা করলাম, এর জন্যে আমি গর্বিত। ভাল যত যোদ্ধাকে আমি চিনি, তোমরা তাদের চেয়েও অনেক ভাল। দ্যাট'স অল,' হুঙ্কার ছাড়লেন তিনি। এই মুহূর্তটিতে মার্সেনারিরা সবাই তাঁকে অন্তর থেকে ভাল বাসল।

রাস্তায় নেমে এল রানা।

'প্যারেড। প্যারেড।' চিৎকার করছেন আর.এস.এম। 'প্যারেড অল প্রেজেন্ট অ্যাণ্ড কারেক্ট, স্যার।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, আর.এস.এম।' স্যালুটের জবাব দিল রানা। 'অ্যাট ইজ। আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি,' মার্সেনারিদের বলল ও। 'আট মাইল দূরে ছোট একটা এয়ারস্ট্রিপ আছে, আমাদের দখলে একটা প্লেনও আছে। আট মাইল দুর্গম পাহাড়ী রাস্তায় অনেক রকম বিপদ ঘটতে পারে, তবে যেভাবে হোক ওখানে আমরা পৌঁছুব।' মৃদুকণ্ঠে কথা বলছে ও, ওর আত্মবিশ্বাস সংক্রমিত হচ্ছে সবার মধ্যে। 'তিন দলে ভাগ হয়ে এগোব আমরা, প্রতি গ্রুপের সঙ্গে ব্যবধান থাকবে কোয়ার্টার মাইল। জানা গেছে এই মুহূর্তে অল্প কিছু সিমবা ঘিরে রেখেছে আমাদেরকে। ওদের মেইন বডি এখনও অনেক দূরে। যারা ঘিরে রেখেছে তারা আমাদেরকে বাধা না-ও দিতে পারে, আমি আশা করছি জেনারেল বুটা ওদেরকে পিছু হটার নির্দেশ দেবেন। তবে এ-ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চয়তা দেয়া যাচ্ছে না। আমাদের সঙ্গে ইউনুস উসুমবুরা থাকছেন। পথে স্থানীয় বালুবা ও সাঙ্গাদের দেখা পাব আমরা, ধরে নিচ্ছি তারাও আমাদের সাহায্য করবে। রওনা হবার আগে অফিসাররা তোমাদেরকে ব্রিফ করবেন। তোমরা যারা এখানে থেকে যেতে চাও, আমাদেরকে প্লেনে তুলে দিয়ে ফিরে আসতে পারবে।

'আর.এস.এম-এর মন্তব্য আমার কানে এসেছে। তাঁর সঙ্গে আমি

সম্পূর্ণ একমত। তোমাদেরকে নেতৃত্ব দিতে পেরে আমি গর্বিত।' নিঃশব্দে হাসল রানা। 'কথা দিচ্ছি, ফেরার পর সবাইকে আমি নিজের পয়সায় অঢেল বিয়ার খাওয়াব। অল রাইট, ক্যারি অন, আর.এস.এম। প্রথম গ্রুপ পনেরো মিনিট পর রওনা হবে।'

সিমবারা লক্ষ রাখবে, জেনারেল বুটার নির্দেশে উসুমবুরাকে তারা দেখতেও চাইতে পারে, সে-কথা ভেবেই একজন মাতবরকে উসুমবুরা সাজানো হয়েছে।

'বেস লীডার টু টু কমাণ্ডো। বেস লীডার টু টু কমাণ্ডো। আর ইউ রিসিভিং মি? ওভার।'

'টু কমাণ্ডো টু বেস লীডার। রিসিভিং ইউ স্ট্রেংথ ফাইভ। কাম ইন। ওভার।'

'বেস লীডার টু টু কমাণ্ডো। তোমাদের ওদিকে সব ক্লিয়ার?'

'ইয়েস, স্যার। অল ক্লিয়ার। স্থানীয় কিছু লোক এখনও ঘোরাফেরা করছে। সিমবাদের কোন চিহ্ন পর্যন্ত নেই।'

'বেস লীডার টু টু কমাণ্ডো। কিলিমবি থেকে এখুনি রওনা হচ্ছি আমরা। মেইন্টেইন রেডিও লিসনিং ওয়াচ। প্রথম গ্রুপ গ্রামে না পৌঁছুনো পর্যন্ত কাভার নিয়ে থাকো। আমি চাই তারপর তোমরা প্লেনে ফুয়েল ভরবে. তবে ততক্ষণ প্লেনটার ওপর কড়া নজর রাখো। কাউকে ওটার কাছাকাছি ঘেঁষতে দেবে না।'

'স্যার, আপনি চান পাইলটকে ধরে আনি?'

'নেগেটিভ। শুধু লক্ষ রাখো কোথায় আছে সে। গ্রামে আমরা না পৌঁছুনো পর্যন্ত আড়াল ছেড়ে বেরিয়ো না।'

'টু কমাণ্ডো টু বেস লীডার। ঠিক আছে। ওভার অ্যাণ্ড আউট।'

'আচ্ছা, জেনারেল বুটা কেন এয়ারস্ট্রিপটা ব্যবহার করছেন না?' হঠাৎ জানতে চাইল সুফিয়ান, নার্ভাস দেখাচ্ছে তাকে।

'ওই মাইনটা লীজ নিয়েছে আমেরিকান দূতাবাসের ফার্স্ট অফিসার,

ছেলেমেয়েদের নামে,' জবাব দিলেন ফাদার কুরুকাপিল্লাই। 'এয়ারস্ট্রিপ আর প্লেনটাও তাদের। মাইন বন্ধ হয়ে গেলেও, লীজের সময় শেষ হয়নি। মাইনে যে এয়ারস্ট্রিপ আর প্লেন আছে, এ-কথা সিমবা অফিসাররা অনেকে জানেই না। এখনও বেলজিয়ান আমলের ম্যাপ ব্যবহার করে তারা। যে-কোন শহর থেকে এক মাইল দূরে ছেড়ে দিন, নির্ঘাত ওরা পথ হারিয়ে ফেলবে। শুধু তো অফিসে বসে চুরি-চামারির ধান্ধার কথা ভাবে।'

ঘরে ঢুকলেন আর.এস.এম, সঙ্গে মাহমুদ ও মামুন।

রানা জানতে চাইল, 'সব রেডি?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিলেন মাহমুদ। 'বাইরে পরিবেশ থমথম করছে। কিছু নড়ছে না, কোন শব্দ নেই।'

'বড় বেশি শান্ত,' বলল মামুন। 'ওরা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।'

'না,' বলল রানা। 'জেনারেল বুটা তাঁর লোকদের ডেকে নিচ্ছেন। সহজ পথে উসুমবুরাকে হাতে পেতে চাইছেন তিনি। আর দেরি করার মানে হয় না। প্রথমে তিনজন মার্সেনারিকে নিয়ে আলি যাবে, একটা রেডিও নিয়ে। সুফিয়ান, তুমি নিজের দল নিয়ে অনুসরণ করবে। এরপর যাবে মামুন আর মাহমুদ ভাই, সঙ্গে উসুমবুরা থাকবেন। স্থানীয় লোক বা মাতবররা আমাদের সঙ্গে না গেলেই ভাল হত, কিন্তু যাবেই যখন, অস্ত্র চালাতে জানলে তাদেরকে কাজে লাগাও।

'কিভাবে এগোতে হবে, আরেকবার ব্যাখ্যা করছি আমি। খানিকদূর এগিয়ে প্রথম দল থামবে, পিছনের দল পিছু হটার ভঙ্গিতে তাদের মাঝখান দিয়ে এগোবে বা পাশ কাটাবে। মামুন ও মাহমুদ ভাই যখন সুফিয়ানকে পাশ কাটাবেন, উসুমবুরাকে সুফিয়ানের কাছে রেখে যাবেন আপনারা। আমি চাই উসুমবুরা যেন সব সময় মাঝখানে থাকেন। আমি সবার শেষে এখান থেকে বেরুব। এক পর্যায়ে সুফিয়ানের পজিশন আমি

দখল করব, তোমাদের পজিশন দখল করবে সুফিয়ান। তারপর আবার তোমরা এগোবে। আলি সব সময় সামনে থাকবে, কোথায় কি বিপদ আছে দেখবে।

'বিপদ যদি আসে পিছন থেকেই আসবে, পিছনে আমি থাকব। কাজেই ফরহাদের অবশিষ্ট লোক নিয়ে আমার সঙ্গে থাকবেন আর.এস.এম। তোমরা যদি গোলাগুলির আওয়াজ শোনো, তাহলে কাছাকাছি চলে আসার চেষ্টা করবে, তবে লীপ-ফ্রগিং পদ্ধতি বাতিল করবে না—যত দ্রুত সম্ভব সামনে বাড়বে। আশা করি বলার দরকার নেই যে এ-ধরনের পরিস্থিতিতে স্পীডই হলো বাঁচার একমাত্র উপায়।

'আমি যদি আক্রান্ত হই, সুফিয়ান, তোমার লোকদের মাঝখান দিয়ে এগোব আমি, সঙ্গে থাকবেন উসুমবুরা—তুমি আমাদের কাভার দেবে। আমি নতুন পজিশন পাবার পর, তুমি আগে বাড়বে, তখন আমরা তোমাকে কাভার দেব। আইডিয়াটা বুঝতে পারছ তো? উই নেভার স্টপ মুভিং।

'মামুন আর মাহমুদ ভাই, আপনারাই প্রথমে গ্রামে ঢুকবেন। ঢুকেই এমনভাবে পজিশন নেবেন, এয়ারস্ট্রিপ আর প্লেন যাতে পুরোপুরি নিরাপদ থাকে। মামুন উঠে যাবে ককপিটে, ফ্লাইট প্ল্যান তৈরি করবে ও। কারও কোন প্রশ্ন আছে?' কেউ কথা বলল না। 'অল রাইট, সুফিয়ান। মুভ আউট। গুড লাক।'

নয়

রাত নয়টা।

'ওহ্ গড। ওহ্ মাই গড। দে আর কামিং এগেন। লুক ওভার দেয়ার, হানড্রেডস অব দেম। ওহ্ মাই গড, উই আর ডেড!'

পাথরের নিচু একটা আড়ালে শুয়ে প্রলাপ বকছে লোকটা। এগিয়ে এসে তার পাঁজরে কষে একটা লাথি মারলেন আর.এস.এম.। 'ডানকান,' তার কণ্ঠস্বর চাবুকের মত আওয়াজ করল, 'আমি না বলা পর্যন্ত তুমি মরবে না, বুঝতে পারছ?'

মুখ তুলল ডানকান। তার উরুতে নোংরা একটা ব্যাণ্ডেজ, এখনও রক্ত গড়াচ্ছে। ভেজা ভেজা লাল চোখ আর.এস.এম-এর মুখের ওপর স্থির হলো, অনিশ্চিত ভঙ্গিতে বার কয়েক মিটমিট করল। এ এমন এক লোকের চোখ, যে তার শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে। 'আমরা মারা গেছি,' বিড় বিড় করল সে। 'আমরা আর এগোতে পারব না। হায় ঈশ্বর, সবাই আমরা মারা গেলাম।' রাইফেলের দিকে ফেরার সময় কাঁদতে শুরু করল সে। চোখের পানি ঘামের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে, মুখ ভর্তি ধুলো-বালি। 'হে পরম করুণাময়,' রাইফেল তুলে গুলি করার সময় প্রার্থনা করছে। কাঁধে ধাক্কা মারল রাইফেল। 'স্বর্গ থেকে সবই তুমি দেখতে পাচ্ছ...'

সরে এসে একজনের কাঁধ ছুঁলেন আর.এস.এম। রাইফেল নিচু করে

এন. সি. ও মুখ তুলে তাকাল। আর.এস.এম. বললেন, 'ওদিকে সরে যাও, ডানকানের ওপর একটা চোখ রাখো। যদি মনে হয় পুরোপুরি পাগল হয়ে গেছে, বাকি সবাই জানার আগেই গুলি করবে ওকে।'

উপত্যকার এক প্রান্তে মেশিন-গান জ্যান্ত হয়ে উঠল। তার সঙ্গে যোগ দিল আরও কয়েকটা। পাথর চুরমার হয়ে যাচ্ছে, দিক বদলে ছুটোছুটি করছে ঝাঁক ঝাঁক বুলেট। রেডিওতে রানার গলা ভেসে এল।

'আলি?'

'এদিকে সব ফাঁকা, স্যার।'

'মামুন?'

'অল ক্লিয়ার, মাসুদ ভাই।'

'সুফিয়ান, আমার কথা শুনছ?'

'জ্বী, শুনছি।'

'তুমি পজিশনে তো?'

'জ্বী।'

'ঠিক আছে। আমি তোমাদের পিছনে চলে আসছি, আমাকে কাভার দাও। তোমার বাকি লোক যত দ্রুত সম্ভব সামনে এগোবে। ওভার অ্যাণ্ড আউট।'

বন করে আধপাক ঘুরল রানা। 'আর.এস.এম!' চেঁচাল।

'স্যার।' এগিয়ে এলেন আর.এস.এম।

'কি অবস্থা?'

'খুব একটা খারাপ না, স্যার,' জবাব দিলেন আর.এস.এম.। 'সিমবারা বরাবরের মত এলোপাতাড়ি গুলি করছে।'

'ক'জন বলে মনে করেন?'

'আশি থেকে একশো, স্যার। আমরা হয়তো ওদেরকে ঠেকিয়ে রাখতে পারব, তবে ব্যাপারটা নির্ভর করে ওদের রিজার্ভের ওপর। বোকার মত ঝুঁকি নেয় ওরা, স্যার। সেটাই চিন্তার কথা। ছুরি হাতে ওই

পাথরগুলোর ভেতর যদি ঢুকে পড়ে, বিপদেই পড়ব।'

'আমরা সুফিয়ানের কাছে যাচ্ছি। তাড়াতাড়ি লোকজনকে রওনা করিয়ে দিন। আপনি সবার শেষে আসবেন। রওনা হবার আগে গুরুতর আহত লোকগুলোকে, যাদের কোন আশা নেই, গুলি করবেন। দ্যাট'স অ্যান অর্ডার। ওরা যেন সিমবাদের হাতে না পড়ে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেলেন আর.এস.এম।

'ওয়ান কমাণ্ডো, দিস ইজ অ্যাডভান্স গার্ড। কাম ইন প্লীজ।'

'অ্যাডভান্স গার্ড, দিস ইজ ওয়ান কমাণ্ডো লীডার, রিসিভিং ইউ স্ট্রেংথ ফাইভ। গো অ্যাহেড। ওভার।'

'আমরা একটা পাহাড়ে রয়েছি, স্যার। সিমবাদের একটা পার্টি এক পাশ দিয়ে আপনাদেরকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছে—যাচ্ছে গ্রামটার দিকে। ওদের কাছে মশাল আছে, খুব জোরে ছুটছে।'

'ওদের তুমি বাধা দিতে পারো? খোলা রাখতে পারো পথটা?'

'মনে হয় পারি, স্যার।'

'অল রাইট, মুভ। মুখোমুখি হলে জানাবে আমাকে।'

'ইয়েস, স্যার। ওভার অ্যাণ্ড আউট।'

'থ্রী কমাণ্ডো। দিস ইজ ওয়ান কমাণ্ডো লীডার। কাম ইন। ওভার।'

'লীডার, রিসিভিং ইউ।'

'মাহমুদ ভাই, আলির পজিশন নেয়ার জন্যে স্কাউট পাঠান।'

'অল রাইট। ওভার অ্যাণ্ড আউট।'

চোখ নামাল রানা। হাত দুটো একটু একটু কাঁপছে দেখে বিস্মিত হলো। স্থান ত্যাগের জন্যে অন্ধকারের ভেতর এক জায়গায় জড়ো হচ্ছে ছায়ামূর্তিগুলো। দূর থেকে ভেসে এল ড্রাম পিটানোর ছন্দময় নরম শব্দ,

একা একটা লোক কাজটা করছে। খানিক পর তার সঙ্গে আরও ড্রামার যোগ দেবে, দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়ে উঠবে আওয়াজ, আগুন ধরিয়ে দেবে সিমবাদের রক্তে, উন্মাদ হয়ে উঠবে তারা। ড্রাম পিটানোর শব্দ যখন তুঙ্গে উঠে যাবে, পাথরগুলো টপকে ওপরে উঠে আসবে তারা। পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে আর. এস. এম-ও আওয়াজটা শুনছেন, অনুভব করলেন তাঁর শরীরের চামড়া যেন ক্রল করছে।

সিমবাদের একটা দল ঘন ঝাঁক বেঁধে ছুটছে। অনেকের হাতেই মশাল, সামনের সরু পথ আলোকিত হয়ে আছে। ঝোপ-ঝাড় ভেঙে, হুংকার ছাড়তে ছাড়তে আসছে তারা।

অ্যামবুশ পজিশনের জন্যে মোটামুটি খোলা একটা জায়গা বেছে নিয়েছে আলি। ওখানে পৌঁছুনোর পর সিমবারা ভাল কোন কাভার পাবে না। পথের নিচের দিকে চল্লিশ ফুট দূরে একজন লোককে দাঁড় করাল সে, আরেকজনকে দাঁড় করাল চল্লিশ ফুট ওপরে। মাঝখানে বসাল নিজের মেশিন-গান। মেশিন-গানের দু'দিকেই পনেরো ফুট পর্যন্ত কিলিং গ্রাউণ্ড, পাথর ফেলে চিহ্নিত করে রাখল। সিমবারা যখন ওই পয়েন্ট দুটোর মাঝখানে চলে আসবে, ফায়ার ওপেন করবে সে। ঝোপের ভেতর ডুব দিল তার লোকেরা। অপেক্ষা করছে সবাই।

ডাইভ দিয়ে সুফিয়ানের পাশে পড়ল রানা। হু-উ-শ! ওদের মাথার ওপর দিয়ে একটা রকেট ছুটে গেল। একযোগে মাথা নিচু করল ওরা, পরমুহূর্তে চোখ ধাঁধানো আলোর বিস্ফোরণ সাদা করে তুলল কালো রাতটাকে। মার্সেনারিরা সাবধানে, রয়েসয়ে গুলি করছে। বেশি অ্যামুনিশন খরচ করা চলবে না। ওদের স্নাইপার ইনফ্রা-রেড সাইটের সাহায্য নিয়ে টার্গেট বাছাই করছে, আশি গজ রেঞ্জের মধ্যে সিমবারা এসে পড়লেই।

'দেখা যাচ্ছে জেনারেল বুটা ধোঁকা দিয়েছেন আমাকে,' নিচু গলায় বলল রানা। 'তিনি সিমবাদের ডেকে নেননি।'

'কিন্তু তাঁর তো উত্তরে থাকার কথা, তাই না?' বলল সুফিয়ান।

'তিনি আশা করেননি আমরা এই জায়গা দিয়ে বেরিয়ে যাব। উত্তর থেকে এদিকে লোকজন আনতে সময় লাগবে তাঁর।'

'প্রতি মিনিটে ওদের সংখ্যা বাড়ছে,' বিড়বিড় করল রানা। হিসেবে ভুল হয়েছে, সেজন্যে নিজেকেই দায়ী করছে ও।

'হ্যাঁ,' সায় দিল সুফিয়ান।

'তবে ঠিকই বেরিয়ে যাব আমরা,' বলল রানা, দৃঢ় কণ্ঠে। 'মাহমুদ ভাই বলছেন, তাঁর সামনেটা ফাঁকা। ঠিক আছে, তোমার বাকি লোকদের ডেকে নিয়ে সামনে বাড়ো। আমার অনেক লোক মারা পড়েছে, তুমি কয়েকজনকে রেখে গেলে কিছুটা ক্ষতি পূরণ হয়। যাও, আমি কাভার দিচ্ছি।'

'ফায়ার!' গর্জে উঠল আলি। খ্যাঁক-খ্যাঁক করে উঠল মেশিন-গান, কমলা ফুলকি ছুটল অন্ধকারে। পয়েন্ট থেকে ফায়ার ওপেন হলো। ঝাঁক ঝাঁক বুলেট ছুটে এল কিলিং গ্রাউণ্ডে, শুইয়ে দিল সিমবাদের। তারে পা বেধে যাওয়ায় বিস্ফোরিত হলো পরপর কয়েকটা গ্রেনেড, গুলিবিদ্ধ সিমবারা আলু ভর্তায় পরিণত হলো। পিছন সারির কয়েকজন সিমবা ঘুরেই ছুটল।

'ঠিক আছে, সরে এসো,' ডাক দিল আলি। রেডিও অন করল সে, বলল, 'অ্যাডভান্সড গার্ড টু ওয়ান কমাণ্ডো লীডার। কাম ইন।'

'লীডার টু অ্যাডভান্সড গার্ড। গো অ্যাহেড।'

'ওরা নেই, স্যার। আমাদের কেউ আহত হয়নি।'

'গ্রামের দিকে এগোও। মাহমুদ ভাই আসছেন, কাভার দাও ওঁকে।'

'ভেরি গুড, স্যার। ওভার অ্যাণ্ড আউট।'

ছুটছে ওরা, পায়ে তুমুল ঝড়ের গতি। মাটিতে ভারি আওয়াজ করছে বুট, আলগা পাথরে লেগে হড়কে যাচ্ছে, চোখে ঘামের ফোঁটা পড়ায় ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে দৃষ্টি, হাপরের মত ওঠা-নামা করছে বুক, তবু কেউ থামছে না। চাঁদ অনেক ওপরে উঠে এসেছে, এখন হলদেটে লাগছে ওটাকে, সাদা মেঘের ফাঁকে সাঁতার দিচ্ছে। নকল উসুমবুরা একটা স্ট্রেচারে রয়েছেন, স্ট্রেচারের দু'পাশে ছুটছেন ফাদার কুরুকাপিল্লাই আর মৌলভী শাহ আজিজ। পয়েন্ট থেকে একটা চিৎকার ভেসে এল। কাভার পাবার জন্যে ডাইভ দিল মার্সেনারিরা।

'আলি, স্যার,' লাইন ধরে মেসেজটা পৌঁছুল। তার সঙ্গে দেখা করার জন্যে সামনে বাড়লেন মাহমুদ।

'গ্রামটা ঠিক সামনে, স্যার,' রিপোর্ট করল আলি। 'সোলায়মান বলছে পরিবেশ একদম শান্ত। মেজর রানাকে কাভার দেয়ার জন্যে আপনি চান পিছনে থাকি আমি, ইতিমধ্যে আপনি এগিয়ে যাবেন?'

'রাইট। ছ'জন লোককে রাখো। ছড়িয়ে দাও ওদের। উসুমবুরা তোমার সঙ্গে থাকুন, যতক্ষণ না আমি তাঁর জন্যে লোক পাঠাই। মামুন, তিনজন লোককে নিয়ে আমার সঙ্গে এসো তুমি। আপনারাও,' ফাদার আর মৌলভী সাহেবকে বললেন তিনি, 'আসুন। আপনাদেরকে আমার দরকার হতে পারে।'

ওদের পিছনের জঙ্গল থেকে গোলাগুলির অস্পষ্ট আওয়াজ ভেসে আসছে।

মাহমুদ দাঁড়ালেন, মাইনিং ভিলেজ-এর ফাঁকা রাস্তার ওপর সতর্ক চোখ বুলাচ্ছেন অ্যামবুশের লক্ষণ দেখতে পাবার আশায়। ছায়ার ভেতর দিয়ে তাঁর লোকেরা একজন দু'জন করে এগোচ্ছে, পজিশন নিচ্ছে দোরগোড়ায় কিংবা নাগালের মধ্যে যে-কোন আড়ালে। প্রতি মুহূর্তে

একটু একটু করে এগোচ্ছে সবাই।

পিছনে মাঝে-মধ্যেই একসঙ্গে অনেকগুলো স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র গর্জে উঠছে। সন্দেহ নেই, আওয়াজটা ধীরে ধীরে সরে আসছে গ্রামের দিকে। মাহমুদ আন্দাজ করলেন, প্রচুর ক্ষতি স্বীকার করে এগিয়ে আসছে রানা। রানাও গ্রামে পৌঁছুবে, ওকে ধাওয়া করে সিমবারাও। অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বনের সময় নয় এটা। পাকা রাস্তা ধরে ছুটলেন তিনি, মার্সেনারিরা অনুসরণ করল তাঁকে।

গ্রামের ভেতর চুনকাম করা ছোট ছোট বাড়ি, জোছনা থাকায় পাঁচিল ও দেয়ালে মার্সেনারিদের কালো ছায়া পড়ছে। দর দর করে ঘামছেন মাহমুদ, ক্যামোফ্লেজ জ্যাকেট ভিজে গেছে, তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বাড়িগুলোর প্রতিটি ফাঁকা জানালার ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে গুলির আওয়াজ শোনার অপেক্ষায় আছেন তিনি। মাথাটা বিস্ফোরিত হতে পারে, ঝাঁঝরা হয়ে যেতে পারে বুক।

তারপর গ্রাম পিছনে ফেলে এল ওরা, খাটো ঘাস মোড়া ছোট একটা বিস্তৃতি পেরুচ্ছে। সামনেই ল্যাণ্ডিং স্ট্রিপ, জঙ্গলের ভেতর অভিযোগ করার ভঙ্গিতে খাড়া করা একটা আঙুল যেন। ডান দিকে ঘুরে গেলেন মাহমুদ। তাঁর ওপর দিকে মাইন শ্যাফটের হেড-গিয়ার। স্ট্রিপের কিনারা ধরে ছুটলেন তিনি, শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে আছে ছোট একটা করোগেটেড আয়রন শেড। ওটার এক পাশে দেখা গেল প্লেনটাকে, চাঁদের আলো পড়ায় ডানা থেকে রূপালি আলো ছড়াচ্ছে। সোলায়মান লোকজন নিয়ে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছে।

'পাইলট কোথায়?' জানতে চাইলেন মাহমুদ।

'ওদিকে, স্যার।' হাত তুলে দেখাল সোলায়মান। শেডের পাশে ঘাসের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে এক লোক, পরনে মেকানিক্যাল ওভারঅল।

'সর্বনাশ, কি করেছ তোমরা ওর?'

'কিছু না, স্যার। আমরা তাকে ধরার আগেই মদ খেয়ে চুর হয়ে ছিল। মেজরের অর্ডার, স্যার। মদ খাচ্ছে দেখতে পেয়েও আমরা ভেতরে ঢুকতে পারিনি।'

'লোকজন কোথায়? গ্রাম খালি কেন?'

'সবাই সরে গেছে, স্যার। কালা আদমী, সাদা আদমী, সবাই। গোলাগুলির আওয়াজ এগিয়ে আসছে দেখে।'

'মামুন, তুমি ডাকোটা চালাতে পারো তো?'

'পারি কিনা দেখতে চান?' উত্তর দিল মামুন। সোলায়মানের দিকে তাকাল সে। 'ফুয়েল ভরা হয়েছে?'

'জ্বী, স্যার। কালো একজন মেকানিককে আটক করেছিলাম, সেই দেখিয়ে দেয় কিভাবে ফুয়েল ভরতে হয়। পরে তাকে আমরা ছেড়ে দিয়েছি। স্যার, আপনি চান পাইলটকে সুস্থ করে তুলি?'

'দরকার নেই। ও আর আমাদের কোন কাজে আসবে না। আমাকে একটু উঁচু করে ধরো, কেমন? মাহমুদ ভাই, খুঁজলে হয়তো আশপাশে কোথাও দু'এক বোতল পাওয়া যাবে, লোক পাঠাব?'

'না। সোলায়মান, তোমার লোকদের নিয়ে গ্রামের নিচের দিকে চলে যাও, সাহায্য করো আলিকে। সুফিয়ানেরও আসার সময় হয়েছে। সে এলেই আমাকে জানাবে।'

পাঁচ মিনিটে বিশবার ফ্লেয়ারের খোঁজে আকাশে তাকাল রানা। রেগে যাচ্ছে ও, মাহমুদ ভাই করছেনটা কি? একটা অর্ধবৃত্তের আকৃতি নিয়ে এগিয়ে আসছে সিমবারা, তাদের মাজল ফ্ল্যাশ দেখে বোঝা যাচ্ছে। ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে সেটা।

ক্রল করে এগিয়ে এলেন আর.এস.এম। 'চোদ্দজন লোক মারা গেছে, স্যার। এইমাত্র আরও দু'জনকে হারালাম।'

রানা এক চুল নড়ল না। এক মুহূর্ত পর জানতে চাইল, 'পাহাড়ে

থাকার সময় যারা আহত হয়েছিল?'

'কাজটা আমি নিঃশব্দে সেরেছি, স্যার, ছুরি দিয়ে। কেউ ওরা কিছু বুঝতে পারেনি।'

'কাজটা আপনাকে করতে হওয়ায় আমি দুঃখিত, কায়েস ভাই।'

'নেভার মাইণ্ড, স্যার। ইট ওয়াজ ফর দা বেস্ট। স্যার, সিমবারা যেভাবে এগিয়ে আসছে, আমাদের আরও খানিক পিছু হটা দরকার,' বললেন আর. এস. এম। পিছু হটা বলতে এয়ারস্ট্রিপের দিকে এগোবার কথা বলছেন তিনি।

'অল রাইট, আর. এস. এম। সবাইকে নির্দেশ দিন।'

ক্রল করে ফিরে যাচ্ছেন আর.এস.এম, তারপর তিনি ঘাড় ফেরালেন। 'বাকি আহতদেরও কি আমি...স্যার?'

'না। যারা বেঁচে আছে তাদের প্রত্যেককে সঙ্গে নিন। আমার অনেক লোককে আমি হারিয়েছি,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'আর কাউকে হারাতে চাই না।'

আলির বসানো পেরিমিটার গার্ডদের মাঝখান দিয়ে ভেতরে ঢুকল সুফিয়ান, সঙ্গে নিজের লোকজন ও উসুমবুরা। খালি গ্রাম পেরিয়ে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এল ল্যাণ্ডিং স্ট্রিপে।

ফ্লাইট ডেকে ঢুকে ধপাস করে বাম দিকের সীটে বসে পড়ল মামুন। ককপিট লেআউটটা মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করল সে, প্যানেলের সঙ্গে পরিচিত হলো, তারপর জানালার ওপর হাত তুলে স্টারবোর্ড এঞ্জিনের বুস্টার পাম্প অন করল। এনগেজিয়ার ও এঞ্জিন সুইচ খুঁজে পেল তার আঙুল, টেনে সে-দুটো নিচে নামাল। বোতাম টিপে ম্যাগনেটো অন করল। ফায়ার করল এঞ্জিন। সঙ্গে সঙ্গে সুইচগুলো রিলিজ করল সে, মিকশ্চার কন্ট্রোল ঠেলে দিল অটো-রিচ পর্যন্ত। ব্যাকফায়ার করল এঞ্জিন, অকস্মাৎ বিস্ফোরিত হলো আগুনের শিখা। এগজস্ট থেকে হু-হু

করে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। থ্রটল পিছিয়ে এনে আবার সুইচগুলো অন করল সে। ঘুরল এঞ্জিন, স্টার্ট নিল, তারপর খকখক করে কেশে থেমে গেল। থ্রটল অ্যাডজাস্ট করল সে। মনে মনে আল্লাহকে ডাকছে, আবার অন করল সুইচ। প্লেনে নকল উসুমবুরাকে তুলছে ওরা। শুধু শুধু, কোন কাজে লাগেনি লোকটা। গোলাগুলির আওয়াজ গ্রামের প্রান্তসীমায় পৌঁছে গেছে। প্রপেলার ঘুরতে শুরু করল, স্টার্ট নিল এঞ্জিন।

'ধন্যবাদ, খোদা, ধন্যবাদ,' নিঃশ্বাস ফেলল মামুন। এঞ্জিনের গতি বাড়ার অপেক্ষায় থাকল সে। তারপর পোর্ট সুইচ অন করল। প্লেন তো রেডি হচ্ছে, ভাবল সে, সবাই উঠতে পারবে তো? গ্রামে এখনও সবাই পৌঁছুতে পেরেছে তো? মাসুদ ভাই?

'ঠাণ্ডা মাথায়। শান্তভাবে,' সাবধান করছেন আর.এস.এম, নিজের লোকদের পিছনে দৃঢ় পায়ে হাঁটাহাঁটি করছেন। 'ওদেরকে ভয় পাবার কোনও কারণ নেই। সময় নিয়ে টার্গেট বাছাই করো, সময় নিয়ে লক্ষ্যস্থির করো। হ্যাঁ, এভাবে। এই তো চাই।'

ফুলকির একটা রেখা চাঁদের পথ আড়াআড়িভাবে পেরুচ্ছে, রেখাটাকে অনুসরণ করছে রানা। এই সময় অলস ভঙ্গিতে আকাশে উঠল একটা লাল ফ্লেয়ার।

'আহত লোকগুলো কি সবই সোলায়মানের কাছে পৌঁচেছে?'

'ইয়েস, স্যার,' জবাব দিলেন আর.এস.এম। 'রয়ে গেছি···বাকি আছি শুধু আমরা।'

'অল রাইট, গেট ব্যাক,' গোলাগুলির আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল রানার চিৎকার। 'সবাই প্লেনের দিকে ছোটো।'

সেই কিলিমবি থেকে সারাটা পথ ওদেরকে পিছু হটে গ্রামটার দিকে এগোতে হয়েছে। সিমবাদের ধাওয়া খেয়ে ওরা যদি তাদের দিকে পিছন ফিরে সামনে ছুটত, পিঠে গুলি খেয়ে মরতে হত সবাইকে, একজনও

প্লেনের কাছে পৌঁছুতে পারত কিনা সন্দেহ। প্রতি মুহূর্তে যুদ্ধ করেছে ওরা, সিমবাদের প্রতিটি আক্রমণাত্মক ঢেউকে থামিয়ে দিয়েছে। সিমবারা যদি সীমিত বা নির্দিষ্ট সংখ্যক হত, তাদের যে ক্ষয়-ক্ষতি ওরা করেছে, আক্ষরিক অর্থেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত তারা। কিন্তু অনেক আগে নানা জায়গা থেকে রওনা হয়েছে সিমবারা, দলে দলে তারা আসছে তো আসছেই। প্রতিমুহূর্তে তাদের শক্তি বেড়েছে, ফলে ক্ষয়-ক্ষতি সামলে নিতে কোন অসুবিধে হয়নি।

সবাই চলে গেছে, বা যাচ্ছে, রয়ে গেছে একা শুধু রানা। ধীরে ধীরে পিছু হটছে ও, গ্রামে ঢোকার রাস্তায় উঠে এসেছে, প্রতি মুহূর্তে গুলি করছে জঙ্গলের দিকে। গ্রামের ভেতর ঢুকল ও, রাস্তাটা পাকা ও চওড়া দেখে মনে মনে বিস্মিত হলো, ভাবল—এই রাস্তাও তো এয়ারস্ট্রিপ হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব ছিল।

পিছু হটছে রানা, গুলি করছে। গ্রামের প্রায় শেষ মাথায় চলে এসেছে ও। ওর সামনে সিমবারাও ঢুকে পড়েছে গ্রামে। আর মাত্র কয়েকটা বাড়ি, এগুলোকে পাশ কাটাতে পারলেই এয়ারস্ট্রিপে পৌঁছে যাবে ও।

ঘুরল রানা, পরমুহূর্তে ছুটতে শুরু করল। একটা বুলেট পাঁচিলে লাগল, দিক বদলে চলে এল রানার পিঠে। আছাড় খেলো রানা। পরমুহূর্তে সিধে হয়েই ছুটল আবার।

আরেকটা বুলেট ওর পায়ের পিছনের রাস্তায়, পাথরে লাগল, সেখান থেকে উঠে এসে হাঁটুর পিছনটা ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল। তৃতীয় বুলেটটা লাগল সরাসরি, শিরদাঁড়ার পাশে কোমরে।

এখন আর রানা ছুটতে পারছে না। রক্তক্ষরণে দুর্বল হয়ে পড়ছে ও। পারছে না তবু চেষ্টা করছে দৌড়াতে, ফলে হোঁচট খাচ্ছে বারবার। আরেকটা বুলেট আধপাক ঘুরিয়ে দিল ওকে। কাঁধে লেগেছে। পা দুটো ভাঁজ হয়ে গেল। মেঘের আড়ালে মুখ লুকাল চাঁদ। গাঢ় ছায়ার ভেতর ধীরে ধীরে ঢলে পড়ল রানা। চিৎ হয়ে পড়েছে ও। জানে, এবার আর

উঠতে পারবে না।

কাছাকাছি থেকে সিমবাদের রণসঙ্গীত ভেসে আসছে। কোরাস গাইছে তারা। গ্রামে ঢুকে পড়েছে। অন্ধকারে গুলি করছে, এগিয়ে আসছে ওর দিকে। 'ইস,' রানা ভাবছে। 'প্রায় পৌঁছে গিয়েছিলাম। একটুর জন্যে পারলাম না।' ওর বিশ্বাস হতে চাইছে না, ভাবছে, সত্যি তাহলে মারা যাচ্ছি!

ক্রল করতে চাইছে রানা, কিন্তু খুব একটা এগোতে পারছে না। এখন আর এয়ারস্ট্রিপের দিকে এগোনোর কোন মানে হয় না, বিশ গজ যাবার আগেই সিমবারা ওকে ছেঁকে ধরবে। রাস্তার দু'পাশের খালি বাড়িগুলোর একটায় ঢুকতে পারলে কিছুক্ষণ বেঁচে থাকার উপায় হয়। কিন্তু শক্তি পাচ্ছে না শরীরে। রাস্তাটা ভেসে যাচ্ছে রক্তে।

হঠাৎ কাঁধে কার যেন স্পর্শ অনুভব করল রানা।

'কে?' চিৎকার করে জানতে চাইল ও। 'হায় আল্লাহ! আমার চোখ! সব ঝাপসা লাগছে। কে এখানে?'

'একা শুধু আমি, স্যার,' নরম সুরে বললেন আর.এস.এম।

'আপনি? এখানে? যান, এখুনি চলে যান। শুনতে পাচ্ছেন না, ওরা কাছে চলে এসেছে?'

'শুনতে পাচ্ছি, স্যার,' নাক টানলেন আর.এস.এম। 'শুধু শুনতে পাচ্ছি না, এত কাছে যে ওদের গন্ধও পাচ্ছি।'

'তাহলে যাচ্ছেন না কেন?'

'পারছি না, স্যার,' আর.এস.এম মিথ্যে কথা বললেন। 'আমার দুটো পা-ই চুরমার হয়ে গেছে।'

'কায়েস ভাই!'

'কপাল খারাপ, স্যার।'

'তারমানে আমরা দু'জন থেকে গেলাম।'

'জ্বী, স্যার।'

'দুঃখিত,' নরম গলায় বলল রানা। 'আপনার পা দুটোর জন্যে।' হঠাৎ আর.এস.এম-এর একটা বাহু আঁকড়ে ধরল ও। 'কিসের শব্দ? আমি একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছি।'

'প্লেনের আওয়াজ, স্যার। এঞ্জিন। এটাই আমাদের সান্ত্বনা, স্যার। সবাই ওরা প্লেনের কাছে পৌঁছুতে পেরেছে। ও খোদা, আমার যদি ডানা থাকত! আপনাকে আমি উড়িয়ে নিয়ে যেতাম।'

'আপনি কি খুব ব্যথা পাচ্ছেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'তেমন নয়, স্যার।' আর.এস.এম সম্পূর্ণ অক্ষত, রানার মাথাটা তিনি দু'হাতে তুলে নিলেন।

'আমিও তেমন একটা ব্যথা অনুভব করছি না। শুধু একটা অসাড় ভাব ছড়িয়ে পড়ছে সারা শরীরে। আমার শিরদাঁড়াটা বোধহয় গুঁড়িয়ে গেছে। পা দুটো খুব একটা নাড়তে পারছি না।' আর. এস. এম-কে ছোঁয়ার জন্যে একটা হাত তুলল ও। 'আপনি এখানে থাকায় ভাল লাগছে,' ফিসফিস করল। 'একা মরতে ভয় পাই, ব্যাপারটা তা নয়। তবে এই যে শেষ সময়ে প্রিয় একজন সাহসী মানুষকে পাশে পাচ্ছি, মনে হচ্ছে এটাই জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়া। কায়েস ভাই, হ্যাঁ, স্বীকার করতে হবে—লোকগুলোকে আপনি ট্রেনিং দিয়েছিলেন বটে! আপনি না থাকলে এত ভাল ইউনিট আমরা পেতাম না।'

আর.এস.এম বললেন, 'আমাকে ওরা যমের মত ভয় পেয়েছে, কিন্তু আপনার প্রতি ছিল ওদের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা আর ভালবাসা।'

'আর.এস.এম,' জিজ্ঞেস করল রানা, 'একটা বুলেট ঢোকাতে আপনার সাহস হবে?'

'না, স্যার। আমাকে ক্ষমা করবেন,' বিষণ্ণ সুরে বললেন রেজিমেন্টাল সার্জেন্ট মেজর। প্রসঙ্গটা যে উঠবে, তা তিনি জানতেন।

ফাঁকা রাস্তার ওপর এক মুহূর্ত চুপচাপ পাশাপাশি শুয়ে থাকল রণক্লান্ত দুই যোদ্ধা। হঠাৎ করে আর.এস.এম ফিসফিস করলেন, 'ওরা এখন আর

খুব দূরে নয়, স্যার। এগোচ্ছে খুব সাবধানে। আপনি কি বলেন, মরে গেছি ভান করে ওদেরকে একেবারে কাছে আসতে দিই যদি? কোথায় রাইফেল তাক করতে হবে আমি আপনাকে দেখিয়ে দেব। মারা যাবার আগে একটা সারপ্রাইজ দিতে পারলে মন্দ হয় না।'

ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটল রানার ঠোঁটে। 'সত্যি, মন্দ হয় না।'

'ওরা এসে পড়েছে, স্যার। গুড বাই, স্যার। আমি ধরছি, আপনি উপুড় হোন। হ্যাঁ, হয়েছে। মাথাটা একটু তুলুন, আর একটু। চমৎকার। এবার রাইফেলটা এভাবে ধরে রাখুন। খোদা!' হঠাৎ চাপা গলায় হেসে উঠলেন আর.এস.এম। 'মারা যাবার আগে এমন ভড়কে দেব ওদেরকে...'

দশ

রাত সাড়ে দশটা। ডাকোটার পাশে দাঁড়িয়ে পরিশ্রান্ত রিয়ার গার্ডদের এয়ারফিল্ডে ঢুকতে দেখছেন মাহমুদ। উদ্বেগে অস্থির হয়ে আছেন তিনি। লোকগুলো এগিয়ে আসছে হোঁচট খেতে খেতে, ধরাধরি করে বয়ে আনছে আহত সঙ্গীদের। মাথার ওপর আকাশ থেকে ধীরে ধীরে নিচে নামছে ফ্লেয়ারটা, গোটা গ্রাম ও চারপাশের জঙ্গল অনেক দূর পর্যন্ত লালচে আলোয় ভাসিয়ে রেখেছে। রানার কথা ভেবে মাথাটা খারাপ হবার যোগাড় হয়েছে তাঁর।

হঠাৎ এয়ারফিল্ডের শেষ প্রান্তের পেরিমিটার থেকে গোলাগুলির

আওয়াজ ভেসে এল, দূর থেকে ভেসে আসায় নরম শোনাল আওয়াজটা। ঝট করে ঘুরলেন মাহমুদ, হাত তুলে আড়াল করলেন চোখ। 'সুফিয়ান,' চিৎকার বেরিয়ে এল গলা চিরে, 'ফর গড'স সেক, লুক ওভার দেয়ার। সিমবারা প্লেনের পথ আগলাবার চেষ্টা করছে।'

ল্যাণ্ডিং স্ট্রিপের শেষ মাথায় ঘন জঙ্গল, অন্ধকারের ভেতর কমলা ফ্ল্যাশ দেখা গেল, ধীরে ধীরে সারিটা এগিয়ে আসছে এদিকে। মাহমুদের লম্বা করা হাত অনুসরণ করে তাকাল সুফিয়ান। মাজল ফ্ল্যাশ গুনল সে। 'পনেরোটা...বিশটাও হতে পারে, তার বেশি নয়,' শান্ত সুরে বলল সে, এঞ্জিনের আওয়াজকে ছাপিয়ে কোন রকমে শোনা গেল। 'বাকি সবাই এখনও উল্টোদিকে। আপনি এদিকটা সামলান। প্লেন ছাড়ার প্রস্তুতি শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওদেরকে আমি ঠেকিয়ে রাখছি। মাসুদ ভাই যে-কোন মুহূর্তে পৌঁছে যাবেন। সোলায়মান,' চিৎকার করে ডাকল সে, 'তোমার লোকদের নিয়ে আমার সঙ্গে এসো।'

সুফিয়ানের কমাণ্ডোয় দু'নম্বর লোক সোলায়মান, পেশীবহুল শরীর, মাথায় কোন চুল নেই। হাঁক ছাড়ল সে, 'খসরু, রাফেল, আমান, সিঙ্গেল, রঘুপতি—আর. পি. ডি নিয়ে এসো তোমরা, আর একটা বাজুকা।' ল্যাণ্ডিং স্ট্রিপের ওপর দিয়ে দুলকি চালে ছুটল সে, বাকি সবাই লাইন ধরল তার পিছনে।

ছুটছে সুফিয়ান, সবার আগে। তার পিছন থেকে মাহমুদ চিৎকার করে বললেন, 'ফর গড'স সেক, প্লেন সচল না হওয়া পর্যন্ত ঠেকিয়ে রাখো ওদের। তারপর ছুটে ফিরে এসো।'

সুফিয়ান ঘুরে তাকাবার প্রয়োজন বোধ করল না, শুধু একটা হাত তুলে বোঝাল যে সে শুনতে পেয়েছে। তারপরও মার্সেনারিদের পিছু নিয়ে কিছুটা ছুটলেন মাহমুদ, গলা ফাটাচ্ছেন, 'জলদি যাও, তাড়াতাড়ি করো! দেখতে পাচ্ছ না, ওরা আমাদেরকে বাক্সের ভেতর আটকে

ফেলছে?' ক্লান্ত মার্সেনারিরা আরও জোরে ছুটল। 'হায় খোদা!' আপন মনে কথা বলছেন তিনি। 'এখনই তো মাসুদ রানাকে দরকার। কোথায় তিনি?'

দু'জন লোককে এগিয়ে আসতে দেখলেন। বাতাসের অভাবে হাঁসফাঁস করছে তারা, ঘন ঘন হোঁচট খাচ্ছে; মাঝখানে একজন আহত লোককে ধরে থাকায় শিরদাঁড়া তাদের ধনুকের মত বাঁকা হয়ে আছে। চোখ জোড়া সরু হয়ে গেল মাহমুদের। ফ্লেয়ারটা নিভে গেছে, চাঁদও মেঘের আড়ালে। লোকগুলো একেবারে কাছে চলে আসার পর চিনতে পারলেন তিনি। 'আলি!' বলেই ছুটলেন। 'আল্লাহকে হাজারো শোকর। আমি শুনেছি তুমি মারা গেছ।'

লোকগুলো দাঁড়িয়ে পড়ল। ধীরে ধীরে মাথা তুলল আলি। তার মুখ ঘাম আর রক্তে ভেজা। 'এখনও মরিনি, স্যার,' মৃদু গলায় বলল সে, একটু হাসতেও পারল। 'এখনও যখন মরিনি, আর বোধহয় মরবও না, স্যার।'

'লীডারকে...মাসুদ রানাকে দেখেছ?'

মাথা নাড়ল আলি। 'তিনি এখনও পৌছাননি? আমি জখম হবার পর তাঁকে দেখেনি, স্যার।' সে দেখল, মাহমুদ তার পেটের দিকে তাকিয়ে আছে। প্রায় এক ইঞ্চি পুরু ব্যাণ্ডেজ ওখানে, সেটাও রক্তে ভিজে গেছে।

তার সঙ্গীদের একজন মাথা ঝাঁকাল। 'তিনি পড়ে গেছেন, স্যার। পড়ে গেছেন গ্রামের শেষ মাথায়। আর.এস.এম তাঁর সঙ্গে রয়ে গেছেন। যদিও তাঁকে আহত বলে মনে হয়নি আমার।'

'তুমি নিজে দেখেছ?' মাহমুদের সারা শরীরে আতঙ্ক যেন উথলে উঠল।

মার্সেনারি আবার মাথা ঝাঁকাল। 'লীডার পিছনে গুলি খেয়েছেন, স্যার। পরিষ্কার দেখিনি, তবে মনে হলো আরও অনেক গুলি লেগেছে

তাঁকে। সিমবারা এত কাছ থেকে গুলি করছিল, তাঁর ছাতু হয়ে যাবার কথা, স্যার।'

ছাতু শব্দটা ব্যবহার করায় মাহমুদের ইচ্ছে হলো লোকটাকে তিনি গুলি করে মেরে ফেলেন। অতি কষ্টে মাথা ঠাণ্ডা রাখলেন; তাসত্ত্বেও সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে তাঁর, চোখ দুটো ভেজা ভেজা।

গ্রামের কাছাকাছি, আরেক দিকে, যারা গার্ড দিচ্ছিল তাদের একজন ফাঁকা এক পশলা গুলি করল দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে। ছুটে তার কাছে চলে এলেন মাহমুদ। 'কি হয়েছে?'

এঞ্জিনগুলো ইতিমধ্যে গরম হয়ে উঠেছে। থ্রটল সেটিং বাড়িয়ে দিল মামুন। কাঁপুনি ধরে গেল প্লেনে। সে আন্দাজ করল, সী লেভেল থেকে পাঁচ হাজার ফুট ওপরে রয়েছে ল্যাণ্ডিং স্ট্রিপ। ওজন মাত্রা ছাড়িয়ে যাবে, কাজেই আকাশে ওঠার জন্যে চোদ্দশো গজ দরকার হবে তার। সময়টা যেহেতু রাত আর আবহাওয়া দিনের চেয়ে ঠাণ্ডা, দুশো গজ কম ধরলেও চলে। ল্যাণ্ডিং স্ট্রিপ, ইমার্জেন্সি এরিয়া সহ, প্রায় দু'হাজার গজ লম্বা। প্লেন ছোটাবার জায়গা আছে তার, এবং সিমবাদের পেরিয়ে যাবার সময় ক্রমশ ওপরে উঠতে থাকবে।

রাইফেল তাক করে গ্রামবাসীদের দেখাল গার্ড, ছোট একটা খাদের নিচে গা ঘেষাঘেষি করে দাঁড়িয়ে আছে তারা। 'ওরা আমাদের সঙ্গে প্লেনে উঠতে চাইছে, স্যার,' বলল সে। 'বলছে, এখানে থেকে গেলে সিমবারা ওদের গায়ের ছাল তুলবে, তারপর জ্যান্ত পুড়িয়ে খেয়ে ফেলবে।'

চোখের সামনে সিকি সেকেণ্ডের জন্যে মাসুদ রানাকে দেখতে পেলেন মাহমুদ, সিমবারা ওকে আগুনে ফেলে সেদ্ধ করছে। 'না বলে দাও।' ঘুরে ছুটলেন তিনি।

মাহমুদ ছুটছেন, ঢাল বেয়ে উঠে এসে তার পিছু নিল গ্রামবাসীরা।

'থামাও ওদের,' গর্জে উঠলেন মাহমুদ। 'ফাঁকা গুলি করো।'

মার্সেনারির হাতে গর্জে উঠল অটোমেটিক রাইফেল। ভয়ে মাথা নিচু করল লোকগুলো। কাছাকাছি পাঁচিলে লেগে প্রতিধ্বনি তুলল আওয়াজটা। লোকগুলো তাদের আতঙ্কিত প্রতিনিধিকে ঠেলে দিল মাহমুদের দিকে। মধ্য বয়স্ক একজন শ্বেতাঙ্গ সে. মুখে ছাগলদাড়ি, হাতের হ্যাটটা অবিরত মোচড়াচ্ছে। 'প্লীজ, স্যার,' ইংরেজিতে বলল সে। 'আমাদেরকে সঙ্গে নিন, প্লীজ। সিমবারা এসে আমাদের সবাইকে মেরে ফেলবে।'

মাহমুদ বললেন, 'এমনিতেই লোক আমরা বেশি, প্লেন উড়বে কিনা জানি না। আপনারা বরং জঙ্গলে লুকিয়ে পড়ুন।'

'লুকালেও সিমবারা আমাদেরকে খুঁজে বের করবে, স্যার। আমরা কোন অন্যায় করিনি, মানবতার খাতিরে আমাদেরকে বাঁচান। প্লীজ, স্যার, আই বেগ অভ ইউ।'

'না, অসম্ভব!' চিৎকার করছেন মাহমুদ। 'এত লোকের জায়গা হবে না।'

'এখানে মহিলারা রয়েছে, শিশুরা রয়েছে—আপনি তাদেরকে কিভাবে মৃত্যুর মুখে ফেলে রেখে যাবেন?'

'আমি কি খোদা? কে বাঁচবে, কে মরবে সেটা নির্ধারণ করার কেউ নই আমি। আপনারা পালান, এখনও সময় আছে। ওহ্ গড! তাঁরা দু'জন কোথায়? মৌলভি সাহেব আর ফাদার?'

'আমরা এখানে,' দু'জনেই তাঁরা মাহমুদের দু'পাশ থেকে একযোগে বললেন।

'ওদেরকে বোঝান,' বললেন মাহমুদ। 'ব্যাখ্যা করুন। তারপর প্লেনে উঠে পড়ুন।'

'আমি ওদের সঙ্গে থাকছি,' বললেন মৌলভী শাহ আজিজ। 'ওরা আমার লোক।'

'আমিও থাকছি,' শান্ত গলায় বললেন ফাদার কুরুকাপিল্লাইও। 'ওরা আমারও লোক।'

'বেশ, ভাল কথা, আপনারা যদি মরতে চান কার কি বলার আছে।' অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন মাহমুদ।

ভিড়টা থেকে ছুটে বেরিয়ে এল এক তরুণী। ত্রিশের মত বয়েস হবে, চেহারায় কাঠিন্য, চোয়াল দুটো উঁচু, গায়ের রঙ কালো। মাহমুদের পাঁচ হাত দূরে দাঁড়াল সে, দুই হাত কোমরে। 'আমি আপনাদের সঙ্গে থাকছি,' মৃদুকণ্ঠে, দৃঢ় সুরে বলল সে।

'কেন?'

'কারণ আমি একজন ট্রেনিংপ্রাপ্ত নার্স। কারণ আপনার অনেক লোক আহত হয়েছে। আপনাকে যেমন আমার দরকার, তেমনি আমাকেও আপনার দরকার।'

'আচ্ছা,' অনিশ্চিত সুর মাহমুদের গলায়। 'ঠিক আছে, একা আপনি শুধু প্লেনে উঠুন।'

'আমি কি অপরাধ করলাম?' প্রশ্ন করল ছাগলদাড়ি শ্বেতাঙ্গ। 'আমাকেও তো আপনার দরকার হতে পারে।'

'কি দরকার হতে পারে?'

'আমি ডাকোটার কো-পাইলট,' বলল লোকটা। 'আমাকে আপনি ফেলে যান কিভাবে?'

'ভাল ফ্যাসাদেই পড়া গেল দেখছি। ঠিক আছে, আপনিও উঠুন।'

'ফাদার আর মৌলভী সাহেব যাচ্ছেন না, কাজেই তাঁদের বদলে আরও দু'জনকে নিতে অসুবিধে কি?' জানতে চাইল কো-পাইলট।

'সত্যিই তো, অসুবিধে কি?' কারও সঙ্গে নয়, একা একা নিজের

সঙ্গে কথা বলছেন মাহমুদ। চোখ থেকে পানি গড়াচ্ছে, নিঃশব্দে কাঁদছেন তিনি। 'আমিও তো থেকে যাচ্ছি, তাহলে আমার বদলে আরও একজন উঠতে পারে। ফরহাদ, লীডার, আর.এস.এম…'

'জোরে বলুন, স্যার।'

'ঠিক আছে,' জোরেই বললেন মাহমুদ। 'আপনারা সব মিলিয়ে ক'জন?'

'একুশজন, তারমধ্যে সাতজনই শিশু।'

'সবাই উঠে পড়ুন প্লেনে, জলদি,' নির্দেশ দিলেন মাহমুদ।

রঘুপতি, খসরু আর রাফেল মারা গেছে। সিঙ্গেল আর সোলায়মান মারা যাচ্ছে, তার হাত এখনও আর. পি. ডি আঁকড়ে ধরে আছে। বেঁচে আছে শুধু সুফিয়ান আর আমান। ওরা দু'জন ল্যাণ্ডিং স্ট্রিপের খোলা বিস্তৃতিটুকু ছুটে পেরিয়ে আসছে।

সুফিয়ান কাছে আসতে মাহমুদ বললেন, 'আমাদের লীডার গ্রামের শেষ মাথায় পড়ে আছেন। তাঁর সঙ্গে আর.এস.এম-ও থেকে গেছেন। তোমরা প্লেনে ওঠো, মামুনকে বলো লীডার, আর.এস.এম., আমি, তুমি—আমরা সবাই প্লেনে উঠেছি।'

'আপনি থাকছেন,' নিচু গলায় বলল সুফিয়ান। 'আমিও থাকছি।' প্লেনে উঠে পড়ল সে।

ককপিটে চিৎকার করছে মামুন। 'এত দেরি করছে কেন? এরপর তো আমি প্লেন নিয়ে উঠতে পারব না! মাসুদ ভাই, আপনি উঠেছেন?'

খোলা দরজায় উদয় হলো সুফিয়ান। 'মাসুদ ভাই আহত হয়েছেন, মামুন। মাহমুদ ভাই, কায়েস ভাই, সবাই আহত। তুমি প্লেন ছাড়ো। আমরা সবাই উঠেছি।' দরজা বন্ধ করে দিল সে, ছুটল পিছন দিকে। তার চোখেও পানি বেরিয়ে এসেছে।

শেষ মাথায় এসে মার্সেনারিদের উদ্দেশে সে বলল, 'আমাদের লীডার মাসুদ রানা পৌঁছুতে পারেননি। তিনি সম্ভবত মারা গেছেন। হয় তাঁকে, নয়তো তাঁর লাশ উদ্ধার করতে যাচ্ছি আমরা। এটা একটা সুইসাইড মিশন। থেকে গেলে ফেরা হবে না। কোন জোর নেই, না যেতে চাওয়ার অধিকার সবার আছে। যদি কেউ যেতে চাও, আমার সঙ্গে লাফ দাও।'

কে আসছে দেখার জন্যে অপেক্ষা করল না সুফিয়ান, খোলা দরজা দিয়ে লাফিয়ে নিচে পড়ল। খোলা দরজার সামনে প্লেনের ভেতর কাউকে দেখা গেল না। সেদিকে একবার তাকিয়ে মাহমুদের সামনে এসে দাঁড়াল সুফিয়ান। 'শুধু আমরা দু'জন, মাহমুদ ভাই।'

'না।' সুফিয়ানের কাঁধের ওপর দিয়ে প্লেনের দরজার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন মাহমুদ। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে এবার সুফিয়ানও তাকাল।

লাফ দিল আলি, এক হাতে রাইফেল, অপর হাতে পেট চেপে ধরে আছে। তারপর লাফ দিলেন মৌলভী সাহেব, হাতে একজন মার্সেনারির কাছ থেকে কেড়ে নেয়া রাইফেল। প্লেন চলতে শুরু করেছে, এই সময় লাফ দিল একজন মার্সেনারি, তার নাম আশরাফ। এবং সবাইকে হতভম্ব করে দিয়ে সবার শেষে লাফ দিয়ে নিচে পড়ল মামুন শেখ। প্লেন ইতিমধ্যে বেশ দ্রুত ছুটতে শুরু করেছে।

'তুমি?' চিৎকার করলেন মাহমুদ।

'হ্যাঁ, আমি,' জবাব দিল মামুন। 'উনি আমার আদর্শ পুরুষ, ওঁকে ফেলে কাপুরুষের মত পালাব?' মাথা নাড়ল সে। 'প্লেনের দায়িত্ব কো-পাইলটের ওপর ছেড়ে দিয়ে এসেছি।'

মৌলভী সাহেবের দিকে ফিরলেন মাহমুদ। 'আপনি কেন নামলেন? বুঝতে পারছেন না, আমরা মরব বলে থাকছি? আপনি কেন মরতে যাবেন?' তার গলায় তিরস্কার।

'কে তিনি, যার জন্যে এতগুলো লোক হাসিমুখে মরতে চায়? এত বয়েস হলো, এরকম লোক দেখা তো দূরের কথা, এরকম লোকের কথা আগে কখনও শুনিনি পর্যন্ত। নামলাম কৌতূহলে।'

'কৌতূহল মেটাবার জন্যে মরতেও আপনি রাজি?'

উজ্জ্বল হেসে মৌলভী সাহেব জবাব দিলেন, 'কে বলল মরব? পূণ্যবান একজন মানুষকে বাঁচাবার জন্যে শহীদ হতে চাইছি আমি।'

'তিনি কি আর এতক্ষণ বেঁচে আছেন!' কান্না চেপে রাখতে কষ্ট হচ্ছে সুফিয়ানের।

'এই অবস্থায় তোমারও নামা উচিত হয়নি,' আলিকে বললেন মাহমুদ।

'আমি তো মরা মানুষ, স্যার,' জবাব দিল আলি। 'সবার আগে থাকব আমি।'

'কিন্তু কেন?'

'মেজরের সঙ্গে আর.এস.এম আছেন, স্যার,' সংক্ষেপে জবাব দিল আলি।

প্লেন নিরাপদে আকাশে উঠে যাবে, তারই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে আত্মবলিদানে উদ্বুদ্ধ ওরা ছ'জন মহৎপ্রাণ।

সিমবাদের ছোট একটা দল মাত্র পনেরো গজের মধ্যে চলে এসেছে, তারপরও আর.এস.এম গুলি করতে বলেননি রানাকে বা নিজেও গুলি করেননি। পাশাপাশি পড়ে আছে যেন মরে ভূত হয়ে যাওয়া একজোড়া লাশ। সিমবারা সাতজন, তিনজনের হাতে ছোরা, কাঁধে রাইফেল, বাকি সবার রাইফেল হাতে। ছোরা হাতে তিনজন লোক সবার সামনে। উদ্দেশ্যটা পরিষ্কার, অচেতন হলেও জ্যান্ত শিকার খুঁজছে তারা, প্রতিশোধ হিসেবে চামড়া তুলবে।

সাবধানে এগোচ্ছে তারা। খিকখিক করে হাসাহাসি করছে। দূরত্ব আর মাত্র দশগজ। রানার উরুতে হাঁটু দিয়ে সামান্য ঠেলা দিলেন আর.এস.এম, সেই সঙ্গে চেঁচালেন, 'ফায়ার, স্যার, ফায়ার!'

সামান্য এক পশলা গুলি বেরুল রানার রাইফেল থেকে, তারপরই থেমে গেল ওটা। অবশ্য আর.এস.এম-এর রাইফেল সিমবারা দাঁড়িয়ে থাকা পর্যন্ত চুপ করল না। পিছনে ছিল বিশ-বাইশ জনের দ্বিতীয় দলটা, সামনের সাতজন কচুকাটা হয়ে গেছে দেখে গুলি করতে করতে পিছু হটে গেল তারা।

হাঁ হয়ে গেছেন আর.এস.এম। তাঁর বিস্ময় বাঁধ মানছে না। এখনও বেঁচে আছেন...এ কি করে সম্ভব। 'স্যার!' সিমবাদের গুলির আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল তাঁর গলা।

'আবার ওরা আসবে, এবার ক্রল করে,' বলল রানা। 'আমার গুলি শেষ, আর.এস.এম।'

দু'তিনবার নিজেকে চিমটি কাটলেন আর.এস.এম । বিশ্বাস জন্মাল, দু'জনেই তাঁরা বেঁচে আছেন। 'আমার কাছে অল্প কিছু গুলি আছে, স্যার। আর গ্রেনেড আছে তিনটে।'

'প্লেনটা চলে গেছে, তাই না, আর.এস.এম?'

'এইমাত্র গেল, স্যার।'

রানার ধারণাই ঠিক, ক্রল করে এগিয়ে আসছে সিমবারা। গুলিও করছে সাবধানে, মাঝে মধ্যে দু'একটা। এই ভঙ্গিতে গুলি করতে দেখেই রানার মনে একটা সন্দেহ জাগল। তবে আর.এস.এম-কে কিছু বলল না ও।

সিমবারা বুঝতে পারছে, তাদের গুলি টার্গেটে লাগছে না। কাজেই একটু একটু করে আরও এগিয়ে আসছে তারা। আর.এস.এম রানাকে ধীরে ধীরে নিজের শরীরের নিচে এনে ফেললেন।

'কি করছেন, কায়েস ভাই? এভাবে কি শেষ রক্ষা হয়?'

জবাব দিলেন না আর.এস.এম। পিন খুলে একটা গ্রেনেড ছুঁড়ে দিলেন। ওটা ফাটতেই রানাকে ছাড়িয়ে ক্রল করে এগোলেন তিনি।

'কি করছেন?' চোখের সামনে থেকে ঝাপসা ভাবটা অদৃশ্য হয়ে গেছে, আর.এস.এম-কে সিমবাদের লাশগুলো টেনে আনতে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেছে রানা।

ওদের সামনে গ্রামের রাস্তা অনেক দূর পর্যন্ত খালি হয়ে গেছে। দ্বিতীয় দলের চারজন কি পাঁচজন আহত হয়েছে গ্রেনেড বিস্ফোরণে, বাকি সবাই বাড়ি-ঘরের আড়ালে লুকিয়েছে।

'ব্যারিকেড তৈরি করছি, স্যার,' হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন আর.এস.এম। সিমবারা আড়াল থেকে গুলি করছে এখনও, তবে দূরত্ব বেশি হওয়ায় লাগার ভয় আরও কমে গেছে। এই সুযোগে সিধে হয়েছেন আর.এস.এম, নিজেদের সামনে চারটে লাশ এনে একটা স্তূপ তৈরি করেছেন।

বিষম এক ধাক্কা খেলো রানা। 'আপনার পা...আপনার তো কিছুই হয়নি!'

'মাফ করবেন, স্যার,' রানার পাশে বসে গায়ের শার্ট ছিঁড়ে ফেললেন আর.এস.এম। রানার ক্ষতগুলোয় ব্যাণ্ডেজ বাঁধছেন। 'সত্যি কথা বললে আমাকে আপনি থাকতে দিতেন না।'

রেগে গেল রানা। 'আপনি অক্ষমণীয় অপরাধ করেছেন, কায়েস ভাই। এভাবে আত্মহত্যা করার অধিকার কেউ আপনাকে দেয়নি।'

'ঋণ শোধ করতে পারব না?' হাসছেন আর.এস.এম। 'মনে করে দেখুন, কতবার আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন...রোডেশিয়ায়, দক্ষিণ আফ্রিকায়, বার্মায়?' ব্যাণ্ডেজ বাঁধা শেষ করে রানার পাশে শুয়ে পড়লেন

তিনি। 'আপনার আঘাত একটাও মারাত্মক নয়, স্যার। শুধু কাঁধেই রয়ে গেছে একটা বুলেট।'

'কিন্তু আপনি কি আমাকে বাঁচাতে পারবেন?' আরও রেগে গেল রানা। রাগের মাথায় মনের সন্দেহটা বলেও ফেলল, 'এখন তো আমি অর্ডার করলেও আপনি চলে যেতে পারবেন না। বাড়িগুলোর পিছন দিয়ে ওদের আরও একটা দল আসছে।'

ঝট করে পিছন দিকে তাকালেন আর.এস.এম.। রানা আন্দাজে বলেছে, আর ওর আন্দাজই সত্যি প্রমাণিত হলো। পনেরো-বিশ জনের একটা দল মাথা নিচু করে আসছে, আসছে এয়ারস্ট্রিপের দিক থেকে। রানার হাতে একটা গ্রেনেড গুঁজে দিয়ে ঘুরে গেলেন আর.এস.এম। তাঁর দেখাদেখি রানাও ঘুরতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না।

'আপনি সামনে নজর রাখুন, স্যার।'

গুঙিয়ে উঠল রানা।

'খুব ব্যথা পাচ্ছেন, স্যার?'

'অথচ খানিক আগে অসাড় লাগছিল,' কাতর গলায় বলল রানা। একটু পরপরই আচ্ছন্ন বোধ করছে ও, যে-কোন মুহূর্তে জ্ঞান হারাবে।

'এটা আসলে ভাল লক্ষণ, স্যার। আপনার শিরদাঁড়া অক্ষত আছে। ওরা আসছে, স্যার। আপনার ওদিকের খবর কি?'

'যারা একশো গজের মধ্যে তারা সবাই আড়ালে,' থেমে থেমে জবাব দিল রানা। 'কিন্তু রাস্তার শেষ মাথায় আরও লোক এসে জমা হচ্ছে। এখনই পঞ্চাশ-ষাটজনের বেশি হবে...,' হঠাৎ থামল, তারপর ব্যাকুল গলায় জানতে চাইল, 'আর.এস.এম, কিসের শব্দ?'

'শব্দ, স্যার? কই?'

'কানের ভুল? মনে হলো দূরে কোথাও কি যেন ভট ভট করছে।'

'কি জানি, স্যার।' এয়ারস্ট্রিপের দিকে তাকিয়ে আছেন

আর.এস.এম। লোকগুলোকে গুনলেন, সতেরো জন। এখনও তারা অনেকটা দূরে, আসছে পুরোটা রাস্তা দখল করে, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। রানার সামনে তবু লাশের আড়াল আছে, তাঁর দিকে কিছুই নেই। হঠাৎ আরও একটা দলকে দেখতে পেলেন আর.এস.এম। সতেরোজনের খানিক পিছনে তারা, এগিয়ে আসছে খুব সাবধানে। মাত্র পাঁচ-ছ'জন লোক, তাদের মধ্যে অত্যন্ত বেঁটে এক লোক সবার সামনে। লোকটাকে চেনা চেনা লাগছে কেন? চাঁদটা পাতলা মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলে আরও পরিষ্কার দেখা যেত...

অকস্মাৎ চমকে উঠলেন আর.এস.এম। 'স্যার! আওয়াজটা আমিও পাচ্ছি!'

গ্রামের বাইরে জঙ্গলের একটা অংশ হঠাৎ যেন ভোজবাজির মত উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল। রানা যেহেতু ওদিকে তাকিয়ে আছে, দিগন্তের কাছাকাছি আকাশ থেকে জঙ্গলে নেমে আসা আলোর সাদা স্তম্ভটাকে পরিষ্কারই দেখতে পেল ও, তবে আর.এস.এম পিছন ফিরে থাকায় আলোর ম্লান আভাটুকুই শুধু খেয়াল করলেন। 'কিসের আলো, স্যার?'

'বুঝতে পারছি না,' বিড় বিড় করছে রানা, চোখ আপনা থেকেই বুজে আসছে। 'সম্ভবত সার্চলাইট।'

'কতদূরে, স্যার? কোন্ দিকে?'

'পাহাড়ের মাথায়, জঙ্গলের ওপর,' বলল রানা। 'ওটা সম্ভবত কঙ্গো এয়ারফোর্সের একটা হেলিকপ্টার গানশিপ... কিন্তু জঙ্গলে সার্চলাইট ফেলে কি করছে?'

আর.এস.এম উত্তরে কিছু বলার সুযোগ পেলেন না, অকস্মাৎ গুলি ও পাল্টা গুলি শুরু হয়ে গেল। ব্যাপারটা বুঝতে কয়েক সেকেণ্ড সময় লাগল তাঁর। সতেরোজনের দলটাকে পিছন থেকে দ্বিতীয় দল আক্রমণ

করেছে, পিছন থেকে আক্রান্ত হওয়ায় প্রথম দলের প্রায় সবাই গুলি খেলো। তাদের আর্তচিৎকারে ভারি হয়ে উঠল বাতাস। সবগুলো লোক এখনও পড়ে যায়নি, দ্বিতীয় দলটাকে আক্রমণ করল তাদের পিছনের তৃতীয় অন্য একটা দল।

লামবো থেকে রওনা হয়েছে হেলিকপ্টার গানশিপ পাঁচটায়।

মোজাম্বিকে পর্তুগালের কয়েকটা ছোটখাট সামরিক ঘাঁটি আছে, সেগুলোর ওপর নজর রাখাই সিক্রেট পুলিস অফিসার হোসে ফার্নান্দেজের কাজ। সামরিক বা বিমান বাহিনীর যে-সব অফিসার ও ক্রু এখানে নিয়মিত যাওয়া-আসা করে তাদের প্রায় প্রত্যেককেই চেনে সে। হেলিকপ্টার গানশিপের ত্রুটি মেরামত করার জন্যে যে-সব মেকানিক মেইনল্যাণ্ড এসেছে, তাদের অন্তত তিনজনের সঙ্গে আগে থেকে পরিচয় আছে তার, আর গানশিপের পাইলট তো তার পুরানো বন্ধু। শুধু বিয়ার নয়, এদের সবাইকে ডিনার খাওয়ানোর প্রস্তাব দিল সে, কোন রকম সন্দেহ না করে তারা সবাই রাজিও হয়ে গেল। 'আসছি,' বলে তাদেরকে বার-এ বসিয়ে এয়ারপোর্টে চলে এল সে, দেখল ইতিমধ্যে নিজের পাইলটকে নিয়ে হেলিকপ্টারে চড়ে বসেছে নাসিম।

দু'জনেই তারা পাইলট হলেও সামরিক হেলিকপ্টার চালাতে পারবে কিনা তা নিয়ে সংশয় রয়েছে ওদের মধ্যে, তবে আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখা গেল না। হেলিকপ্টার ওরা আগেও চালিয়েছে, তবে সেগুলো সবই বেসামরিক।

একটু পরেই দেখা গেল তেমন কোন অসুবিধেই হচ্ছে না। শুধু রকেট আর মিসাইল চালাবার বোতামগুলো সাহস করে ছুঁতে পারছে না। ফার্নান্দেজ অবশ্য দুটোর জায়গায় তিনটে অটোমেটিক রাইফেল জোগাড় করেছে, কারণ সে নিজেও হেলিকপ্টারে থাকবে। আর গ্রেনেড

এনেছে পঞ্চাশটা।

'তুমি কেন?' হেলিকপ্টার আকাশে তোলার আগে জানতে চাইল নাসিম।

'কোন ব্যাখ্যা দিতে পারব না,' জবাব দিল ফার্নান্দেজ। 'মি. রানার জন্যে তোমার ব্যাকুলতা দেখে অদ্ভুত একটা দোলা লেগেছে আমার মনে। মনে হয়েছে তোমার মত মেয়ে যুগে যুগে জন্মায় না। তুমি ব্যতিক্রম।'

অপলক তাকিয়ে থাকল নাসিম। 'তুমি আমাকে বিনা স্বার্থে সাহায্য করছ, এ আমি কোনদিন ভুলব না, হোসে।'

'বিনা স্বার্থে বোলো না,' আড়ষ্ট হাসল ফার্নান্দেজ। 'ঠিক জানি না, বোধহয় কিছু একটা পাবার আশাতেই তোমার সঙ্গে থাকতে চাইছি।'

'কি যেন অফার করেছিলাম, সেটা প্রত্যাখ্যান করার পর এখন কি তোমার আফসোস হচ্ছে?'

মাথা নাড়ল ফার্নান্দেজ। 'আমি বোধহয় আরও বড়, আরও মহৎ কিছু আশা করছি।'

সেটা কি, নাসিম আর জিজ্ঞেস করেনি। সে মেয়ে, পুরুষদের চোখ দেখলেই সব বুঝে ফেলে। স্বামী মারা যাবার পর একমাত্র রানাকেই খুব কাছে পেয়েছে সে। ফার্নান্দেজের এই মুগ্ধ ভাব ওর মধ্যেও কোনদিন দেখেনি। রানা তাকে স্নেহ করে, তাকে সাংঘাতিক আদর করে, কিন্তু ভালবাসে না। দু'জন একঘরে রাত কাটিয়েছে ওরা, অসম্ভব সব ঠাট্টা-কৌতুক করেছে, তবে কখনোই এমন কিছু করেনি যাকে অপবিত্র বলে আখ্যায়িত করা যায়। নাসিমের বুঝতে বাকি থাকল না, ফার্নান্দেজ তাকে ভালবেসে ফেলছে। নিজের গভীরে ডুব দিল সে। কই, না, তার খারাপ লাগছে না।

প্রথম দিকে একটু অসুবিধে হলেও, পরে দেখা গেল নাসিমের

পাইলটও কপ্টারকে অনায়াসে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে। বুরুণ্ডিতে পৌঁছুল ওরা সাড়ে সাতটায়। খুব নিচু দিয়ে উড়ে এসেছে, রাডারে কিছুই ধরা পড়েনি।

বুজুমবুরা এয়ারপোর্ট থেকে নিয়মিত হেলিকপ্টার সার্ভিস আসা-যাওয়া করে, মূল এয়ারপোর্ট থেকে হেলিপ্যাড যথেষ্ট দূরে এবং সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। বিনা নোটিশে হেলিপ্যাডে হেলিকপ্টার গানশিপ নামার পর টনক নড়ল গ্রাউণ্ড ক্রুদের। কেউ কিছু বলার বা করার আগেই অটোমেটিক রাইফেল হাতে হেলিকপ্টার থেকে নিচে নামল ফার্নান্দেজ, পিছনে নাসিম। এখানেও নাসিম ছেলেদের ড্রেস পরে আছে।

রাইফেলের মুখে দাঁড়িয়ে হেলিকপ্টারে ফুয়েল ভরল ক্রুরা। আধ ঘণ্টা পর আবার আকাশে উঠল হেলিকপ্টার। রাডারে ধরা না পড়ে পালিয়ে এল নিরাপদে।

আলবার্টভিল হয়ে কিলিমবিতে চলে এল হেলিকপ্টার। আলবার্টভিল এয়ারপোর্ট খালি পড়ে আছে, দেখে আর নামেনি ওরা। কিলিমবিতে পৌঁছুল ন'টার দিকে। সার্চলাইটের আলো পথ দেখাল ওদেরকে, কিলিমবিতে রয়ে যাওয়া মার্সেনারিদের সঙ্গে যোগাযোগ করল নাসিম রেডিওর সাহায্যে।

পুলিস স্টেশনের পিছনের মাঠে নামল ওরা। অসুস্থ হলেও, ওদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন ইউনুস উসুমবুরা। তাঁর মুখ থেকেই রানা আর ওর অফিসারদের বিপদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারল নাসিম।

মাইন আর ডাকোটা আট মাইল দূরে, প্রায় পুরোটাই পাহাড়ী পথ। রানা ওর দল নিয়ে রওনা হবার পরপরই সিমবারা ঝাঁকে ঝাঁকে হামলা করেছে পিছন থেকে। হামলার খবর উসুমবুরা পেয়েছেন ঠিকই, তবে রানার সাহায্যে তিনি কিছু করতে পারছেন না। কেন? কারণ, উত্তর থেকে স্বয়ং জেনারেল বুটা কিলিমবির আশপাশের জঙ্গলে পৌঁছে

গেছেন, সিমবাদের পরিচালনা করছেন তিনি—একটা অংশকে পাঠিয়েছেন রানার পিছনে, আরেকটা অংশকে পাঁচিলের মত দাঁড় করিয়ে রেখেছেন কিলিমবির চারদিকে। সেই পাঁচিল ভেদ করে পাঁচজন মার্সেনারি সাবেক সৈনিকদের নিয়ে রানার সাহায্যে যেতে পারছে না। সিমবাদের কাছে রকেট আছে, সেটাই বড় বাধা। রকেট কিলিমবিতেও আছে, কিন্তু সেগুলো এখনও পাহাড় থেকে আনা হয়নি। ওদিকে জঙ্গলের ভেতর জেনারেল বুটার শক্তি ক্রমশ বাড়ছে। সিমবারা তো আসছেই, কিউবান মার্সেনারিরাও নাকি আসছে।

রানা বেঁচে আছে, ওর সাহায্য দরকার, এ-কথা বুঝতে পেরে অস্থির হয়ে উঠল নাসিম। এখুনি আবার আকাশে উঠতে চায় সে। মার্সেনারিরা বলল, তারাও গানশিপে থাকবে। রানা আর ওর দলকে সাহায্য করতেই যাবে তারা, তবে কিলিমবির চারপাশের জঙ্গলটা চক্কর দেবে দু'বার। গানশিপে রকেট ও মিসাইল আছে, কিভাবে অপারেট করতে হয় জানে তারা, সুযোগ পেলে সিমবাদের লীডারকে একটু শিক্ষা দেবে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হলো নাসিম।

সার্চ লাইটের আলোয় তিনটে ট্যাংক আর দুটো আর্মারড কার দেখতে পেল ওরা। রকেট ছুঁড়ে সবগুলো ধ্বংস করা হলো। ঠিক বোঝা গেল না, তবে বাকি সিমবাদের আচরণ দেখে মনে হলো তাদের লীডার জেনারেল উবাণ্ডি বুটা নিহত হয়েছেন। সিমবাদের পাঁচিলটা ভেঙে পড়ল, যে যেদিকে পারছে ছুটে পালাচ্ছে।

খুব বড় একটা কাজ করা হলো বটে, তবে সেটা করতে গিয়ে মূল্যবান একটি ঘণ্টা বেরিয়ে গেল। নাক ঘুরিয়ে মাইন ভিলেজের দিকে রওনা হয়ে গেল হেলিকপ্টার গানশিপ, চোখ বুজে প্রার্থনা করছে নাসিম—আল্লাহ, রানাকে তুমি বাঁচিয়ে রেখো। কপ্টারের খোলা দরজার সামনে বসে আছে সে, কোলের ওপর অটোমেটিক রাইফেল। তার

পাশেই বসে আছে ফার্নান্দেজ, তার হাতেও রাইফেল, অপর হাতটা নাসিমের কাঁধে সান্ত্বনা ও অভয় দেয়ার ভঙ্গিতে। পাঁচজনের মধ্যে মাত্র দু'জন মার্সেনারি উঠেছে কপ্টারে, তারাও প্রস্তুত।

আবার সিমবাদের দেখা মিলল মাইন ভিলেজের কাছে জঙ্গলের ভেতর, এবং গ্রামটার চারপাশে। গ্রামের ওপর চলে আসার আগে আকাশ থেকে অনবরত মেশিন-গানের গুলি ছুঁড়ে শত্রুনিধনে মেতে উঠল মার্সেনারি দু'জন। সার্চলাইটের আলোয় দেখা গেল আতঙ্কিত ইঁদুরের মত ছুটোছুটি করছে সিমবারা, সঙ্গীদের লাশ ফেলে যে যেদিকে পারে পালাচ্ছে। নিচ থেকে কপ্টার লক্ষ্য করে গুলি হলেও, সংখ্যায় তা খুবই কম, আর সময় নিয়ে লক্ষ্যস্থির না করায় একটাও লাগল না। এরপর গ্রামের দিকে ঘুরে গেল গানশিপ। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে।

সুফিয়ানের সুইসাইড স্কোয়াড পিছনে চলে এসেছে, সতেরো জনের সিমবা দলটা তা টেরই পায়নি। সুফিয়ানের কাছে নাইট গ্লাস আছে, সিমবাদের সামনের রাস্তায় পড়ে থাকা লাশের স্তূপটা দেখতে পেল সে। স্তূপের আশপাশে সামান্য নড়াচড়াও ধরা পড়ল তার চোখে। ওখানে রানা ও আর.এস এম আছেন ধরে নিয়ে সবাইকে সাবধান করে দিল সে। উত্তেজনা ও ভাবাবেগে আক্রান্ত হয়ে একজন মার্সেনারির কাছ থেকে একটা রাইফেল কেড়ে আনলেও, মৌলভী শাহ আজিজ জানেন না ওটা কিভাবে চালাতে হয়। অথচ সুফিয়ানের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে সবার সামনে থাকছেন তিনি। তাঁর উত্তেজনা আর ভাবাবেগ যে কতটুকু প্রবল তার প্রমাণ পাওয়া গেল অকস্মাৎ 'আল্লাহু আকবর' বলে চিৎকার করে ওঠায়। শুধু চিৎকার না, হকি স্টিক দিয়ে বাড়ি মারার ভঙ্গিতে রাইফেলটাকে মাথার ওপর তুলে সিমবাদের দিকে ছুটলেন তিনি।

অগত্যা সময়ের আগেই আক্রমণ করার নির্দেশ দিতে হলো সুফিয়ানকে। প্রথম তিন সেকেণ্ডের মধ্যেই সিমবারা প্রায় সবাই পড়ে গেল, কিন্তু যারা তারপরও ধরাশায়ী হলো না তাদের মধ্যে একজন ঘুরে গিয়েই গুলি করল সরাসরি মৌলভী সাহেবকে। এক পশলা গুলির সব ক'টা বুলেট লাগল তাঁর বুক আর মুখে।

মৌলভী সাহেব ঝাঁকি খেতে খেতে পড়ে যাচ্ছেন, তাঁকে ধরার জন্যে একটা হাত বাড়িয়ে ছুটে এল সুফিয়ান। নাগালের মধ্যে পেয়েও গেল তাঁকে, কিন্তু ধরতে পারল না—স্থির হয়ে গেল হাত, বাঁকা হয়ে গেল পিঠ, হাঁ করা মুখ থেকে কোন শব্দ বেরুচ্ছে না।

সিমবাদের দ্বিতীয় দলটা গুলি করছে ওদের পিছন থেকে। তাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে ওদের কোন ধারণাই ছিল না। মৌলভী সাহেব ও সুফিয়ান একই সঙ্গে রাস্তার ওপর পড়ে গেল। সামনের অবশিষ্ট সিমবাকে গুলি করলেন মাহমুদ, তারা ধরাশায়ী হলো কিনা না দেখেই পিছন ফিরলেন তিনি, সঙ্গে সঙ্গে তার দু'পায়ের ফাঁকে বিস্ফোরিত হলো একটা গ্রেনেড। প্রথমে একটা, তারপর কাছাকাছি আরও দুটো।

সুইসাইড স্কোয়াড নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। চাপ চাপ আঠাল রক্ত, ছিন্নভিন্ন মাংস, বিচ্ছিন্ন হাত-পা ছাড়া কিছুই ওদের অবশিষ্ট থাকল না। অন্ধকার আকাশে কালো একটা প্রকাণ্ড বাজ পাখির মত উদয় হলো হেলিকপ্টার গানশিপ। আর.এস.এম ও রানার ওপর স্থির হলো সেটা। সুইচ টিপে সার্চলাইট জ্বালল পাইলট। মার্সেনারিদের হাতে গর্জে উঠল একজোড়া মেশিন-গান।

আধ মিনিটের মধ্যে ফাঁকা ও নিষ্প্রাণ হয়ে গেল রাস্তাটা। সুইসাইড স্কোয়াড আগেই নিশ্চিহ্ন হয়েছে, এবার সিমবারাও নিশ্চিহ্ন হলো। একটু সামনে এগিয়ে নিচে নামল হেলিকপ্টার।

আকুল হয়ে ছুটে এলেও, আর.এস.এম বাধা দেয়ায় রানাকে ছুঁতে

পারল না নাসিম। তিনি তাঁর লীডারকে দু'হাত দিয়ে তুলে বুকে ধরে রেখেছেন। চোখের পাতা সামান্য একটু ফাঁক হয়ে থাকায়, সেই ফাঁকের ভেতর মনি দুটো নড়াচড়া করায় বোঝা গেল এখনও সচেতন রানা। 'ওরা কারা মারা গেল?' প্রশ্নটা নির্দিষ্ট কাউকে করা হয়নি।

'স্যার, আমি শুধু সুফিয়ানকে চিনতে পেরেছি,' জবাব দিলেন আর.এস.এম, তারপর নাসিম ও ফার্নান্দেজের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'স্ট্রেচার থাকলে নিয়ে আসুন, প্লীজ।'

'ওখানে ওরা আমাদের লোক,' বলল রানা। 'যে অবস্থাতেই থাকুক ওরা, সবাইকে কপ্টারে তুলতে হবে।'

আর.এস.এম এখনও রানাকে বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর সামান্য অন্যমনস্কতার সুযোগে রানার একদম কাছে চলে এল নাসিম। ওর মুখে নরম হাত বুলাল সে। 'তুমি বাঁচবে, রানা। তোমাকে বাঁচতেই হবে।'

দুর্বল একটা হাত তুলে নাসিমের কব্জিটা ধরল রানা। 'সেই এলে, কিন্তু অনেক দেরি করে এলে, নাসিম। ওখানে যদি সুফিয়ানের লাশ পড়ে থাকে, তাহলে আমি জানি তার সঙ্গে মাহমুদ ভাই আর মামুনের লাশও পাওয়া যাবে। ওরা আমাকে এমন ভাবে ঋণী করে গেল, আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে করছে না।'

প্রথমে স্ট্রেচারে করে রানাকে তোলা হলো কপ্টারে। আর.এস.এম রক্তে ভেজা রাস্তার ওপর ঘোরাঘুরি করে লাশগুলো সনাক্ত করলেন, ছ'জনকেই তিনি চিনতে পারলেন, যদিও কারও কারও লাশ চিনতে খুব কষ্ট হলো। কপ্টারে লাশগুলো তোলার পর রানা দেখতে চাইল।

ইতিমধ্যে মরফিন ইঞ্জেকশন দেয়া হয়েছে ওকে। নাসিম আর ফার্নান্দেজ দু'জন মিলে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়েছে ক্ষতগুলোয়। জেনারেল বুটা সম্ভবত নিহত হয়েছেন, এ-কথা শুনে পাইলটকে কিলিমবির দিকে

যেতে নির্দেশ দিয়েছে ও। ওখানেই ওর প্রিয় শিষ্য ও বন্ধুদের দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করা হবে।

আকাশের অনেক ওপরে উঠে এল গানশিপ, সিমবারা যাতে গুলি করলেও না লাগে। বিবর্ণ, ক্লান্ত, রুগ্ন দেখাচ্ছে রানাকে। মরফিনের প্রভাবে ঘুম পাচ্ছে ওর। একটা নাম স্মরণ করার চেষ্টা করছে ও। কি যেন নামটা? কোনমতে মনে পড়ছে না। আশ্চর্য! চোখ মেলল রানা, নাসিমকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি জানো, নাসিম? সুফিয়ানের ছেলেটার কি যেন নাম?' তারপর ওর আর কিছু মনে নেই।

* * * *